জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৪২ ● ৫ জুলাই, ২০২৫ ● ২০ আষাঢ় ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 42 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 5 JULY, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ডিজিটাল পোর্টাল

বন্ধ কলকারখানা ও বাগিচা শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের কাজ দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে কার্যকর করতে নয়া পোর্টাল চালু রাজ্য সরকারের। পোর্টালের দায়িত্বে ওয়েবেল। এর ফলে গ্রামীণ কাজকর্ম আরও দ্রুততার সঙ্গে হবে

দক্ষিণে ভারী বৃষ্টি

রাজ্যে সক্রিয় রয়েছে বর্ষার বাতাস। দক্ষিণের জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরেও লাগাতার বৃষ্টি চলবে। ১১ জুলাই পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি

বৃহস্পতিবার রাতে কসবা-কাণ্ডে পুনর্নির্মাণ, সোমবার থেকে কলেজ

বন্যা নিরসনে ডুয়ার্সের নদীতে ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা রাজ্যের

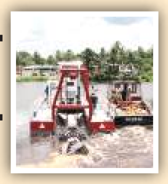

অপহরণ করে গাড়িতে চাপিয়ে চম্পট ■ নাবালিকার বাড়িতে হুমকি

ধর্ষক এবার যোগীর পুলিশই

প্রতিবেদন : এবার যোগীর পুলিশই নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করল! জানা গিয়েছে, স্কুলে যাওয়ার পথে ১৫ বছরের দলিত ছাত্রীকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কনস্টেবল বিনয় চৌহান অপহরণ করে ধর্ষণ করে। এখানেই শেষ নয়, ধর্ষণ চলাকালীন তারই এক সহযোগী মেয়েটির মাথায় বন্দুক ধরে থাকে। এই ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গিয়েছে সে-রাজ্যে। এই ঘটনার পর তৃণমূলের তরফে তীব্র আক্রমণ করে বলা হয়েছে, ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে আইনরক্ষক কেবল ধর্ষকদের রক্ষা করে না, ধর্ষণও করে! এখানে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম যাবে না? জাতীয় মহিলা কমিশন কোথায়? কোথায় গেল গোদি মিডিয়া? ঘটনার পর ফারুকাবাদের ওই দলিত নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট, বিজেপির উত্তরপ্রদেশে দলিত শ্রেণিকে পিষে মারার চক্রান্ত চলছে। জানা গিয়েছে, স্কুলে যাওয়ার পথে গাড়ি নিয়ে এসে তাকে জোর করে গাড়িতে তোলে অভিযুক্ত কনস্টেবল। তারপর নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনার সময় আর এক পুলিশকর্মী মেয়েটির মাথায় বন্দুক ধরে থাকে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে বাড়ির কাছে নাবালিকাকে ফেলে রেখে যায় তারা। (এরপর ১০ পাতায়)

■ এই থানাতেই কর্মরত ছিল বিনয় চৌহান।

■ অভিযুক্ত বিনয় চৌহান।

■ এই গাড়িতেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দিন ও রাত

দিন বলে যাবো যাবো
রাত বলে আসি আসি
সকাল গড়িয়ে বিকেল ভাসি
চন্দ্র সূর্য করে হাসাহাসি।।

রৌদ্র বলে আমি প্রখর
আশার তেজে সবাই কাতর
গ্রীষ্ম আমার নেই কো কদর
শীতের নাচনে আমার আদর।।

জীবন যখন বলে যাই
মৃত্যু বলে ঠাঁই নাই
ভুবন বলে কে যায় ভাই
মৃত্তিকা বলে আশ্রয় চাই।।

সবুজ বলে আমি অবুঝ
অরণ্য বলে আমিই সবুজ
ধানখেত বলে আমি অনুজ
আঁধার খোঁজে আলোর পিলসুজ।।

জীবন বলে দাও জীবন শক্তি
লড়াই করবার সাহস ভক্তি
জীবন সংগ্রামের সংগ্রামী যুক্তি
প্রয়োজন নেই জীবনে কোন আসক্তি।।

বিজেপি বিধায়কের ছেলের কীর্তি

তৃণমূল নেতাকে খুন করতে গাড়ি থামিয়ে চালাল গুলি

■ হাসপাতালে রাজু দে। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : গুলি করে খুনের চেষ্টা। গ্রেফতার বিজেপি বিধায়কের গুণধর ছেলে! তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়কের ছেলে দীপঙ্কর রায়। যে স্করপিওতে চেপে এসে কর্মাধ্যক্ষের ওপর গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল সেই কালো রঙের গাড়িটিকেও আটক করেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। কোচবিহার ২ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে-র ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকে শুক্রবার সকালে দফায় দফায় বিক্ষোভে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহারের ঝিনাইডাঙা এলাকায় বিক্ষোভ-মিছিলে শামিল হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এই গুলি চালানোর পেছনে বিজেপির মদত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে রাস্তায় টায়ারে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ (এরপর ১০ পাতায়)

আজ উল্টোরথ, প্রস্তুত দিঘা

ছয় মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

মাসির বাড়িতে আদর আপ্যায়নের পর এবার জগন্নাথ যাবেন নিজের বাড়িতে। হাজার হাজার ভক্ত রথের রশিতে টান দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে রথে চাপিয়ে নিয়ে যাবেন নিজের বাড়িতে। দিঘায় ইতিমধ্যে উল্টোরথকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। আজ বেলা দুটো নাগাদ গড়াতে পারে রথের চাকা। তার আগে সকাল থেকে চলবে বিভিন্ন আচারবিধি এবং ভোগ অর্পণের কাজ। মূল রথের মতো উল্টোরথ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শুক্রবার জগন্নাথ মন্দিরে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং পুলক রায়। এছাড়াও ছিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি এবং জেলা পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। মূল রথের মতোই কড়া নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা দিঘাকে। থাকবে একটি এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। রাখা হচ্ছে দমকল এবং মেডিক্যাল টিম। আজ দুপুর দুটো নাগাদ রথ টানা শুরু হবে। বিকেল চারটেয় রথ টানা সম্পন্ন হবে। জেলা পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বলেন, মূল রথের মতো আমরা (এরপর ১০ পাতায়)

সুকান্তর শাস্তি চাই

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিল এসজিপিসি

প্রতিবেদন : দিনকয়েক আগে কলকাতা পুলিশের শিখ সম্প্রদায়ের এক অফিসারকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন বিজেপির সুকান্ত মজুমদার। এই ঘটনা নিয়ে কম উচাটন হয়নি। এবার এই ঘটনায় সুকান্তর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে চিঠি দিল পাঞ্জাবের শিরোমণি গুরুদ্বার পরবান্ধব কমিটি। এই কমিটির তরফে সম্পাদক শ্রী অমৃতসর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন, এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। একাধিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

খুনি সরকার মোদির আট বছরে ১ লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যা

প্রতিবেদন : যদি কৃষকরাই দেশের মেরুদণ্ড হন, তবে আপনার শাসনে কেন মরছেন কৃষক? কেন কৃষকদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে দিন দিন? জবাব দেবেন না মোদিবাবু? মোদির বিকশিত ভারতে দেশে প্রথম আট বছরে দেশের ভয়াবহ কৃষক-চিত্র দেখলে, আঁতকে উঠবেন। দেশের অন্নদাতাদের এমন সকরুণ অবস্থা এর আগে হয়নি দেশে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত লক্ষাধিক কৃষক আত্মহত্যা করেছেন দেশে। আর তার মধ্যে বিজেপি-রাজ্যগুলির অবস্থা ভয়াবহ। বিশেষ করে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কৃষকদের আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার প্রবণতা বেশি। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশের এই পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেই তৃণমূলের সাফ কথা, মোদিবাবু আপনার বিকশিত ভারতে কৃষকদের প্রতি উদাসীনতা আসলে গণহত্যারই নামান্তর।

২০১৪ থেকে ২০২২-এর মধ্যে কৃষক আত্মহত্যার পরিসংখ্যান-সহযোগে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে তৃণমূল। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মোদি জমানার আট বছরে ১ লক্ষাধিক কৃষক আত্মহত্যা করেছেন দেশে। (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

২০০৭ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬-২০০৭) এদিন প্রয়াত হলেন। বিশিষ্ট অভিনেতা। ১৯৬০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তারপর সিভিল ডিফেন্স এবং কলকাতা পুরসভায় স্বাস্থ্য দফতরে চাকরি শুরু করেন। কিন্তু বেশিদিন মন টেকেনি। তখনই পরিচয় হয় প্রখ্যাত অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আইপিটিএ আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালে। থিয়েটার করে গিয়েছেন বহু বহু বছর। ১৯৬৫ সালে মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' ছবিতে প্রথমবারের জন্য অভিনয় করেন। ১৯৬৭ সালেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ। 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে সেই প্রথমবার উত্তমকুমার এবং সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। ১৯৬৮ সালে 'চৌরঙ্গী'র সেই বিখ্যাত চরিত্র শংকর। তারপর এক-এক করে 'আরোগ্য নিকেতন', 'অরণ্যের

দিনরাত্রি', এখনই, 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে, 'ছদ্মবেশী', 'কোরাস', 'গণশত্রু', 'লাল দরজা', 'দহন', 'আবার অরণ্যে'র মতো কালজয়ী ছবিতে অভিনয় করেন। ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে কেসেনিয়া এবং সিমি গারেওয়াল পরস্পরের ভাল বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। পরে একদিন সিমির কাছে শুভেন্দুকে ভাল লাগার কথা জানিয়েছিলেন কেসেনিয়া। আর সেই কথা সিমি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র শ্যুটিং ফ্লোরে সকলের সামনে শুভেন্দুকে জানান। সে-সময় ফ্লোরে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও। সিমির কথা শুনে শুভেন্দু তো লজ্জায় লাল!

১৯৯৩ কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৯৩) প্রয়াত হন। বিশিষ্ট অভিনেতা। ''সৌমিত্র নয়, আমার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়'', বলেছিলেন উত্তমকুমার। তাঁর নাম শুনলে মাথায় আসে কত চরিত্র। কখনও 'অযান্ত্রিক'-এর বিমল, কখনও 'নীল আকাশের নীচে'-র ওয়াং লু; আবার সেখানে হাজির হন 'হারমোনিয়াম', 'দাদার কীর্তি', 'গুরুদক্ষিণা'র সেই এক মাথা সাদা কোঁকড়ানো চুলের বৃদ্ধ। সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল তিনজনের ছবিতেই অভিনয় করেছেন। সঙ্গে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, তপন সিংহের মতো পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। অভিনয়ই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আবার অভিনয় করতে করতেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে চলে যাওয়া তাঁর। বাংলা সিনেমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তিনি।

১৮৮৬ জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার। উল্লেখযোগ্য রচনাবলি অসাধু সিদ্ধার্থ, বিনোদিনী, উদয়লেখা, মেঘাবৃত অশনি, দুলালের দোলা, নিষেধের পটভূমিকায়, লঘুগুরু ইত্যাদি। ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পী। গভীর জীবনবোধ, সুঠাম কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে তাঁর ছোটগল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। মনোবৈকল্য ও মনোবিশ্লেষণ এবং দুঃখময়তার নিপুণ বর্ণনায় তাঁর শিল্পকর্ম এক অসাধারণ সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সামাজিক অন্যায়-অবিচারের চেয়ে অদৃষ্টলিপিই দুঃখময়তার কারণ বলে তাঁর গল্পে বিশ্লেষিত।

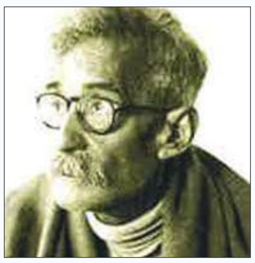

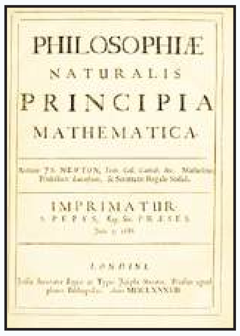

১৬৮৭ ফিলোসফিয়া নেচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা প্রকাশিত হল এদিন। স্যার আইজাক নিউটনের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত বই। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় এতে আলোচিত হয় : নিউটনের গতিসূত্র যা চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে, সর্বজনীন মহাকর্ষ তত্ত্ব এবং কেপলারের গ্রহীয় গতি সম্পর্কিত সূত্রের প্রমাণ।

১৯৯৬ ডলি এদিন জন্ম নেয়। ফেব্রুয়ারি মাসেই স্কটল্যান্ডের রসলিন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন, একটি প্রাপ্তবয়স্ক ভেড়াকে ক্লোন করেছেন তাঁরা। তবে ঘোষণা তখন এলেও ডলির জন্ম আসলে ১৯৯৬ সালের ৫ জুলাই। ডলির নামকরণ করা হয় আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পী ডলি পের্টনের নামে। ডলি মানব-ইতিহাসে প্রথম সফল স্তন্যপায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ক্লোন প্রাণী।

১৯৭১ মার্কিন সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী অনুমোদিত হল। এই সংশোধনী অনুসারে ১৮ বছর বয়সি ও তদূর্ধ্বদের ভোট দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়।

পার্টির কর্মসূচি

বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিধায়ক খোকন দাস-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৩৩

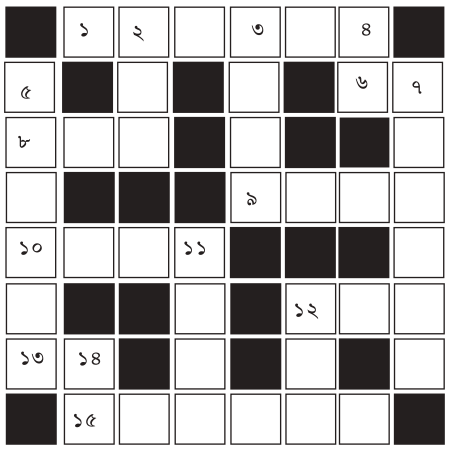

পাশাপাশি : ১. (আল.) বৃথা আস্ফালন ৬. গুমট, ভ্যাপসা ৮. আলোকময় ৯. রক্ত, রুধির ১০. ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ১২. ভ্রান্ত বোধ বা উপলব্ধি ১৩. উক্তি, বচন ১৫. নারীসম্প্রদায়।

উপর-নিচ : ২. নাপিতের মজুরি ৩. দরজি ৪. —তপ ৫. মহাভারতের পর্ববিশেষ ৭. বারোটি চন্দ্রমাসের সমষ্টি ১১. করুণাময়ী ১২. বিরোধের অভাব ১৪. খুঁটি, স্তম্ভ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৩২ : পাশাপাশি : ১. আতপ ৩. চণ্ডালিকা ৫. কনকরঞ্জিত ৭. নাচার ৮. মগজ ১০. অমিতসাহস ১২. লশকর ১৩. ময়না। **উপর-নিচ :** ১. আলোচনা ২. পলকরহিত ৩. চটক ৪. কাঙ্ক্ষিত ৬. রকমসকম ৯. জরিমানা ১০. অতল ১১. সাগর।

৪ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১০৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১০৮১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.২৬	৮৪.৯৮
ইউরো	১০১.৯৪	১০০.১৭
পাউন্ড	১১৮.০২	১১৬.০৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ নুসরত

■ কৌশানী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

উল্টোরথ ও মহরমের আগে শুক্রবার হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে দক্ষিণ হাওড়ায় বিশেষ সাফাই অভিযান। তত্ত্বাবধান করেন ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি ও পুরকর্তারা

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তায় ডিজিটাল পোর্টাল রাজ্যে

প্রতিবেদন : বন্ধ কলকারখানা ও বাগিচা শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রকল্প দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে কার্যকর করতে নতুন পোর্টাল চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেলকে এই পোর্টাল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রম দফতর জানিয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে লকআউট, বন্ধ অথবা পরিত্যক্ত কলকারখানার শ্রমিকদের সরকারি সুবিধাপ্রাপ্তি আরও সহজ ও কার্যকর হবে।

চা-বাগানগুলির ক্ষেত্রে একমাস বন্ধ থাকলেই শ্রমিকরা এই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবেন, অন্যদিকে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে কমপক্ষে ছয়মাস বন্ধ থাকার শর্ত পূরণ করতে হবে। নতুন পোর্টালে শ্রমিকরা অনলাইন নাম নথিভুক্তিকরণ, যাচাই প্রক্রিয়ার সুযোগ পাবেন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেই সরকারি ভাতা পাবেন। পোর্টালে নতুন শিল্প ইউনিট ও উপভোক্তা যুক্ত করা এবং মৃত্যুবরণ, অবসর অথবা পুনর্নিয়োগের কারণে অযোগ্য উপভোক্তাদের বাদ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রাজ্যের অর্থ দফতরের আইএফএমএস পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, যাতে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর করা যায়। এছাড়া পোর্টালে থাকবে পুরনো তথ্যভাণ্ডার স্থানান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রতিবেদন তৈরির সুবিধা, নিরাপদ সার্টিফিকেশন, সাইবার নিরাপত্তা নিরীক্ষা এবং রাজ্য তথ্যকেন্দ্রে হোস্টিংয়ের ব্যবস্থা। এর ফলে অর্থপ্রদানে স্বচ্ছতা বাড়বে, বিলম্ব কমবে এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপও হ্রাস পাবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন পোর্টাল চালু হবে।

গোপনে ভোটারদের নাম বাদের চক্রান্ত!

শেষ দেখে ছাড়বে তৃণমূল

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশন বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর নামে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই চক্রান্ত ধরে ফেলার পর এখন গোপনে এই প্রক্রিয়া রাজ্যে শুরু করতে চাইছে কমিশন। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট জানিয়ে দিল, কমিশনের ফন্দি তাঁরা বানচাল করবেনই। এর শেষ দেখে ছাড়বেন তাঁরা। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সোজাসাপ্টা জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কোনও ইস্যু তুলে ধরেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত সেই লড়াই করবেন। সংসদের বাইরে এবং সংসদের ভেতরেও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সমস্ত বিরোধী দল এই লড়াইয়ে এককাট্টা।

কমিশনের যুক্তি, ২০০২ সালে শেষবার সংশোধনী হয়েছিল। তাই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ সংস্কার প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এনআরসি-র ছায়ায় পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। দিল্লিতে গিয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এই সংশোধনীর বিরোধিতা করে। তারপরও কমিশন কোনও আপত্তির তোয়াক্কা না করেই নির্ধারিত নিয়মে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চালু করার পরিকল্পনা করেছে। বুথ লেভেল অফিসাররা কাজে বাধা পেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরাসরি এফআইআর করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলও এর বিরুদ্ধে বড়সড় আন্দোলনে তৈরি।

অসুস্থ ধৃত

প্রতিবেদন : আরজি কর হাসপাতালে দুই অনডিউটি চিকিৎসককে হেনস্থায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে টালা থানার পুলিশ। হরিণঘাটার বাসিন্দা অভিযুক্ত দীপক চক্রবর্তী নামে ওই ব্যক্তিকে নিয়ম অনুযায়ী মেডিক্যাল চেকআপের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তাঁকে আরজি কর হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থার উন্নতি হলে ধৃতকে আদালতে পেশ করা হবে। কোনও কারণ ছাড়াই চিকিৎসককে হেনস্থা কেন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

■ কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তিনতলায় শুরু হল 'বরষার বই-তরণী'। এবারের থিম 'থ্রিলার'। রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক দীপ্তাংশু মণ্ডল-সহ অন্যরা। শুক্রবার।

বাংলা বইয়ের প্রচারে অভিনব উদ্যোগ শহরে

প্রতিবেদন : বাংলা বইয়ের প্রচারে অভিনব উদ্যোগ। বছরভর বাংলায় নানা বইমেলা হয়। তবে কোনও নির্দিষ্ট থিমের উপর বইমেলা সম্ভবত এই প্রথম। তাও আবার ভরা বর্ষায় এবং খোলা জায়গাতেও নয়। অভিনব এই বইমেলা চলছে কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসের তিনতলায়। ঘরের ভিতর। পাওয়া যাচ্ছে শুধুই থ্রিলার। উৎসাহী পাঠকরা ভিড় জমাচ্ছেন। দেখছেন। কিনছেন। শুক্রবার মেলার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক-সাংবাদিক কুণাল ঘোষ এবং অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন দীপ্তাংশু মণ্ডল, ভাস্কর লেট, সুকন্যা মণ্ডল প্রমুখ। পরে ছিল 'থ্রিলার কেন ডাকে' শীর্ষক আড্ডা-চক্র। আলোচনা মাতিয়ে দেন গৌরব চক্রবর্তী, দীপান্বিতা রায়, দেবারতি মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভদ্র, রাজর্ষি গুপ্ত। তিনদিনের এই বইমেলা চলবে ৬ জুলাই পর্যন্ত। খোলা থাকছে দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা। অংশ নিচ্ছে আনন্দ পাবলিশার্স, দে'জ পাবলিশিং, পত্রভারতী, দীপ প্রকাশন-সহ ২৫টির বেশি প্রকাশনী সংস্থা। থ্রিলার বইমেলার উদ্যোক্তা সংবাদ প্রতিদিন ও দীপ প্রকাশন।

ভোটের লোভে ভণ্ডামি বরদাস্ত করবে না বাংলা

ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা বিজেপির

প্রতিবেদন : জনপ্রিয় ওয়েবসিরিজে অভিনেতা নওয়াজউদ্দিনের সেই বিখ্যাত ডায়ালগ, 'কভি কভি লাগতা হ্যায় আপুন হি ভগবান হ্যায়'! কিন্তু সে তো রিল লাইফ। তবে বাস্তব জীবনেও একজন নিজেকে ঈশ্বরের দূত হিসেবে মনে করেন। মুখে বলেন, কখনও কখনও মনে হয়, আমিই ভগবান! পুরোদস্তুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়েও নিজেকে ভগবানের আসনে বসিয়ে ভগবানকে নিয়ে ছেলেখেলা করা সেই লোক দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর ভোটের লোভে মোদির দেখানো পথে হেঁটে ধর্মের আড়ালে ভণ্ডামি করেন বিজেপির অন্য নেতারাও। প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করতে সম্বিত পাত্রের মতো বিজেপি নেতারা বলেন, প্রভু জগন্নাথ মোদির ভক্ত! কলকাতায় বঙ্গ বিজেপির অনুষ্ঠানে মা কালীর ছবির পাশে মোদির ছবি রেখে সেই নির্বুদ্ধিতা আবারও প্রমাণ করলেন গদ্দার-সুকান্তরা। তৃণমূল কংগ্রেস ধর্ম নিয়ে বিজেপির এই নোংরা খেলার তীব্র নিন্দা করছে। দলের সাফ বক্তব্য, এটা ধর্মের চরম অপমান। জঘন্য আত্মমুগ্ধতার প্রদর্শন। যদি এভাবেই ঈশ্বরের নাম ভাঙিয়ে, বিশ্বাসকে ব্যবহার করে মোদিকে ভগবান বানানোর ছক কষে বিজেপি ২০২৬-এর দিকে হাঁটতে চায়, তাহলে ওরা বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অনেকটা দূরে। বাংলায় আমরা মা কালীকে পুজো করি, ভোটের লোভে ভণ্ডামি করা লোকেদের নয়!

■ মা কালীর ছবির পাশে রয়েছে মোদির ছবি।

ঈশ্বরকে নিয়ে বিজেপির ভণ্ড নেতাদের নোংরা খেলা! এত ঔদ্ধত্য হয় কী করে? তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও এই নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, যেই বিজেপি ধর্মের নামে, হিন্দুত্বের নামে রাজনীতি করতে পিছপা হয় না, সেই বিজেপি কিনা ভগবানকেও ভয় পায় না আজকাল? এতটা স্বেচ্ছাচারিতা আসে কী করে? মা কালীর ছবির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ছবি, এও সম্ভব? একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে নিজেকে যদি তিনি বা তাঁর অনুগামীরা ভগবানের সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে তা সত্যিই ধর্মের নামে অপমান, দেব-দেবীকে অপমান। মাননীয় মোদিজি আর যাই করুন, ভগবানকে নিয়ে এই ছেলেখেলাটা করবেন না!

ভয়ে গেল না ন্যাড়া

প্রতিবেদন : হাসপাতালে গুন্ডামি! ভয়ে থানায় হাজিরা এড়ালেন বিজেপির ন্যাড়া আইনজীবী-নেতা কৌস্তভ বাগচী। বারাকপুরের বেসরকারি হাসপাতালে হুমকি, গালাগালি দেওয়ার অভিযোগে মামলা হওয়ার পর কৌস্তভকে ডেকে পাঠিয়েছিল মোহনপুর থানা। শুক্রবার বেলা ১১টার মধ্যে থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে পুলিশের ডাকে সাড়া দিলেন না ন্যাড়া।

ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ

সোমবার থেকে খুলছে কসবার আইন কলেজ

■ ঘটনাস্থলে চলছে পুনর্নির্মাণ। পাশে, থ্রি-ডি ম্যাপিং ক্যামেরা। শুক্রবার কসবা ল' কলেজে।

প্রতিবেদন : কলেজে পঠন-পাঠন বন্ধ থাকা নিয়ে খোঁজখবর করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এরপরেই কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, যেহেতু কলেজে পুলিশি নিরাপত্তা রয়েছে তাই সবদিক চিন্তা করেই কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে প্রশাসনিক কাজ চলছে। কিন্তু এবার নতুন করে সিদ্ধান্ত হল, সোমবার থেকেই আবার শুরু হতে পারে কলেজের পঠন-পাঠন। তবে আদালতের নির্দেশে বন্ধ থাকবে গার্ডরুম ও ইউনিয়ন রুম। এরমধ্যে এদিন পুলিশ ধৃতদের কলেজে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে। গোটা ঘটনার ভিডিওগ্রাফি ও থ্রি-ডি ম্যাপিংও করে পুলিশ। কলেজের গভর্নিং বডির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সোমবারই শুরু হতে পারে পঠন-পাঠন। ক্রাইম সিন যেমন ঘেরা রয়েছে তেমনই থাকবে। পুলিশও মোতায়েন থাকবে কলেজ চত্বরে। পরিচয়পত্র দেখিয়ে তবেই ঢোকা যাবে কলেজে। এই নিয়ে অধ্যক্ষ কথা বলেছেন পরিচালন সমিতির সঙ্গে। আগামী সোমবারও জিবি বৈঠক ডাকা হয়েছে। এদিকে, সামনেই পরীক্ষা রয়েছে। তাতেই আরও সংশয় তৈরি হয়েছিল যে কীভাবে পড়ুয়ারা পরীক্ষা দেবে, আদৌ ওই কলেজকে পরীক্ষা কেন্দ্র করা যাবে কি না এই নিয়ে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লজ্জা

লজ্জাকর একটি পরিসংখ্যান। দেশে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১১ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ৮ বছরেই ১ লক্ষের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। ১১ বছরের হিসেব ধরলে সংখ্যাটা নয়-নয় করে ১ লক্ষ ২৫ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। দেশের কাছে লজ্জার পরিসংখ্যান। বিকশিত ভারত কিংবা এগিয়ে থাকা ভারতের যত বিজ্ঞাপনই বিজেপি সরকার দিক না কেন, দেশ এই পরিসংখ্যান আগে কখনও দেখেনি। বিজেপি আমলেই তিন-তিনবার লক্ষ লক্ষ কৃষক ঐতিহাসিক মিছিল করেছেন। দিল্লির রাজপথে প্রায় এক বছর ধরে ধরনায় বসার পর শক্তি প্রয়োগ করে সেই প্রতিরোধকে ছারখার করতে হয়েছিল। কেঁপে গিয়েছিল দিল্লির শাসক দলের কুর্সি। কৃষকদের আন্দোলনে এতটাই দিশাহারা ছিল বিজেপি যে হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্তে বিক্ষোভরত ধরনায় গাড়ি চালিয়ে চারজন কৃষককে খুন করে। কৃষকদের আসলে এই চোখেই দেখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সারের দাম বাড়ছে। চাষের সরঞ্জামের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে অথচ ফসলের দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে চাষের জন্য যে খরচ করেছেন কৃষক, শস্য বিক্রি করতে গিয়ে তার অর্ধেকও পাচ্ছেন না। চাষিদের শস্য বিক্রির জন্য সরকারি কোনও উদ্যোগ নেই। চাষিরা যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হন তাহলে সরকারি তরফে কোনওরকম সাহায্য দেওয়া হয় না। মজুরি কম। দাবি জানিয়েও তা বৃদ্ধি করেনি মোদি সরকার। দেশের শিরদাঁড়া কৃষকরা। অথচ তাঁরাই সবচেয়ে বেশিমাত্রায় বঞ্চিত। তাই আত্মহত্যার মাত্রা ছাড়িয়ে রেকর্ড করতে চলেছে। এ আমাদের লজ্জা।

e-mail থেকে চিঠি

কৃষক-মারা সরকার, আর নেই দরকার

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) হিসেবে, মোদি জমানার প্রথম ন'বছরে (২০১৪-২২) দেশে লক্ষাধিক কৃষক আত্মঘাতী হয়েছিলেন। অর্থাৎ দৈনিক আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা ছিল অন্তত ৩০! পরবর্তী আড়াই বছরের ছবিটা আরও মারাত্মক। ডাবল ইঞ্জিন রাজ্য মহারাষ্ট্রে চলতি বছরের প্রথম তিনমাসেই ৭৬৭ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় খোদ বিজেপির সরকারই এই তথ্য জানিয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মার্চে মহারাষ্ট্রে ৭৬৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে ৩৭৬ জনের পরিবার। ওই তিনমাসে শুধু পশ্চিম বিদর্ভেই ২৫৭ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই সরকারি সাহায্য পাননি। এরই মধ্যে বৃদ্ধ কৃষক দম্পতি অম্বাদাস পাওয়ার এবং তাঁর স্ত্রী মুক্তাবাইয়ের চাষের কাজের একটি মর্মান্তিক ভিডিও সামনে এসেছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সর্বশক্তি দিয়ে লাঙল টানছেন লাতুরের ৭৫ বছরের অম্বাদাস। পিছনে হাল ধরে রেখেছেন তাঁর স্ত্রী। খবরে প্রকাশ, কয়েকবছর ধরে এভাবেই চাষ করছেন তাঁরা। আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাঁদের। ফলে পরিবারটি এমন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে ট্রাক্টর, এমনকী হালের বলদ পর্যন্ত বেচে দিতে হয়েছে। জনমজুর ডাকারও টাকা নেই পরিবারটির। এ জন্যই তাঁদের এমন করুণ দশা। কৃষকের আত্মহত্যার গত এক দশকের প্রবণতা আমাদের কোনওভাবেই আশান্বিত করে না। কিন্তু এমনটা কি হওয়ার কথা ছিল? ক্ষমতা দখলের আগে কী বলেছিলেন নরেন্দ্র মোদি? প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি ক্ষমতা পেলে কৃষকের জীবন বদলে দেবেন। কৃষকদের 'অন্নদাতা' নামে সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, তাঁর সরকার ভারতের কৃষকের আয় দ্রুত দ্বিগুণ করে দেবে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (এমএসপি) নিশ্চয়তার 'স্বপ্ন' দেখিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স'-এর নেতাও যা বলেছিলেন তা কথার কথা মাত্র। কিছু সাধারণ নেতার মতোই ভোট কুড়নোর সংকীর্ণ কৌশলী রাজনীতি করেই কাটিয়ে দিচ্ছেন মোদি। আজও অসংখ্য কৃষক মহাজনি ঋণের ফাঁদে পড়ে হাঁসফাঁস করছেন। সকলে সহজ শর্তে এবং কম সুদের হারে ব্যাঙ্কঋণের সুবিধা পান না। ফসল বিমার সুবিধাবঞ্চিত কৃষকের সংখ্যাও বিপুল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত কৃষক পরিবারের ঋণ মকুবের দাবিও পূরণ হয় না এদেশে।

— **অমিত দাস, দমদম, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কেরলে কমরেডদের কীর্তি কেলেংকারি

পশ্চিমবঙ্গে কত কথা! রাত দখলের সলতে পাকানো। মশালে তেল জোগানো, মোমবাতিতে দেশলাই ধরানো। কমরেডদের সৎ আর সাধু রূপের অজস্র ভণ্ডামি। ৩৪ বছর ধরে ওদের চিনেছে বাংলা। স্বভাব যে বদলায়নি, সে প্রমাণ দিচ্ছে কেরল, যেখানে আজও লাল জমানা। আয়নার সামনে দাঁড়ানোর মুরোদ নেই যাদের, তারা বাংলায় বিভ্রান্তির বীজ ছড়াতে চায়। সত্য সেলুকাস! লিখছেন **ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার**

গত দশক ধরে কেরলের রাজনৈতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিপিআই (এম) এবং এর ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর বিরুদ্ধে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন এবং হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ সমাজে গভীর উদ্বেগ ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনাগুলি শুধুমাত্র অপরাধের পরিসংখ্যান নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সংগঠনগত দায়িত্বের ঘাটতির একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে। নিম্নে এই সময়কালের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাদের বিশ্লেষণ এবং সমাধানের পথ নিয়ে আলোচনা করা হল।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১. সেবিন ফ্রান্সিসের ধর্ষণ মামলা ২০২৪ সালের অক্টোবরে সিপিআই(এম)-এর একটি শাখা সম্পাদক এবং শিক্ষক সেবিন ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে এক কিশোরী ছাত্রীকে বারবার ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া এই নৃশংস ঘটনায় পকসো আইনের আওতায় মামলা রুজু হয় এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনা দলের স্থানীয় নেতৃত্বের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং দায়িত্বহীনতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

সিদ্ধার্থনের মর্মান্তিক মৃত্যু ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়ায়নাডের পশুচিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী জে এস সিদ্ধার্থনকে হস্টেলে প্রচণ্ড র‍্যাগিং ও মারধরের শিকার হতে হয়। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, এসএফআই-এর কয়েকজন নেতা এই ঘটনায় জড়িত ছিলেন। নির্যাতনের জেরে সিদ্ধার্থন আত্মহত্যা করেন, যা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দলীয় সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়, তবে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএফআই-এর আধিপত্য এবং হিংস্র সংস্কৃতি নিয়ে।

অভিমান্যুর হত্যা ২০১৮ সালের জুলাইয়ে এর্নাকুলামের মহারাজা কলেজে এসএফআই নেতা অভিমান্যুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপট উঠে আসে। যদিও এটি সরাসরি সিপিআই (এম) বা এসএফআই-এর নীতির ফল নয়, তবে এই ঘটনা ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সহিংসতার একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে।

পালাক্কাডে নাবালিকাদের ধর্ষণ ও আত্মহত্যা (২০১৭-২০১৯) পালাক্কাডে দুই নাবালিকার ধর্ষণ ও পরবর্তী আত্মহত্যার ঘটনায় সিপিআই (এম)-এর যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর কিছু সদস্যের জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। ২০১৯ সালে আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হালকা চার্জশিট দাখিল করে যা রাজনৈতিক চাপের অভিযোগের জন্ম দেয়। এই ঘটনা বিচার ব্যবস্থায় দলীয় প্রভাবের প্রশ্ন তুলেছে।

মলয়ালম 'মি টু' আন্দোলন ও সিপিআই (এম) বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ ২০২৪ সালের আগস্টে মলয়ালম চলচ্চিত্র জগতে 'মি টু' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সিপিআই (এম) বিধায়ক এবং অভিনেতা এম মুকেশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিনেত্রী ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনেন।

এই অভিযোগগুলি দলের ভাবমূর্তিতে গভীর আঘাত হানে এবং নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে সিপিআই (এম)-এর অবস্থানকে দুর্বল করে।

বিশ্লেষণ : কারণ ও প্রভাব

১. সংগঠনগত ক্ষমতার অপব্যবহার

এই ঘটনাগুলির পেছনে সিপিআই (এম) ও এসএফআই-এর স্থানীয় নেতৃত্বের ক্ষমতার অপব্যবহার একটি প্রধান কারণ। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএফআই-এর প্রভাব এবং র‍্যাগিং-এর নামে হিংস্রতা একটি বিষাক্ত সংস্কৃতি তৈরি করেছে। সেবিন ফ্রান্সিস বা সিদ্ধার্থনের মতো ঘটনায় দলীয় নেতাদের জড়িত থাকা এই সমস্যার গভীরতা প্রকাশ করে।

গত বছর জুন মাসে পি প্রকাশন (২১) চেরপুলাসেরি সিপিএম পার্টি অফিসে এক ২০ বছর বয়সি তরুণীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ

২. বিচারে রাজনৈতিক প্রভাব

পালাক্কাডের নাবালিকা ধর্ষণ মামলা বা মুকেশের বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্তে বিলম্ব বা হালকা চার্জশিটের অভিযোগ রাজনৈতিক চাপের ইঙ্গিত দেয়। এটি

জনগণের মধ্যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস তৈরি করেছে।

৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

সিদ্ধার্থনের মৃত্যু এবং 'মি টু' আন্দোলনের পর কেরলের সমাজে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে মলয়ালম চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রীদের সাহসী পদক্ষেপ সিপিআই(এম)-এর ভাবমূর্তিকে প্রায় দেউলিয়া করে দিয়েছে। এই ঘটনাগুলি নারী নিরাপত্তা এবং ক্যাম্পাসে সহিংসতার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে।

দলীয় শৃঙ্খলার অভাব

সিপিআই(এম) এবং এসএফআই-এর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার অভাব এই অভিযোগগুলির পুনরাবৃত্তির একটি বড় কারণ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে কঠোর পদক্ষেপের অভাব এবং দলীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ সমস্যাকে আরও জটিল করেছে।

প্রস্তাবিত সমাধান

স্বাধীন ও কঠোর তদন্ত

এই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে সিআইডি বা বহিরাগত আইনজীবীদের দ্বারা স্বাধীন অপরিহার্য। রাজনৈতিক চাপমুক্ত বিচার নিশ্চিত করতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে র‍্যাগিং ও যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং এবং অভিযোগ জানানোর নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে।

দলীয় সংস্কার ও স্বচ্ছতা

সিপিআই(এম) এবং এসএফআই-এর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা জোরদার করতে হবে। অভিযুক্তে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। দলের নেতৃত্বকে

এআইএসএফ - এর এই নেত্রী এসএফআই সদস্যদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার পর শ্লীলতাহানির অভিযোগ রুজু করেন

স্বচ্ছতার সঙ্গে জবাবদিহি করতে হবে।

সামাজিক সচেতনতা ও নারী নিরাপত্তা

'মি টু' আন্দোলনের মতো উদ্যোগকে সমর্থন করে নারী নিরাপত্তা এবং যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। স্কুল-কলেজে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা শিক্ষার প্রচলন করা যেতে পারে।

উপসংহার— ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত কেরলে সিপিআই (এম) এবং এসএফআইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন এবং হত্যার অভিযোগ শুধুমাত্র অপরাধের ঘটনা নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্ধতা এবং সংগঠনগত দায়িত্বহীনতার একটি ভয়াবহ প্রতিচ্ছবি। এই ঘটনাগুলি দলের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করেছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কঠোর তদন্ত, দলীয় সংস্কার এবং সামাজিক সচেতনতার সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সিপিএম এবং এসএফআই-এর নেতৃত্ব যদি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সৎ ও স্বচ্ছ পদক্ষেপ না নেয়, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জনসমর্থন আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জাল নোট-সহ হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জালে এক পাচারকারী। বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার কোনা মোড়ের ঘটনা। ধৃতের নাম রামিজ রাজ লস্কর ওরফে ভিকি (৩০)

বন্যা-নিয়ন্ত্রণে ডুয়ার্সের নদীতে ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা রাজ্যের

প্রতিবেদন : ভুটান থেকে প্রবাহিত নদীগুলির জলে উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়মিত ঘটনা। কেন্দ্রকে বারবার বলেও এই সমস্যার সমাধান হয়নি। এবার কেন্দ্রের তোয়াক্কা না করে ডুয়ার্সের একাধিক নদীতে ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নিল রাজ্যের সেচ দফতর। খরচ কমাতে নতুন রয়্যালটি মডেলে কাজ করা হবে। সরকার কোনও অর্থ ব্যয় না করে নদীখাত থেকে তোলা বালি-পাথর উত্তোলনের বিনিময়ে ঠিকাদারদের খননের দায়িত্ব দেবে।

ইতিমধ্যে সেচ দফতর জয়ন্তী-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীর সম্ভাব্য খননস্থল চিহ্নিত করে প্রাথমিক সমীক্ষা চালিয়েছে। তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জয়ন্তী নদীর ক্ষেত্রে বন দফতরের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে। ওই ছাড়পত্র মিললেই ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু করবে সেচ দফতর। নদ-নদী ও খাল সংস্কারে রাজ্যের তরফে এটি একটি অভিনব উদ্যোগ। রাজ্যের সেচ ও জলসম্পদ অনুসন্ধান দফতরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া

জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার পরিকল্পনা করছে নদীবক্ষ থেকে বালি ও পলিমাটি সরিয়ে টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করে রাজস্ব আদায়ের। মন্ত্রীর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ১১২ কোটি টাকার রাজস্ব আসতে পারে, যা দিয়ে সংস্কার সম্ভব হবে। মন্ত্রী আরও জানান, বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক সার্ভে করে খালের সংখ্যা, মজে যাওয়া খাল ও সংস্কারের প্রয়োজন— সবকিছুর হিসাব তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র কোনও সহযোগিতা করছে না, তাই রাজ্য একক প্রচেষ্টায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের এই কাজ হাতে নিয়েছে।

ওড়িশায় হেনস্তা মামলা দায়ের

প্রতিবেদন: বিজেপিশাসিত ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতা হাইকোর্টের তিনটি মামলা দায়ের হল। ওড়িশা সরকার এবং পুলিশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস দাখিল করল দুই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার। আগামী দিনে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার মামলা করতে পারে। ২৫ জুন ওড়িশায় পশ্চিমবঙ্গের ১৬ জন শ্রমিককে আটক করে পুলিশ। কাজ করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয় তাঁদের। বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের আটক করা হয়। শ্রমিকের পরিবার জানিয়েছে, হেফাজতে নেওয়ার কোনও নথি দাখিল করা হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও হাজির করানো হয়নি। এই বিষয়টিও আইন বিরোধী। ক্রমেই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের বিজেপিশাসিত রাজ্যে হেনস্থার ঘটনা বাড়ছে। পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চর তরফে সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুখ এবং অর্ণব পাল এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। হরিহরপাড়ার দুই শ্রমিককে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। শামিম খান ও নাজিমুদ্দিন মণ্ডল যুগ্মভাবে আরও একটি মামলা করছেন। তাঁদের পুশব্যাক করার পাশাপাশি পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উদ্যোগে তাঁদের ফেরানো হলেও নাগরিকত্বের নথি কেড়ে নিয়েছে মুম্বই পুলিশ।

এবার শহরে গাছেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা পুরসভার

প্রতিবেদন : কলকাতা শহরে এবার গাছেদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করবে কলকাতা পুরসভা। শহরের বিভিন্ন উদ্যান ও রাস্তাঘাটে যত গাছ আছে, সেইসমস্ত ছোট-বড় গাছের শক্তির পরীক্ষা নেওয়া হবে। বিভিন্ন বরোর সঙ্গে যৌথভাবে এই কাজ করবে পুরসভার উদ্যান বিভাগ। শুক্রবার কলকাতা পুরভবনে এই ট্রি অডিটের কথা ঘোষণা করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মহানাগরিকের কথায়, শহরের যত গাছ আছে, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে বরো এবং উদ্যান বিভাগ। আপাতত কলকাতা পুরসভা এটা শুরু করছে। এরপর কেএমডিএ-কেও বলব, রবীন্দ্র সরোবর-সুভাষ সরোবরের মতো জায়গাগুলিতেও গাছ ধরে ধরে পরীক্ষা করা হবে। একইসঙ্গে গাছেদের ট্রিমিংও করা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

বুধবার হাওড়া পুরপ্রশাসকের ভবনের সামনে গাছ চাপা মৃত্যু হয় দুই পুরকর্মীর। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে হাওড়া পুরসভায় যান কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জানান, ঝড়-বৃষ্টি কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও গাছটি ভেঙে পড়েছে। এটা 'ব্যাড লাক' ছাড়া কিছু নয়। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের ২ লক্ষ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। মৃত দুই কর্মীর একজনের ছেলে এবং অন্যজনের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার কথাও বলেন পুরমন্ত্রী। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার কলকাতা শহরেরও সমস্ত গাছের অডিট করবে পুরসভা।

পুরসূত্রে খবর, বড় গাছগুলি আপাতদৃষ্টিতে সজীব মনে হলেও গাছের গুঁড়ি কীটপতঙ্গ কিংবা পচনের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই এবার শহরের সমস্ত গাছের সমীক্ষা করতে চায় পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিমও জানিয়েছেন, হাওড়া পুরসভার মতো গাছ ভেঙে পড়ে যাতে আর প্রাণহানি না হয়, তার জন্যই এই অডিট। একইসঙ্গে মহানাগরিক বলেন, অডিটের পাশাপাশি গাছের ট্রিমিং করা হবে। কলকাতা শহরে অনেক ট্যারা-বাঁকা গাছ রয়েছে। সেগুলোকে ছেঁটে সুন্দর করে রাখা হবে। বিদেশের শহরগুলো পারলে আমরা পারব না কেন! আর ট্রিমিংয়ের পর কোনও গাছের উচ্চতা ১০-১২ ফুটের বেশি না হয়।

জলের পাইপ লাইনে আটকে বারাকপুর মেট্রো

প্রতিবেদন : জলের পাইপলাইনেই আটকে রইল বরানগর থেকে বারাকপুর পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণের ভাগ্য। ডানলপ থেকে চিড়িয়া মোড় পর্যন্ত বিটি রোডের নিচে থাকা পলতা জলপ্রকল্প থেকে টালা ট্যাঙ্ক পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার পাইপলাইনই মেট্রো সম্প্রসারণের পথে বাধা হয়ে রইল। মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বৈঠকেও সেই জটিলতা কাটল না।

শুক্রবার কলকাতা পুরভবনে মহানাগরিকের নেতৃত্বে বৈঠকে বসে মেট্রো কর্তৃপক্ষ, বারাকপুর পুলিশ, আরভিএনএল, ছয় পুরসভা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা। প্রস্তাবিত প্রায় সাড়ে ১২ কিলোমিটারের মেট্রো লাইন থাকবে বিটি রোডের ডানলপ থেকে চিড়িয়া মোড় পর্যন্ত। কিন্তু এই পথে পলতা থেকে টালা পর্যন্ত পুরসভার ছ'টি বড় পাইপলাইন রয়েছে। ৪২ ইঞ্চি থেকে ৭২ ইঞ্চি চওড়া পাইপলাইন। এখন সেই পথে মেট্রোর পিলার করতে হলে অন্তত তিনটি পাইপলাইন সরাতেই হবে। এর পরিবর্তে দু'টি ৯০ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ বসানোর প্রস্তাব রয়েছে। তবে এত বড় ব্যাসের পাইপ বসানো সম্ভব কি না তা নিয়েও সংশয় থাকছে। আর পাইপলাইন সরানোর প্রায় হাজার কোটির খরচ কে বহন করবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তাই এদিনের বৈঠকেও বিশেষ সুফল মেলেনি। ফলে পরবর্তী বৈঠকের দিকে তাকিয়ে সব পক্ষ।

■ শুক্রবার নবান্নে কৃষকবন্ধু মৃত্যুকালীন সহায়তা, কৃষক বার্ধক্যভাতা, আসন্ন খরিফ মরশুমে সার সরবরাহ-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা সভা। রয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মীনা, কৃষি অধিকর্তা-সহ দফতরের আধিকারিকরা। ভার্চুয়াল মাধ্যমে ছিলেন জেলা আধিকারিকরাও।

৪ বছর পর সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট, রসিকতা নাকি!

ভর্ৎসিত সিবিআই

প্রতিবেদন : সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে সিবিআইয়ের সময় লাগল চার বছর! সিবিআইয়ের এই কর্মকাণ্ড দেখে অগ্নিশর্মা বিচারক। তিনি বলেই বসলেন— এটা কি রসিকতা হচ্ছে? চার বছর পর সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট! ৪ বছরে কাউকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেছেন? শুক্রবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে বিজেপি অঙ্গুলিহেলনে চলা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে ভর্ৎসনা করলেন বিচারক। ২০২১-এ কাঁকুড়গাছির অভিজিৎ সরকার খুনে এদিন সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিতেই বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারকের প্রশ্ন, তথ্যপ্রমাণ দু'বছর আগেই মিলেছিল। তা হলে এত দেরি হল কেন চার্জশিট দিতে? এটা কি রসিকতা হচ্ছে? বিচারক সিবিআইয়ের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? সিবিআই তার প্রত্যুত্তরে জানায়, সমন জারি করা যেতে পারে অভিযুক্তদের নামে। তখনই বিচারকের প্রশ্ন, ১৮ জন অভিযুক্তের মধ্যে কাউকে কি গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল সিবিআই? এতদিনে কাউকে গ্রেফতারের প্রয়োজনই মনে হল না? সিবিআইয়ের জবাব, তাঁরা তদন্তে সহযোগিতা করছিলেন। উল্লেখ্য, সিবিআইয়ের অতিরিক্ত চার্জশিটে নাম রয়েছে বিধায়ক পরেশ পাল, কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার, পাপিয়া ঘোষ-সহ ১৮ জনের। ১৮ জনকে সমন পাঠাতে নির্দেশ দেয় আদালত। মূল মামলায় থাকা ২০ অভিযুক্তকেও সমন পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়। চার্জশিটের কপি পাঠাতে মাস সময় লাগবে বলেও বিচারকের অসন্তোষের মুখে পড়ে সিবিআই।

■ একুশে জুলাইয়ের প্রচারে হাওড়ার ৫৫ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিল হল শুক্রবার। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরি সহ দলের অসংখ্য নেতা-কর্মী ও সমর্থক। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি।

■ নেতাজি ইনডোরে প্রি কাউন্সেলিং এবং এডুকেশন ফেয়ার ২০২৫-এর উদ্বোধনে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা। শুক্রবার।

■ স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণদিবসে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানালেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে বিধাননগর পুরসভার আধিকারিকরাও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

রাজ্য

5 July, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাথরপ্রতিমায় ফের কুমির-আতঙ্ক। শুক্রবার কিশোরীনগরের পুকুরে মিলল কুমির। বনদফতরের কর্মীরা এসে পুকুরের জল কমিয়ে কুমিরটিকে উদ্ধার করে ভাগবতপুর কুমির প্রকল্পে নিয়ে যায়

২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৈদ্যবাটির যুগল খুনের কিনারা পুলিশের, ধৃত দুই

সংবাদদাতা, হুগলি : ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বৈদ্যবাটিতে যুগলের রহস্যমৃত্যুর কিনারা করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোররাতে বৈদ্যবাটির সীতারাম বাগান এলাকার ভাড়াবাড়ি থেকে মণীশ ভাদুড়ী (৩৫) ও অপর্ণা মাঝি (৩২) নামে যুগলের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রহস্যের সমাধান করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ জানিয়ে দিল, খুনই করা হয়েছে যুগলকে! খুনের অভিযোগে গ্রেফতারও করা হয়েছে দুজনকে। ধৃতদের শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত একবছর ধরে প্রথম পক্ষের স্বামীকে ছেড়ে মণীশের সঙ্গে থাকতেন অপর্ণা। তাঁর ছোট বোন রিম্পার সঙ্গে একটি পানশালায় গাড়িচালক অর্জুন পাসওয়ান নামে যুবকের আলাপ হয়। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। অপর্ণা তাঁদের দুজনকে তেলেঙ্গানায় কাজের ব্যবস্থা করে

■ পুলিশ হেফাজতে আদালতের পথে ধৃতরা।

দেন। কিছুদিন পর ফিরে আসেন। মাসতিনেক মেলামেশার পর করার পর রিম্পা জানায় তার অর্জুনকে পছন্দ না। দিদি অপর্ণা বোনকে অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বারণ করেন। কিন্তু না-ছোড় বান্দা অর্জুন অপর্ণাদের বাড়িতে এসে হুমকি দেয়। সঙ্গ দেয় অর্জুনের জামাইবাবু নাসিরুদ্দিন শেখ। ঘটনার তিনদিন আগেও আবার বৈদ্যবাটিতে আসে অর্জুন। ফের বচসা হয়। প্রকাশ্যে অপর্ণা তাকে চড়-থাপ্পড় মারে। আর সেই অপমানের বদলা নিতেই খুনের পরিকল্পনা করে অর্জুন। গত বুধবার শিয়ালদহ থেকে ছুরি কিনে আবার বৈদ্যবাটিতে আসে অর্জুন। রাতভর এলাকায় ঘাপটি মেরে থেকে ভোররাতে ঘুমন্ত অপর্ণা ও মণীশকে ধারালো ছুরির কোপে ফালাফালা করে দেয়। বৃহস্পতিবারই দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, ডিসিপি (শ্রীরামপুর) অর্ণব বিশ্বাস। তদন্তে নেমে অর্জুন ও নাসিরউদ্দিনের আক্রোশের কথা জানা যায়। তাদের ধরতে ফাঁদ পাতে পুলিশ। মহেশতলা ও হাওড়ার চামরাইল থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

বেলুড় হাসপাতাল চত্বরে হচ্ছে সৌন্দর্যায়নের কাজ

■ বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার-সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চত্বর আলোকিতকরণ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে রোগীর পরিবারের লোকজনদের বসার জন্যেও হাসপাতাল চত্বরে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুরো হাসপাতাল চত্বরে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। শুক্রবার হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি ও বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, হাসপাতালের সুপার-সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও নার্সরা। বৈঠকে কীভাবে এই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মান আরও বাড়ানো যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। ইতিমধ্যেই এখানে বিনামূল্যে প্রত্যেক সপ্তাহে আলট্রাসনোগ্রাফি পরীক্ষা হচ্ছে, অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে দ্রুত টিবি রোগ নির্ধারণের পরীক্ষা হচ্ছে। এখানে মা ক্যান্টিন চালু হয়েছে। এবার পুরো হাসপাতাল চত্বর আলোকিতকরণ করার কাজ শুরু হচ্ছে। সেইসঙ্গে রোগীর বাড়ির লোকেদের হাসপাতাল চত্বরে বসার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি ও বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় জানান, হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মান অনেক উন্নত হয়েছে। নিখরচায় আলট্রাসনোগ্রাফি পরীক্ষার মাধ্যমে যেকোনও জটিল রোগ সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। টিবি রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হচ্ছে। আগামীদিনে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করা হবে। সেইসঙ্গে পুরো হাসপাতাল চত্বর সৌন্দর্যায়ন ও আলোকিতকরণ করা হবে।

■ বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলররা।

■ একুশে জুলাইয়ের সমাবেশকে সফল করার লক্ষ্যে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র তরফে দেওয়াল লিখন কর্মসূচি। শুক্রবার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ হাওড়ার আন্দুলে সুফল বাংলা-র স্টলের উদ্বোধনে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ছিলেন সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়া-সহ অন্যরা।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনে ধৃত ২

সংবাদদাতা, হুগলি : নাবালিকাদের স্নানের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হত চুপিসারে। এরপর সেই ভিডিও দেখিয়ে চলত ব্ল্যাকমেইলিং। অবশেষে যৌন নির্যাতন। কুখ্যাত এই 'বাথরুম গ্যাং'-এর শিকার ছিল পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির গরিব ছাত্রীরা। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলি জেলায়। যদিও এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে। দীর্ঘদিন অত্যাচার সহ্য করার পর অবশেষে সাহস করে সেই বাথরুম গ্যাংয়ের কুকীর্তি প্রকাশ্যে এনেছে মগরা থানা এলাকার ক্লাস এইটের এক নির্যাতিতা। তার অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে গ্যাং-এর মূল অভিযুক্ত সঞ্জিত দাওয়ান ওরফে ছোটকা ও তার শাগরেদ রোহিত অধিকারী ওরফে হুলোকে।

সম্প্রতি রাজ্যের শিশু কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল হুগলির মগরা থানায় গিয়ে তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত বাথরুম গ্যাংয়ের তোলা অশ্লীল ভিডিও-সহ যাবতীয় কুকীর্তির প্রমাণ সংগ্রহের নির্দেশ দেন। কমিশনের

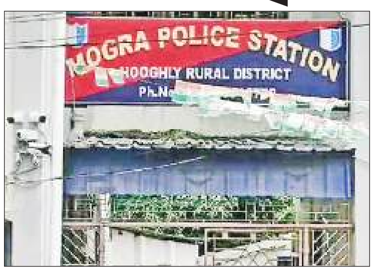

গাইডলাইন মেনে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

নির্যাতিতা জানায়, তাদের স্নানের জায়গা বাড়ির বাইরে। স্নান করার সময় লুকিয়ে ভিডিও করা হয়। ওই ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেয় সঞ্জিত। সঞ্জিত তাকে যৌন নির্যাতন করার চেষ্টা করে। সে প্রথমে বাড়িতে ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। ফের ভিডিও ভাইরাল করার হুমকি দিয়ে তাকে হুলোর সঙ্গে তার কাকার বাড়ি নিয়ে যায়। সুযোগ বুঝে ওই নাবালিকা ফোনে তার মাকে সমস্ত ঘটনা জানায়। এরপর মগরা থানার পুলিশ গিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে ও হুলোকে গ্রেফতার করে।

আজ থেকে দুর্যোগের সম্ভাবনা

প্রতিবেদন: ফের দুর্যোগের পরিস্থিতি বাংলায়। ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমি অক্ষরেখার যুগলবন্দীতে ভারী বৃষ্টি দক্ষিণের জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ছিল। রবিবার পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে আবহাওয়া। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি চলবে। শনিবার বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে দশ জেলায়। ওই দিনে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। বাকি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ

কিছুটা কমবে। ওই দিন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। এদিকে উত্তরের উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি শুরু হবে সোমবার থেকে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া।

মগরাহাট পুলিশের জালে ৪, উদ্ধার নগদ-সহ সোনার গহনা

■ সাংবাদিক বৈঠকে জেলার এএসপি মিতুনকুমার দে। শুক্রবার।

সংবাদদাতা, মগরাহাট: মগরাহাট থানার বড়সড় সাফল্য। পুলিশের জালে কোকো পার্টির ৪ সদস্য, উদ্ধার নগদ ও লক্ষাধিক টাকার গহনা। অভিযোগ, অটোতে যাত্রী সেজে উঠে এক বৃদ্ধাকে অচৈতন্য করে লক্ষাধিক টাকার গহনা ও নগদ হাতিয়ে নেয় তারা। ধৃতেরা হল, রাজা হালদার, সাহিদুল মণ্ডল, সুমন দাস ও বাপ্পা ঢালি। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে জানান, সম্প্রতি এক বৃদ্ধা অভিযোগ করেন যে, অটোতে চড়ার পর তাঁ কে অজ্ঞান করে নগদ টাকা ও গহনা লুঠ করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে মগরাহাট থানা। অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে খোয়া যাওয়া নগদ ও গহনা উদ্ধার করা হয়। পলিশ জানায়, এই চক্র দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের টার্গেট করে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ঠকানোর কাজ করছিল। পুলিশের দাবি, এই ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রায়গঞ্জে হঠাৎ ভেঙে পড়ল গাছ। কয়েকজন পথচারী আহত হয়েছেন। খবর পেয়েই পুরকর্মীরা দ্রুত পৌঁছন। গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়

আমার বাংলা
5 July, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

পাহাড়ের যুবদের স্বনির্ভর করতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ

উৎকর্ষ বাংলায় আরও ৩ কোর্স চালু

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : পাহাড়ের যুবদের স্বনির্ভর করতে উৎকর্ষ বাংলায় যুক্ত হবে আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রশিক্ষণ। গত নভেম্বরে সফরে এসে এমনটাই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা বাস্তবায়িত হল শুক্রবার। এদিন কার্শিয়াংয়ে উৎকর্ষ বাংলায় আরও তিনটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সের সূচনা করেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, কার্শিয়াংয়ের মহকুমা শাসক-সহ আধিকারিকরা। জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল জানিয়েছেন, তিনটি নয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সের সূচনা হল। এগুলি হল উদ্যোগপতি হওয়ার প্রশিক্ষণ, হোম-স্টে এবং আতিথেয়তা ও পোশাক তৈরি।

■ প্রদীপ প্রজ্বলনে অনীত থাপা, প্রীতি গোয়েল। আছেন জেলার আধিকারিকরা।

চলতি মাসের ৯ তারিখ থেকেই শুরু হবে এই প্রশিক্ষণগুলি। কার্শিয়াং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দুটি এবং একটি কোর্স হবে এখানকার পুরসভার স্কুলে। পড়ুয়ারাও এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবে। তিনি আরও বলেন, উৎকর্ষ বাংলায় ১২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আরও তিনটি নতুন কোর্স যুক্ত হল। এতে উপকৃত হবেন পাহাড়ের ছেলেমেয়েরা। তাঁদের স্বনির্ভর হওয়ার আরও পথ খুলে দিল রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, উৎকর্ষ বাংলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হচ্ছেন বাংলার ছেলে-মেয়েরা। পাহাড়েও এই স্বনির্ভর হওয়ার সংখ্যা অনেকটাই। ইতিমধ্যেই অনেকের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল আতিথেয়তা বিভাগে নামকরা হোটেলে চাকরি পেয়েছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। কোর্সগুলি সূচনার পর জিটিএ প্রধান অনীত থাপা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আরও উন্নয়ন হবে পাহাড়ের। স্বনির্ভর হবেন পাহাড়ের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে।

প্রস্তুতিসভায় যোগদান

■ ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভাতেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান। শুক্রবার কোচবিহারে খলিসামারি অঞ্চলে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভা থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপির কর্মী এবং নেতৃত্ব বিজেপি দল ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। ছিলেন হিতেন বর্মন, তপনকুমার গুহ, আলি মিয়া, মদন বর্মন, ফটিকচন্দ্র বর্মন, কল্পনা বর্মন প্রমুখ।

যাবজ্জীবনের নির্দেশ

■ ধর্ষণের অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা শোনাল আদালত। মালদহে চারবছর আগে ঘটনা। শুক্রবার অভিযুক্তকে সাজা শোনানো হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ২২ জন সাক্ষ্য দেন। এর ভিত্তিতেই শোনাল হল সাজা।

প্ল্যাটিনাম জুবিলি

■ কিছুদিন বাদেই ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে রায়গঞ্জ পুরসভা। ১৯৫১ সালের ১৯ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই পুরসভা। আগামী ১৯ জুলাই প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। সেই উপলক্ষে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। এদিন রায়গঞ্জ পুরভবনে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ছিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, উপপুর প্রশাসক অরিন্দম সরকার সহ সমস্ত কো-অর্ডিনেটররা।

প্রতারণায় ধৃত তিন

■ প্রতারণাচক্রের তিন পান্ডাকে এনজেপি থানার পুলিশের সহযোগিতায় ফুলবাড়ি ও ডাবগ্রাম থেকে গ্রেফতার করল কলকাতা বিধাননগর নগর থানার পুলিশ। শুক্রবার। ধৃতদের এদিনই জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। সেখান থেকেই ট্রানজিট রিমান্ডের মাধ্যমে নিজেদের হেফাজতে নেবে বিধাননগর

পুলিশ। ধৃতদের নাম নাসির আহমেদ, রুকসার বিবি, রনি রানা। উল্লেখ্য, গত ২০২২ সাল ও ২০২৪ সালে বিধাননগর থানার সাইবার ক্রাইমের কাছে ১২ লক্ষ ও ৪ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নামে কলকাতা বিধাননগর পুলিশ।

উত্তরজুড়ে ২১-এর প্রস্তুতি

■ শিলিগুড়িতে সভা। ছিলেন দার্জিলিং জেলা সমতলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুওয়াল , পাপিয়া ঘোষ, শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দার্জিলিং জেলার মহিলা সভানেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

■ বৃষ্টি উপেক্ষা করে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে শীতগ্রামে হল পথসভা। ছিলেন রায়গঞ্জ ব্লক (২) তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দীপঙ্কর বর্মন, রায়গঞ্জ ব্লক (২) যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি লোকেশ্বর বর্মন, ব্লক যুব সহ-সভাপতি বর্শেদ আলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝাড় মাঝগ্রাম সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের জয়

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ক্রান্তি ব্লকের অন্তর্গত ঝাড় মাঝগ্রাম সমবায় সমিতির নির্বাচনে ৫৯টি আসনের মধ্যে ৫৬টি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন তৃণমূল মনোনীত প্রার্থীরা। নবনির্বাচিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরের ৯ জন সদস্যের মধ্যে দামোদর মোর (লালা) চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন, ভাইস চেয়ারম্যান হন মহিদুল হক এবং সেক্রেটারির দায়িত্ব পান পবিত্র বিশ্বাস। এই নতুন কমিটির নেতৃত্বে আগামী দিনে সমবায় ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রসার, এবং স্থানীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের রূপরেখা রচিত হবে। কমিটি গঠনের দিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি মহাদেব রায়, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, তৃণমূল ক্রান্তি ব্লক সাধারণ সম্পাদক আফিজুদ্দিন আহমেদ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

■ ফল প্রকাশের পর জয়ী প্রার্থীরা।

পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, চাকরি

বাইসনের হানা বনকর্মীর মৃত্যু

প্রতিবেদন : বাইসনের হামলায় মৃত্যু হল এক বনকর্মীর। বৃহস্পতিবার জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের মালঙ্গি বিট এলাকার ঘটনা। মৃত বনকর্মীর নাম দুলাল রাভা, বাড়ি চিলাপাতা এলাকায়। বন দফতর জানিয়েছে, এদিন দুপুরে জঙ্গলের ভিতরে ডিউটি করছিলেন দুলাল। তখনই আচমকা একটি বাইসন বেরিয়ে আসে। আক্রমণ করে। গুরুতর জখম অবস্থায় দুলালকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বন দফতরের গাড়িতে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বনকর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। এই বিষয়ে জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ান জানান, বাইসনের আক্রমণে ওই বনকর্মীর মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবার আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবে ও চাকরিও পাবেন।

পাহাড়ে ধস

■ সিকিমের পাচে খোলা রোডে ধস। শুক্রবার। রাস্তার ২০ শতাংশ অংশ ধসে যায়। তখন রাস্তায় ছিল গাড়ি। তবে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। জেসিবি দিয়ে রাস্তার ধস পরিষ্কার করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের জন্য আপাতত এই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

সাইবার প্রতারণায় খোয়ানো টাকা ফেরাল পুলিশ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: পুলিশের বিরাট সাফল্য। একমাসে সাইবার প্রতারণার শিকার প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার তিনশো দুই টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। শুক্রবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই টাকা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ৯ জন এদিন তাঁদের খোয়া যাওয়া অর্থ ফিরে পান। উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড-সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। এসডিপিও নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড বলেন, বর্তমানে সাইবার প্রতারণার ঘটনা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

■ টাকা খোয়ানো ৯ জনের হাতে তুলে দেওয়া হয় চেক।

সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। কেউ অনলাইন প্রতারণার শিকার হলে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানাতে হবে। টাকা ফিরে পেয়ে প্রত্যেকে পুলিশের তৎপরতার প্রশংসা করেছেন। টাকা ফেরানোর পাশাপাশি এদিন সকলকে প্রতারণার ফাঁদ থেকে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। পুলিশ আধিকারিক বলেন, সাইবার প্রতারণা রুখতে পুলিশের তরফে লাগাতার প্রচার চলছে। হচ্ছে শিবিরও। এরপরও কিছু মানুষ প্রতারণার ফাঁদ বুঝতে পারছেন না। শেয়ার করছেন ওটিপি। দিচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও। এরফলে বারবার প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। প্রতারণা রুখতে সকলকে সতর্ক হতে হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 July, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে টাকা খরচে রাজ্যের সেরা পশ্চিম মেদিনীপুর

মৌসুমি হাইত ● মেদিনীপুর

গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে অর্থ কমিশনের টাকা খরচের নিরিখে রাজ্যে প্রথম স্থানে পশ্চিম মেদিনীপুর। ২১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি টাকা খরচ করেছে ২০২টি গ্রাম পঞ্চায়েত। চলতি অর্থ বছরে ৬০ কোটি টাকার মধ্যে খরচ করা হয়েছে প্রায় ৫৫ কোটি ১৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। শতাংশের বিচারে ৯১.৬৪ শতাংশ। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থার প্রচুর কাজ হয়েছে। সোলার লাইট লাগানো হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদও প্রচুর কাজ করছে। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, জেলার বেশিরভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত ভাল কাজ করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে কাজের নিরিখে

খুরশিদ আলি কাদরি

আমরা রাজ্যে প্রথম। তবে কাজের গতি আরও বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে কাজের তদারকি করা হচ্ছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি বলেন, চলতি অর্থ বছরে আমাদের লক্ষ্য জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করা। গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল, নিকাশি নালা, শৌচাগারের সমস্যার সমাধান হয়েছে। মেদিনীপুরে একদিকে যেমন জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলো বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ করছে, পিছিয়ে নেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও। গত কয়েক বছরে বদলে গিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর কাজের ধরন। কারণ, নজরদারি বেড়েছে। গত দু-তিন বছরে শুধু ১৫ অর্থ কমিশনের ১০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেছে জেলা পরিষদ। কেশপুর, শালবনি, গড়বেতা ছাড়াও ঘাটাল ও খড়্গপুর মহকুমার একাধিক ব্লকের একশোর বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত ৯০ শতাংশের বেশি টাকা খরচ করতে পেরেছে।

জেলা পরিষদ দলনেতা মহম্মদ রফিক বলেন, জনপ্রতিনিধিরাও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কাজের তদারকি করেছেন। ফলে কাজ নিয়েও মানুষ সন্তুষ্ট।

শ্রমমন্ত্রী ও বিধায়কের উদ্যোগে খুলছে বন্ধ মিকি মেটাল কোম্পানি

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সিউড়ি থানার অন্তর্গত লোহার রড তৈরির কারখানা মিকি মেটাল কোম্পানি ২০২২ থেকে শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ। শুক্রবার কলকাতায় শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি এবং মালিক ও শ্রমিকপক্ষের দীর্ঘক্ষণের বৈঠকে বেরিয়ে এল সমাধানসূত্র। পুজোর আগেই খুলতে চলেছে কারখানাটি, জানান বিকাশ। বলেন, তিনি সচেষ্ট হলেও মালিক এবং শ্রমিকপক্ষ নিজেদের দাবিতে অনড় থাকায় কারখানা খোলা সম্ভব হচ্ছিল না। এদিনের বৈঠকে শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে রাজিবুল ইসলাম, কোম্পানির প্রতিনিধিরা ছিলেন। দু'পক্ষ তাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরে। শ্রমমন্ত্রী দু'তরফের দাবি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শুনে কোথায় সমস্যা, কী করলে দ্রুত তার

বৈঠকে মলয় ঘটক, বিকাশ রায়চৌধুরি প্রমুখ।

সমাধান করে পুনরায় কোম্পানির ৪০০ শ্রমিককে কাজ ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তার রূপরেখা দিয়েছেন।

আশা করা হচ্ছে, পুজোর আগেই এই লোহার রড তৈরির কারখানা খুলে যাবে এবং শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটবে। শ্রমিক নেতা রাজিবুল ইসলাম বলেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। আমরা বিষয়টি বিধায়ককে জানিয়েছিলাম। আড়াই বছর ধরে বিধায়ক নানাভাবে চেষ্টা করে গিয়েছেন যাতে কারখানা খোলে এবং শ্রমিকরা কাজ ফিরে পান। অবশেষে শুক্রবার কলকাতায় শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বৈঠকে সমস্যার সমাধান হয়েছে। শ্রমিকেরা খুব খুশি। কোম্পানির প্রতিনিধি জানিয়েছেন, শ্রমমন্ত্রী এবং সিউড়ির বিধায়কের উপস্থিতিতে বৈঠকে সমাধানের রাস্তা বেরিয়েছে। আশা করছি, দ্রুত সচল হবে কারখানা।

ভগবানপুরে দুই সমবায়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমবায়ে তৃণমূলের জয়ের ধারা অব্যাহতই। এবার ভগবানপুর বিধানসভার পৃথক দুই সমবায়ে জয়ের ধ্বজা ওড়াল শাসক দল তৃণমূল। মনোনয়ন পর্বেই দুই সমবায় বোর্ড গঠনের পথে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। ভগবানপুর- ২ ব্লকের খেজুরগাছিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মেয়াদ বছরখানেক আগে শেষ হয়। কয়েক মাস আগে নির্বাচন ঘোষণা হয়। সেখানে শুক্রবার ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাতে দেখা যায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি এবং সিপিএম। ফলে ওই সমবায়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই একরকম জয় পেয়ে গেল তৃণমূল। প্রার্থী দিতে না পারায় ওই সমবায়ে বোর্ড গঠনের পথে তৃণমূল। জয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানব পড়ুয়া, ব্লক তৃণমূল সভাপতি অম্বিকেশ মান্না প্রমুখ। পাশাপাশি, ভগবানপুর-১ ব্লকের শেকবাড়-উত্তরবাড়-পশ্চিমবাড়-জয়চন্দ্রবাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। এখানেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে পারেনি বিজেপি এবং সিপিএম। এই সমবায়ে বৃহস্পতিবার ছিল মনোনয়ন পরীক্ষার দিন এবং শুক্রবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন। দেখা যায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন শাসক দলের প্রার্থীরা। জয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি রবীন মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপসুন্দর পণ্ডা প্রমুখ। জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা বলেন, যেখানেই ভোট হবে তৃণমূল জিতবে। মানুষ সব সময় তৃণমূলের পাশে রয়েছে।

পুলিশের তৎপরতায় ধৃত দুই বাংলাদেশি

সংবাদদাতা, নদিয়া : দুশোর বেশি অবৈধ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে সতর্কতার পরিচয় দিয়েছে রানাঘাট জেলা পুলিশ। আজ আবারও পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই অনুপ্রবেশকারী। বছরখানেক আগে দালাল ধরে

বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে জাল আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে নেয়। পরে কাজের জন্য ভিন রাজ্যে চলে যায়। সেখানকার কাজ শেষ হলে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য নদিয়ার দত্তফুলিয়া বাজার এলাকায় আত্মগোপন করেছিল। ধানতলা থানার পুলিশের স্পেশাল টিম গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করে। নাম আলপনা দাস ও আরিফ উল্লাহ। আলপনার বাড়ি বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলায়, আরিফের বাড়ি খুলনায়। এলাকায় বিএসএফের দুর্বল নজরদারির সুযোগ নিয়ে ওরা অনুপ্রবেশ করে।

বেলিয়াপাড়া থানার উদ্যোগে চক্ষুপরীক্ষা ও রক্তদান শিবির

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জঙ্গলমহল থানার পুলিশের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরে উপকৃত শতাধিক মানুষ। পথনিরাপত্তা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ।

শিবিরে পরীক্ষা করা হচ্ছে চোখ।

বৃহস্পতিবার থানার উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের তপসিয়া কন্যাশ্রী মঞ্চে হল বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবির। শিবিরে মূলত স্থানীয় গাড়িচালক ও এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের চোখ পরীক্ষা করা হয়। প্রায় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ২০ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া প্রদান করা হয় এবং দু'জনকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। পাশাপাশি যানবাহন চালকদের সচেতন করতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ র‍্যালি করা হয়। এই কর্মসূচিতে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের ডিএসপি সদর সমীর অধিকারী, বেলিয়াবেড়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি নিলু মণ্ডল, গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং স্বাস্থ্য সচেতনতায় পুলিশের এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বেলিয়াবেড়া থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে।

সিরাজউদ্দৌলার সমাধিতে ফুল দিতে গেলেন না ছোটে নবাব

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

ইসলামিক ক্যালেন্ডার মতে জুন মাসের ২৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে শোকের মাস আল মহরম। পবিত্র এই মাসে কোনও আনন্দ বা উৎসবে অংশগ্রহণ করা যায় না। তাই এবছর বাংলা-বিহার-ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুদিনে তাঁর সমাধিস্থল খোশবাগে গিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পারলেন না নবাব মিরজাফরের পঞ্চদশ বংশধর সৈয়দ রেজা আলি মির্জা, যাঁকে মুর্শিদাবাদবাসী ছোটে নবাব বলেই বেশি চেনেন।

আলিবর্দি খানের পর মাত্র ২৩ বছর বয়সে ১৭৫৬ সালে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ২৩ জুন ১৭৫৭-য় পলাশির যুদ্ধে হেরে যান। সিরাজ গোপনে নৌকায় পালানোর সময় মিরজাফরের সৈন্যরা ধরে ফেলে। ৫৭ সালে ২ জুলাই মিরনের নির্দেশে লালবাগ শহরের নিমকহারাম দেউড়ির কাছে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ভাগীরথীর তীরে খোশবাগে

সিরাজের সমাধি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করেছে। সেখানে সিরাজের পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য এবং প্রিয় কয়েকটি পশুপাখিও সমাধিস্থ রয়েছে। মিরজাফরের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা বহন করতে রাজি নন রেজা আলি। বলেন, বাংলার নবাব হিসেবে সিরাজউদ্দৌলা আমারও পূর্বপুরুষ। আমার বাড়িতে অন্যদের সঙ্গে সিরাজের ছবিও রয়েছে। প্রতিবছর আমি ওঁর মৃত্যুদিনে খোশবাগে গিয়ে সমাধিতে ফুল দিই। এবছর ২ জুলাই মহরম মাস চলায় সেখানে যাইনি। এটা শোকের মাস। ধর্মীয় রীতি পালনের জন্য এবছর আমার পক্ষে আর খোশবাগে যাওয়া হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বাম নেতার স্ত্রীর

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : স্বামীকে রাস্তায় ফেলে মারধরের ঘটনার বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোলা চিঠি লিখলেন খড়্গপুরের প্রবীণ বাম-নেতা অনিল দাসের স্ত্রী সুস্মিতা দাস। বলেন, আমি আতঙ্কিত, স্বামীকে মারধরের বিচার পাব তো? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিচার চেয়ে আবেদন জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করজোড়ে অনুরোধ, এই ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিন। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় খড়্গপুরের ভাণ্ডারিচকে সভা করল খড়্গপুর নাগরিক সমাজ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি সনাতন বেরা

আমার বাংলা
5 July, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

পুলিশের কর্মসূচি

সংবাদদাতা, অন্ডাল : ১ থেকে ৭ জুলাই রাজ্যজুড়ে চলছে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে পুলিশের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। সেইমতো অন্ডাল সাব ট্রাফিকের পক্ষে করা হয় উখড়ার আদর্শ হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন। র‍্যালিটি উখড়া আদর্শ স্কুল থেকে শুরু হয়ে শঙ্করপুর মোড় হয়ে বাজার পরিক্রমা করে ফের স্কুলের সামনে এসে শেষ হয়। র‍্যালির মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা হয় পথচলতি মানুষ ও স্কুলছাত্র ছাত্রীদের। ছিলেন অন্ডালের ট্রাফিক ওসি প্রবীর পাল, অন্ডাল থানার ওসি মেঘনাদ মণ্ডল, উখড়া ফাঁড়ির আইসি-সহ অন্যান্য পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা।

বিস্ফোরণে মৃত্যু

প্রতিবেদন : শুক্রবার রাতে কাটোয়ার রাজুয়া গ্রামে পরপর বিস্ফোরণ। উড়ে গেল বাড়ির চাল। ক্ষতিগ্রস্ত পাশাপাশি আরও কয়েকটি বাড়ি। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে একজনের। আহত হয়েছেন অনেকে। খবর পাওয়ামাত্রই এসে পৌঁছয় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। কীভাবে ঘটল বিস্ফোরণ? নেপথ্যে কী? এসবের কারণ খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকাবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কোনও বিস্ফোরক মজুত ছিল কি না দেখা হচ্ছে।

সচেতনতা-বার্তা

সংবাদদাতা, আসানসোল: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ২০১৬ সালে এ রাজ্যে বাস্তবায়িত হয় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। কোনওভাবেই যেন পথ দুর্ঘটনায় একজনেরও জীবনহানি না হয়, সেই লক্ষ্যে আর জনগণকে সচেতন করতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের চতুর্থ দিনে আসানসোলের রবীন্দ্রভবন প্রেক্ষাগৃহে পালিত হল রোড সেফটি উইক। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরী, ডিসি ট্রাফিক ভিজি সতীশ পচুমুর্তি-সহ পুলিশ আধিকারিকেরা। মঞ্চে নাচগানের পাশাপাশি রাস্তায় দুর্ঘটনার দৃশ্য তুলে ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ছাত্রছাত্রীদেরও সচেতন করা হয়। মঞ্চে বক্তব্য পেশ করার মাধ্যমে সকলকে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেন পুলিশ কমিশনার।

দুর্গাপুর ব্যারেজের পর এবার লক্ষ্য দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রাজ্য সড়ক

আড়াই কোটিতে সংস্কার করবে রাজ্য

প্রতিবেদন : ১৯৫৫ সালে দামোদর নদের উপর গড়ে উঠেছিল দুর্গাপুর ব্যারেজটি। তার মাধ্যমে সেই সময় অবিভক্ত বর্ধমানের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল বাঁকুড়া জেলা। এর পর দামোদর দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কংগ্রেসের পর বাম সরকার ৩৪ বছর রাজ্য শাসন করেছে। কিন্তু কোনও সরকারই দুর্গাপুর ব্যারেজ সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি। ফলে ক্রমে ব্যারেজটি জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত চলতি বছরে রাজ্যের সেচ দফতর ব্যারেজটি সংস্কার করে। এবার ওই ব্যারেজের রাস্তা সংস্কারেরও উদ্যোগ নিল রাজ্যের পূর্ত দফতর। প্রাথমিকভাবে আড়াই কোটি টাকার ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করার পর এখন সেটি অর্থ দফতরের অনুমোদনের অপেক্ষায়। তাদের সবুজ সঙ্কেত মিললেই রাস্তা সংস্কারে নেমে পড়বে রাজ্য পূর্ত দফতর। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের কথায়, আমাদের সরকার মানুষের সমস্যা সমাধানে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা নেয়। দুর্গাপুর ব্যারেজ সংস্কার হয়েছে। এবার রাস্তারও সংস্কার হবে। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে বাঁকুড়ার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এটি। পাশাপাশি বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত সামগ্রী রফতানিও হয় একমাত্র এই রাস্তা দিয়েই। এই রাস্তা দিয়েই পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমের মানুষ সহজে বাঁকুড়া হয়ে মেদিনীপুর, এমনকি ওড়িশা পর্যন্ত যাতায়াত করেন। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারত থেকেও বহু লরি এই রাস্তা ধরে উত্তরবঙ্গে যায়। বাস, লরি, ছোট গাড়ি, বাইক মিলিয়ে প্রতিদিন ২৫ হাজারের মতো যান চলাচল করে এই রাস্তায়। অতিভারী যানবাহনও রয়েছে এর মধ্যে। ফলে চূড়ান্ত ব্যস্ত এই রাস্তার হাল কিছুদিন যাবৎ খারাপ। বিশেষ করে সংস্কারের পর ঝাঁ-চকচকে ব্যারেজের রাস্তার পাশে এই রাজ্য সড়কটি বেমানান। মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ব্যারেজ সংস্কারের কাজ শেষ করা তাঁর দফতরের সাফল্য নিজে দেখে যান সেচমন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। তখনই তাঁকে পাশের রাজ্য সড়কের বেহাল দশার কথা স্থানীয়রা জানালে বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী। ইদানীং ক'দিনের বৃষ্টিতে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। ফলে দ্রুত সংস্কারের দাবি উঠেছে। আর মানুষের সমস্যা মেটাতে তৎপর হয়েছে রাজ্য পূর্ত দফতরও। সরকারের নির্দেশে দুর্গাপুরে পূর্ত দফতরের ওয়েস্টার্ন জোনের মুখ্য বাস্তুকারের অফিস থেকে রাস্তা সংস্কারের ডিপিআর তৈরি হয়ে রাজ্য দফতরে জমা পড়েছে। এখন সেটি অর্থ দফতরের বিবেচনাধীন। অনুমোদন পেলেই জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু করে দেবে পূর্ত দফতর।

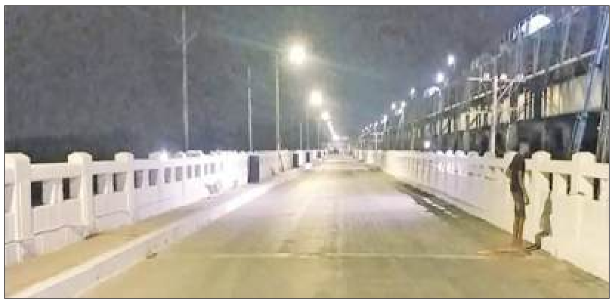

■ দুর্গাপুর ব্যারেজ লাগোয়া রাজ্য সড়ক।

ভোটের আগে প্রতিটি বুথের সবুজায়ন নির্বাচনী দফতরের

পূর্ব বর্ধমান

■ সবুজায়ন কর্মসূচির সূচনায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, জেলাশাসক, অ্যাডিশনাল ইসি।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : জেলার প্রতিটি বুথকেই সবুজায়ন করার উদ্যোগ নিল পূর্ব বর্ধমান নির্বাচনী দফতর। বৃহস্পতিবার বিকালে শক্তিগড়ের জোতরাম হাই স্কুলে সেই কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার মনোজ আগরওয়াল। সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, অতিরিক্ত নির্বাচন কমিশনার অরিন্দম নিয়োগী-সহ অন্যেরা। এদিন বর্ধমানে ভোটার তালিকা, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলএ)-দের ভূমিকা, মহকুমা শাসক তথা ইআরও-রা কীভাবে নজরদারি করবেন, এই সব বিষয়ে বৈঠক ও প্রশিক্ষণ হয়। বৈঠকের পর জোতরাম হাই স্কুলে গিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ও জেলাশাসক হবু ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন। জেলার নির্বাচনী ম্যাসকট 'ভোটু'র মাধ্যমে প্রচারও হয়। বুথ সংলগ্ন জায়গায় গাছ লাগান কমিশনার, জেলাশাসক। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, জেলায় ৪৫০৬টি বুথ রয়েছে। আরও ৬৫৮টির মতো বুথ বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

কালীগঞ্জে শিশুখুনে ধৃত আরও একজন অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, নদিয়া: কালীগঞ্জের ভোটগণনার দিন শিশুখুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেফতার করল কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরই কালীগঞ্জে ভোটগণনার দিনে শিশুহত্যা মামলায় পুলিশ লাগাতার চেষ্টা করে যাচ্ছে অভিযুক্তদের ধরার। ২৩ তারিখের পর এ পর্যন্ত মোট ৯ জনকে এই মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত গাওয়াল শেখও আছে। এই ঘটনার জড়িত থাকার অভিযোগে শুক্রবার আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত আব্দুল কালাম শেখকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তার তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, দুদিন আগেই কংগ্রেসের অধীর চৌধুরি পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে ঠিকমতো তদন্ত না চালানোয় দোষারোপ করে যান। কিন্তু পুলিশ কতটা সক্রিয় এই গ্রেফতার তা প্রমাণ করে।

বিবেকানন্দের প্রয়াণদিনে শ্রদ্ধা জানাল তৃণমূল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানানো হল ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকে। কুলিয়ানার বিবেকানন্দ চকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করাহয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তথা জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তারাশঙ্কর কুইলা, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ দ্বিজেন বারিক-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও মানবধর্মের বাণী সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান দলের নেতারা।

■ গোপীবল্লভপুরে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান তৃণমূল নেতৃত্বের।

ড্রাগন চাষে চমক নন্দীগ্রামের শুভেন্দুর

প্রতিবেদন : নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের গোকুলনগরের অধিকারীপাড়ার বাসিন্দা তরুণ ফলচাষি শুভেন্দু দাস অধিকারী ড্রাগন ফলের চাষ করে যেমন একদিকে নিজে লক্ষ্মীলাভ করেছেন, তেমনই বিভিন্ন রকমের ড্রাগন ফল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষাও করছেন। গণিতের ছাত্র শুভেন্দুর ছোট থেকেই চাষবাসের উপর ছিল প্রচুর আগ্রহ। তাঁর বাড়ির পরিস্থিতিও খুব একটা ভাল ছিল না। তাই নিজের খরচ নিজেকেই চালাতে হত। সেই লক্ষ্যেই প্রথমে ১২টি ড্রাগন ফলের চারা জমিতে বসিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু শুভেন্দুর। এর পর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে চারার সংখ্যা। এক সময় ২০ হাজার টাকা ধার করে বাড়ির সামনে পাঁচ কাঠা জায়গায় চাষ শুরু করেন ২৭ বছরের তরুণ শুভেন্দু। বর্তমানে সেখানেই রমরমিয়ে চলছে ড্রাগন ফলের চাষ। শুভেন্দুর বাগানে বর্তমানে ৬ রকমের প্রায় ১ হাজার চারাগাছ রয়েছে। এপ্রিল থেকে নভেম্বর এই সাত মাস ড্রাগন ফলের ফলন হয়। এক মরশুমে তা থেকেই ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা আয় করেন তিনি। পশ্চিম বাংলার যে কোনও বাজারে পুষ্টিকর ড্রাগন ফলের দাম কম করে ২৫০ টাকা কেজি। তবে এর পাইকারি দাম ১৬০ টাকা কেজি। শুভেন্দুর কথায়, যাঁরা পড়াশোনা করেও উপযুক্ত কাজ পান না তাঁরা এই ফলের চাষে ভরসা করে এগোতে পারেন। তাতে ভবিষ্যতে মাসে মোটা টাকা উপার্জন করা সম্ভব।

■ নন্দীগ্রাম ১ ব্লকে শুভেন্দুর ড্রাগন বাগান।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 July, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বক্সার বিত্তিবাড়ি পেল সেতু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নের কাজ। প্রত্যন্ত এলাকাতেও পৌঁছে গিয়েছে উন্নয়নের আলো। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের ঘন জঙ্গল ও অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া সংকোশ নদীর শাখাবেষ্টিত ছোট্ট গ্রাম বিত্তিবাড়ির বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটল। যাতায়াতের জন্য তাঁরা পেলেন কাঠের সেতু। শুক্রবার উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক। পাশাপাশি, এদিন মানুষ এবং বন্যপ্রাণী সংঘাত এড়াতে একটি আলোচনাসভাও অনুষ্ঠিত হয় সেখানে। বিশেষ করে হাতি এবং মানুষের সংঘাত এড়াতে বেশ কিছু বিষয় মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় বন দফতরের পক্ষ থেকে। এদিন বন দফতরের পক্ষ থেকে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা-সহ গোটা দিন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বন দফতরের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের ডিএফডি দেবাশিস শর্মা, এডিএফও অরিজিৎ বাসু, কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা, কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকেই। প্রকাশ চিক বরাইক জানান, রাজ্য সরকার বিভিন্ন দফতরের কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের সমস্যার সমাধান ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এই সমস্ত প্রান্তিক এলাকার মানুষের কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার জন্য। উল্লেখ্য, সংকোশ নদীর শাখার উপর দক্ষিণ হলদিবাড়ি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সহযোগিতা নিয়ে তৈরি হল কাঠের সেতু। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় শুক্রবার দুপুরে। এর ফলে কুমারগ্রামের সঙ্গে সরাসরি জুড়ে গেল বিত্তিবাড়ি গ্রাম। সেখানকার মানুষদের আর কখনওই নির্ভর করতে হবে না নৌকার ওপর।

■ উদ্বোধনে সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক। শুক্রবার।

১ লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যা

(প্রথম পাতার পর)

শুধু ২০২২ সালেই দেশের ১১,২৯০ জন কৃষক নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন সরকারের উদাসীন কর্মকাণ্ডের জেরে। ২০২০ ও ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেশি। সেই প্রবণতা এখনও কমেনি। কৃষক আত্মহত্যা এখনও চলছে। ডবল ইঞ্জিন মহারাষ্ট্রে ৪২৪৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। আর-এক ডবল ইঞ্জিন উত্তরপ্রদেশে কৃষক আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৪২ শতাংশ। তৃণমূল জানিয়েছে, মোদি আমলে কৃষকদের নিয়ে যা চলছে, এটা শাসন নয়, এটা আপনাদের উদাসীনতার হাতে গণহত্যা। মোদিবাবু আপনি দেশের অন্নদাতাদের হাত ভেঙে দিয়েছেন। আর তার নাম দিয়েছেন উন্নয়ন। আপনার হাতে কৃষকদের রক্ত লেগে গিয়েছে। ওঁদের নিস্তব্ধতাই আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে।

মোদি জমানায় দেশ যে এই প্রবণতা থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি, তার প্রমাণ রয়েছে তথ্য-পরিসংখ্যানেই। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই ৭৬৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন মহারাষ্ট্রে। এই মৃত্যুমিছিল বজায় থাকলে গত দু'বছরের কৃষক-মৃত্যুর রেকর্ডও ভেঙে ফেলবে মহারাষ্ট্র সরকার। এর মধ্যে দুশো কৃষকের পরিবারকে আবার ক্ষতিপূরণ দিতেও অস্বীকার করেছে তারা। বিপুল দেনা থেকে ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া— মূলত এই দুইয়ের জেরে বছরের শুরু থেকে কৃষক আত্মহত্যায় শীর্ষে রয়েছে বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে ২০২৩ সালে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল ২,৮৫১টি। ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৬৩৫টিতে। ২০২৫ সালে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ৩ হাজার পেরিয়ে যেতে পারে।

জন্মদিনেও দুর্ঘটনার কবলে পড়ল টয়ট্রেন!

■ শিলিগুড়িতে জন্মদিন পালন।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: দুর্ঘটনা যেন টয়ট্রেনের নিত্যসঙ্গী। প্রতিদিন কোনও না কোনও দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। জন্মদিনেও তা অন্যথা হল না। শুক্রবার ছিল টয়ট্রেনের জন্মদিন। এই প্রথম শিলিগুড়িতে টয়ট্রেন দিবস উদাযাপন করা হয়। শুকনা স্টেশনে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় এই দিনটি। সকাল থেকেই আর্ট এগজিবিশন ও ড্রয়িং কম্পিটিশনের মাধ্যমে স্টেশনচত্বর জমজমাট হয়ে ওঠে। প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে। সমতলে যখন জন্মদিন পালন ঠিক তখনই দার্জিলিংয়ের জোড়বাংলোয় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে টয়ট্রেন। তখন ট্রেনটি যাত্রী নিয়ে দার্জিলিং স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ওই রাস্তার পাশে থাকা কাঠ ওয়ালে ধাক্কা মারে একটি লরি। ঘটনায় ওই গার্ডওয়ালের একটি অংশ লাইনের উপর পড়ে যায়। পরে রেল কর্মীরা পৌঁছে সিমেন্টের ওই গার্ডওয়ালের অংশটিকে ট্রেন লাইন থেকে সরালে স্বাভাবিক হয় এবং ট্রেনটি ফের দার্জিলিং স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তবে চালকরা বিষয়টি লক্ষ্য না করলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে মনে করা হচ্ছে।

■ দার্জিলিংয়ে দুর্ঘটনা।

শহরে জোড়া দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

প্রতিবেদন : বাজারে লক্ষ টাকা দেনা। শেষে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা। আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকায় ভাড়াবাড়ির ঘর থেকে উদ্ধার দুই যুবকের দেহ। মৃত পলাশ বসু ও নীলাঞ্জন বসু সম্পর্কে কাকা-ভাইপো বলে জানা গিয়েছে। প্রচুর টাকা দেনার দায়ে আত্মহত্যা বলে অনুমান।

সাক্ষীকে হুমকি, ধৃত ৩

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁওয়ে নাবালিকাকে নির্যাতন। ধৃত অভিযুক্তের শুক্রবার বিচার পর্ব চলাকালীন সাক্ষীদের হুমকি দেওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগ উঠল অভিযুক্তদের পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ব্যবস্থা নিল পুলিশ। সাক্ষ্য গ্রহণের সময় ওই মামলার চার অভিযুক্তের পরিবারের লোকজন সাক্ষীদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে। শুক্রবার সাক্ষ্যদান করতে এসেছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় সাক্ষী দিতে আসা তিনজনকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। তাতে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি আলিপুরদুয়ার থানাকে জানানো হলে গ্রেফতার করা হয় আজিমা বিবি, বাবলু হোসেন ও নুর নাহার বিবিকে।

ঝাড়ু-রাস্তা ধোয়া একই মেশিনে

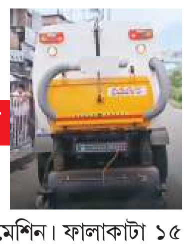

উত্তরবঙ্গে এই প্রথম

প্রতিবেদন: পরিচ্ছন্ন শহর গড়তে ফালাকাটা পুরসভার উদ্যোগ। কেনা হল আধুনিক মেশিন। যার সাহায্যে রাস্তা ধোয়া ও ঝাড়ু দেওয়া দুই হবে একইসঙ্গে। যার নাম আবার রোড সুইপিং মেশিন। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম ফালাকাটা পুরসভায় এসে পৌঁছল রোড সুইপিং মেশিন। ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের তত্ত্বাবধানে ফালাকাটা শহরের প্রধান সড়কে ট্রায়াল দিচ্ছে এই অত্যাধুনিক মেশিন। ফালাকাটা ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর অভিজিৎ রায় বলেন, উত্তরবঙ্গের পুরসভাগুলির মধ্যে এই প্রথম ফালাকাটা পুরসভা এই গাড়িটি কিনল।

গাড়ি থামিয়ে চালাল গুলি

(প্রথম পাতার পর)

দেখান তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। জানা গেছে, আক্রান্ত রাজু দে কোচবিহারের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর ডান কাঁধে গুলি লেগেছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাত থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে দফায় দফায় বেসরকারি হাসপাতালে যান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। শুক্রবার আহতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনরা। গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকে বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিবাদ-আন্দোলন শুরু হয় চকচকা, পুন্ডিবাড়ি, খোল্টা মরিচবাড়ি অঞ্চল জুড়ে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, বিজেপি বিধায়কের কালো রঙের গাড়িতে চেপে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে-কে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। কাঁধে গুলি লাগায় অল্পের জন্য রক্ষা পান।

ধর্ষক এবার যোগীর পুলিশেই

(প্রথম পাতার পর)

পালানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ধরে ফেলেন অভিযুক্তকে। ধরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তাঁদের চাপে পড়ে অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কর্তৃপক্ষ। তার সঙ্গীর খোঁজ চলছে। তবে নারীকে কীভাবে ভোগের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যোগীরাজ্যে তার স্বরূপ প্রকাশ পেল এই ঘটনায়।

আজ উল্টোরথ, প্রস্তুত দিঘা

(প্রথম পাতার পর)

উল্টোরথেও সমস্ত নিরাপত্তা এবং নজরদারির ব্যবস্থা করেছি। শুক্রবার রাত থেকেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে দিঘায়।

জানা গেছে, মূল রথের মতোই বাঁশের ব্যারিকেডের মধ্য থেকে রথের রশিতে স্পর্শ করতে পারবেন ভক্তরা। গোটা রথযাত্রায় নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকবে প্রায় দেড় হাজার পুলিশ। এছাড়াও থাকবে ড্রোন এবং সিসি ক্যামেরা। পিএইচইর তরফ থেকে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্যাম্প করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ির সামনে সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের তরফ থেকে ভক্তদের জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আজ উল্টোরথের দিনও মাসির বাড়ি কমিটির তরফ থেকে ১০ হাজার মানুষকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। ইতিমধ্যে সৈকত শহরে উল্টোরথে লক্ষাধিক মানুষের সমাগমের অনুমান করে সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। রঙিন আলোয় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা সৈকত শহরকে। মাইকে বাজছে জয় জগন্নাথের সুর। শুক্রবার বিকেলেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো দিঘায় পৌঁছে গিয়েছেন পাঁচ মন্ত্রী। তাঁরাই উল্টোরথ সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন। মন্দির সূত্রে খবর, আজ জগন্নাথ মন্দিরে রথ যাওয়ার পর তিনদিন রথের মধ্যেই অধিষ্ঠিত থাকবেন জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা। এরপর ৮ তারিখ তাঁদের নীলাদ্রি বিজয়ের মাধ্যমে গর্ভগৃহে প্রবেশ করানো হবে। মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো রথে সমস্তরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মূল রথের মতোই উল্টোরথেও থাকবে সিসি ক্যামেরা এবং এলইডি স্ক্রিন।

■ উল্টোরথ উপলক্ষে সেজে উঠেছে জগন্নাথধাম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে শেষ মুহূর্তেও ঠান্ডা লড়াই চলছে বিজেপি ও সংঘের মধ্যে। তবে জানা গিয়েছে, কোনও মহিলাকে শেষপর্যন্ত সভানেত্রী পদে বসানো হলে সেই দৌড়ে এগিয়ে আছেন নির্মলা সীতারমণ

গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধে কেন্দ্রের ব্যর্থতা

সংসদীয় কমিটির বৈঠকে ঝড় তুললেন তৃণমূল সাংসদ

প্রতিবেদন: বাংলায় গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধে কেন্দ্রের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে ঝড় তুললেন মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার। তাঁর প্রশ্ন, স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা না করে কোনওরকমে অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে কেন দায় সারছে মোদি সরকার। শুক্রবার দিল্লিতে ছিল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দফতরের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক। এখানেই কেন্দ্রের অপদার্থতার বিরুদ্ধে সুর চড়ান তৃণমূল সাংসদ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল কীভাবে ভাঙনের গ্রাসে চলে যাচ্ছে তা রীতিমতো তথ্য দিয়ে তুলে ধরেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, গ্রাম বাংলার মানুষকে কীভাবে মূল্য দিতে হচ্ছে কেন্দ্রের উদাসীনতা এবং ব্যর্থতার। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘোড়ামারা, গঙ্গাসাগর, গোবর্ধনপুর, নামখানা, রায়দিঘি-সহ বেশ কিছু এলাকার গঙ্গার ভাঙনের বাস্তব ছবি সবিস্তারে তুলে ধরেন মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ। বন্যাপ্রতিরোধেও ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। বাপি হালদার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এভাবে রিংবাঁধ দিয়ে ভাঙন আটকানো অসম্ভব। চাই কংক্রিট বাঁধ। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনও উদ্যোগ দেখাচ্ছে না কেন কেন্দ্র? বাপি হালদারের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বিজেপি সরকার।

চাই স্থায়ী সমাধান

এদিনের বৈঠকের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, দেশের মধ্যে বাংলায় নদীর ভাঙন-প্রবণতা যে সবচেয়ে বেশি তা মেনে নিয়েছে কেন্দ্র। মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙনের চিত্রটাও তাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু সবকিছু জেনেও ভাঙনরোধে কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না মোদি সরকার, রহস্যটা সেখানেই। এদিনের বৈঠকে বাপি হালদার সরাসরি কেন্দ্রের কাছে জানতে চান, ভাঙনপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের সুরক্ষার জন্য কেন দায়িত্ব পালন করছে না তারা? বিশেষজ্ঞ দলের এ-ব্যাপারে ভূমিকা কী? এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরাও।

ভোটাধিকার কাড়ার চক্রান্ত

বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে এককাট্টা তৃণমূল-সহ বিরোধীরা

প্রতিবেদন : বিহার-ভোটের আগে নতুন ষড়যন্ত্রের পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে কেন্দ্রের সরকার তথা বিজেপি নেমেছে নোংরা খেলায়। নির্বাচন কমিশন বিহার-ভোটকে সামনে রেখে যে বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা আসলে সাধারণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত। এমনটাই মনে করছে তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলি। সবাই এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এককাট্টা। ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর অর্থাৎ বিশেষ সংশোধনের নামে বিহারে অভিযানে নেমেছে নির্বাচন কমিশন। সাধারণ মানুষই তাতে বিরক্ত। আধার, ভোটার কার্ড, জব কার্ড ইত্যাদি নথি থাকা সত্ত্বেও কমিশন তা মানতে রাজি হচ্ছে না। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের বক্তব্য, আধার কার্ড ছাড়া আর কোনও নথি দেখাতে পারব না। আর যদি নাম বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ভোট হতে দেব না গ্রামে। সাধারণ মানুষের এই মনোভাবে জোর ধাক্কা খেয়েছে কমিশনের অভিযান। কমিশনের এই পদক্ষেপকে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে। যেখানে ২০ বছরেরও বেশি সময়ে ধরে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনীর কাজ হয়নি, সেখানে হঠাৎ করে ভোটের মুখে নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিল কেন? তাহলে কি এর নেপথ্যে কোনও বিশেষ অভিসন্ধি লুকিয়ে রয়েছে! বিহারের পরেই বাংলায় ভোট। রয়েছে অন্যান্য অবিজেপি রাজ্যের ভোটও। তবে কি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কেন্দ্রের বিজেপি? তাই কমিশনকে দিয়ে এই কাজ করানোর হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে! হঠাৎ ভোটের মুখে এসে এত বড় প্রক্রিয়া শুরুর অর্থ কী? বিহারেই কমিশনের অভিযান জোর ধাক্কা খেয়েছে। কমিশনকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পৌনে ৮ কোটি ভোটারের তথ্য যাচাই একমাসের মধ্যে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এটা করার অর্থ হল গরিব, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র রচনা করা। যাঁদের কাছে জন্ম শংসাপত্র নেই, তাঁরা কী করে তা দেখাবেন? যাঁরা প্রতি বছর বন্যায় নথিপত্র হারিয়ে ফেলেন, তাঁরাই বা কী করবেন? বিহারের ২০ শতাংশেরও বেশি মানুষ জীবিকার কারণে রাজ্যের বাইরে থাকেন। তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এটা একটা ফাঁদ। তা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। এর নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ।

গেরুয়া বিহার

১০০-র মধ্যে ২৫৭ পেলেন পরীক্ষার্থী

প্রতিবেদন: আজব কাণ্ড চলছে গেরুয়া বিহারের পরীক্ষাব্যবস্থায়। বিজেপি শাসিত বিহারে পরীক্ষার খাতায় নম্বর নিয়ে গণিতবিদরাও হতবাক। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ২৫৭ পেলেন এক পড়ুয়া। এটা কীভাবে সম্ভব? কোনও উত্তর নেই শিক্ষা দফতরের। নীতীশের রাজ্যে পরীক্ষা ব্যবস্থার কতটা অবনতি হয়েছে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

দিনকয়েক আগে বিহারের মুজফফরপুরের বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সেই ফল নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এক পড়ুয়া ১০০ নম্বর লেখা পরীক্ষায় ২৭৫ পেয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, ৩০ নম্বর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় পেয়েছেন ২২৫। কিন্তু তাও তাঁকে পাশ করানো হয়নি। কেন এরকম রেজাল্ট তা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন একাংশের পড়ুয়ারা। কোনও সদুত্তর নেই শিক্ষা দফতরের।

গেরুয়া হামলা গণছুটি ওড়িশায়

প্রতিবেদন : ভুবনেশ্বর পুরসভার এক সিনিয়র অফিসারের উপর বিজেপি নেতার হামলার প্রতিবাদে ওড়িশা প্রশাসনিক পরিষেবা (ওএএস)-এর সিনিয়র অফিসাররা ২০টিরও বেশি জেলায় গণছুটিতে গেছেন। গত সোমবার, বিএমসি-এর অতিরিক্ত কমিশনার রত্নাকর সাহু-কে একদল লোক আক্রমণ করে, তারা সাহুর কাছে বিজেপি নেতা জগন্নাথ প্রধানের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানায়। বিএমসি কর্পোরেটর জীবন রাউত-সহ পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

স্যানিটারি প্যাডে রাহুলের মুখ!

কং নেতাদের কাণ্ডে অবাক জনতা

প্রতিবেদন: কথায় আছে, ভোটের বালাই বড় বালাই। সেই ভোটের দায়েই এমন এক অবাককাণ্ড ঘটিয়ে বসল কংগ্রেস, যা নিয়ে তোলপাড় বিহারের রাজনীতি। হতবাক আমজনতা। চলতি বছরের শেষেই বিহার বিধানসভা নির্বাচন। আর সেদিকে তাকিয়েই ৫ লক্ষ মহিলাকে স্যানিটারি প্যাড বিলি করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। কিন্তু বিতর্ক বেঁধেছে স্যানিটারি প্যাডের প্যাকেটকে কেন্দ্র করে। ওই প্যাকেটে রাহুল গান্ধীর ছবি। প্যাকেটের গায়ে লেখা, 'মা-বোনেদের সম্মান যোজনা'। এখানেই শেষ নয়, অভাবী মহিলাদের জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। শুক্রবার বিহার কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রাজেশ কুমার জানিয়েছেন, বিহারে আমরা মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছি। স্যানিটারি প্যাড দেওয়া হবে মহিলাদের। প্রতিটি মহিলার কাছে তা পৌঁছে দেবে দল। একথা শুনে হতবাক আমজনতা। কংগ্রেসের কর্মসূচি আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। প্রশ্ন উঠেছে, স্যানিটারি প্যাডের প্যাকেটে রাহুলের ছবির কারণটা কী? কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এর নেপথ্যে?

পাকিস্তানকে অস্ত্র জুগিয়েছে চিন

প্রতিবেদন : ভারত-পাক সংঘাতে চিনের ভূমিকা নিয়ে মুখ খুললেন ভারতীয় সেনাকর্তা। শুক্রবার দিল্লিতে বণিকসভার এক অনুষ্ঠানে এই প্রথমবার সেনার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল রাহুল সিং বেজিংয়ের বিরুদ্ধে আনলেন সরাসরি অভিযোগ। ৩ শত্রু দেশ পাকিস্তান, বেজিং এবং তুরস্কের একই সঙ্গে ভারত মোকাবিলা করেছে বলে জানালেন জেনারেল রাহুল সিং। তাঁর কথায়, মুখোশের আড়ালে থেকে চিন সরাসরি পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে।

দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ কমাতে চাপ দিচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া, অভিযোগ

প্রতিবেদন : এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার। কমপক্ষে ৪০টি পরিবার এই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কমানোর জন্য তাঁদের উপর নানাভাবে চাপ দিচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। শোকাহত পরিবারগুলির প্রতিনিধিত্ব করা ব্রিটেনের আইন সংস্থা স্টুয়ার্টসের পক্ষ থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে, অগ্রিম ক্ষতিপূরণ হাতে পাওয়ার আগেই পরিবারগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ আইনি নথিপত্র এবং আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্য জমা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁদের আশঙ্কা, এই সংবেদনশীল তথ্যগুলো পরে দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হতে পারে। আইন সংস্থার এক কর্মীর কথায়, আমরা ভীত এবং হতবাক। ওদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে অবশ্য এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ধরনের ঘটনার কিছু আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া মেনে চলা জরুরি।

প্রাণ হাতে নদী পার হতে হয় মহারাষ্ট্র-রাজস্থানে

প্রতিবেদন: গেরুয়া শিবিরের শুধুই ফাঁকা আওয়াজ। উন্নয়নের বেলায় অষ্টরম্ভা। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানে খুদে পড়ুয়া থেকে বয়স্ক, সকলকেই নদী পারাপার করছে জীবন হাতে নিয়ে। কী করছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস?

উন্নয়নের ছিরি বিজেপি শাসনে

কেন এই হাল? নজর কি শুধু ভোটের দিকে? ভোটে জিতে গদিতে বসলেই রাজ্যের উন্নয়নের কথা ভুলে যাচ্ছেন? এই দুই রাজ্যের অবস্থা দেখে গেরুয়া শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ডবল ইঞ্জিন নয়, বিজেপি মানেই ডবল ভণ্ডামি! কটাক্ষ তৃণমূলের।

প্রথমেই তাকানো যাক মহারাষ্ট্রের দিকে। পালঘর জেলার ওয়াদা তালুকের নাকরপাড়া এবং জুগ্রে পাড়া

গ্রামের একদল খুদে একহাতে জুতো, অন্য হাতে সহপাঠীর হাত ধরে খরস্রোতা নদী পেরোচ্ছে। এতটাই বিপজ্জনক নদী পারাপার যে, কোনও কারণে হাত ফসকালে বা পা পিছলে গেলেই ঘটবে ভয়াবহ ঘটনা। মহারাষ্ট্রের এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরে তৃণমূল আক্রমণ করে লিখেছে, ''কাঁধে ব্যাগ, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন—এই ছোট ছোট শিশুরা প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রওনা দেয় স্কুলের উদ্দেশে''। রাখাড়ি নদীর ওপর বাঁধের উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে হেঁটে যায়, কারণ আজও সেতু হয়নি। এটাই ডবল ইঞ্জিন মহারাষ্ট্রের বাস্তব চিত্র। ফড়নবিস-শিন্ডের জোট সরকারের কাছে এই শিশুদের প্রাণের কোনও দাম নেই। বছর ধরে দাবি সত্ত্বেও কোনও সেতু হয়নি, কারণ বিজেপি সরকারের কাছে উন্নয়ন মানে শুধুই ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আর সংবাদপত্রের হেডলাইন।

অন্যদিকে রাজস্থানে একই হাল। রাজস্থানের ধোলপুরে বর্ষায় নদী পার হতে হচ্ছে টিউবের উপর চৌকি বসিয়ে! এই ভিডিও তুলে ধরে তৃণমূল মন্তব্য করেছে, বিজেপি-শাসিত রাজস্থানের ধোলপুর। অনুন্নয়ন যেখানে নিত্যদিনের সঙ্গী। বর্ষায় নদী পার হতে হয় টিউবের উপর চৌকি বসিয়ে। খুদে পড়ুয়া থেকে বয়স্ক মানুষ, এভাবেই জীবন হাতে নিয়ে পারাপার করতে হয় প্রায় ২,০০০ মানুষকে। এই হল বিজেপি সরকারের আসল রূপ।

দেশ বিদেশ

5 July, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৃহস্পতিবার ফোনে কথা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার জন্য একটি অনুষ্ঠানের মাঝপথ থেকেই বেরিয়ে যান পুতিন। জানান, অপেক্ষা করতে হলে রেগে যেতে পারেন ট্রাম্প

দেশ জুড়ে মেডিক্যাল কলেজ দুর্নীতির চক্র ফাঁস

সিবিআইয়ের জালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্তারা

প্রতিবেদন: দেশ জুড়ে মেডিক্যাল কলেজ দুর্নীতির চক্র ফাঁস। এই কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের (এনএমসি) সিনিয়র কর্মকর্তা, দেশের বিভিন্ন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মেডিক্যাল-কেলেঙ্কারির ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)।

সিবিআই-এর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই অপরাধের শিকড় অনেক গভীরে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রটি শ্রেণিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক তথ্যের অননুমোদিত আদানপ্রদান, বিধিবদ্ধ পরিদর্শন প্রক্রিয়ার কারসাজি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অনুকূল সুবিধা নিশ্চিত করতে ব্যাপক ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৭, ৮, ৯, ১০ এবং ১২ ধারার অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই দুর্নীতির তদন্তে সারা দেশের বহু সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি ব্যক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান জড়িত। একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করে রাজ্যে রাজ্যে অপরাধচক্র চলেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ঘুষ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, সরকারি গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে। সিবিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, নয়াদিল্লির একদল সরকারি কর্মকর্তা, যাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং এনএমসির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিরাও রয়েছেন, তারা মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিদর্শন, স্বীকৃতি এবং নবীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গোপন ফাইলগুলিতে বেআইনি প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এফআইআরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর আচার্য ডি পি সিংও রয়েছেন, যিনি পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। এফআইআর অনুযায়ী, পরিদর্শনসূচি এবং মূল্যায়নকারীদের নাম-সহ গোপন তথ্য কলেজ প্রতিনিধিদের কাছে আগে থেকেই ফাঁস করা হয়েছিল। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি পরিদর্শনের সময় প্রতারণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন ভুয়ো শিক্ষক নিয়োগ, ভুয়ো রোগী ভর্তি, বায়োমেট্রিক উপস্থিতি পদ্ধতিতে কারচুপি এবং ইতিবাচক

প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য মূল্যায়নকারীদের ঘুষ দেওয়া। দুর্নীতির স্বার্থে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের গোপন ফাইলগুলির যথেচ্ছ ছবি তুলেছিলেন, যার মধ্যে সিনিয়র কর্মকর্তাদের গোপনীয় মন্তব্যও ছিল। ছবি তুলে ব্যক্তিগত মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে এরপর সেগুলি বেসরকারি কলেজগুলির মধ্যস্থতাকারীদের কাছে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। যাদের কাছে ফাঁস হওয়া তথ্য পৌঁছেছিল, তাদের মধ্যে গুরুগ্রামের বীরেন্দ্র কুমার, দিল্লির দ্বারকার মনীষা জোশী এবং মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা রয়েছেন। ইন্দোরের ইন্ডেক্স মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান সুরেশ সিং ভাদোরিয়া এবং গীতাঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ময়ূর রাভালও রয়েছেন অভিযুক্তদের তালিকায়। এছাড়াও, এফআইআরে বলা হয়েছে যে কুমার তার সহযোগী অন্ধ্রপ্রদেশের কাদিরির বি হরিপ্রসাদের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতেও দুর্নীতির চক্র প্রসারিত করেছিলেন। প্রসাদ ও তার অংশীদার হায়দরাবাদের আঙ্কাম রামবাবু এবং বিশাখাপত্তনমের কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে ভুয়ো শিক্ষকের ব্যবস্থা করা এবং ঘুষের বিনিময়ে নিয়ন্ত্রক অনুমোদন জারি করার সুবিধা দেওয়া হয়। কৃষ্ণকিশোর গায়ত্রী মেডিক্যাল কলেজের পরিচালকের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন বলে অভিযোগ, যার একটি অংশ কুমারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই নেটওয়ার্কে ওয়ারঙ্গলের ফাদার কলম্বো ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের মতো প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে এনএমসি থেকে অনুকূল ফলাফল পাওয়ার জন্য হরিপ্রসাদকে ৪ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই অর্থ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছিল ইন্দোরের ইন্ডেক্স মেডিক্যাল কলেজে ভুয়ো শিক্ষকদের এনএমসির ন্যূনতম মান পূরণের জন্য স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে মিথ্যাভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। বায়োমেট্রিক উপস্থিতি সিস্টেমে ক্লোন করা আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে কারসাজি করা হয় যাতে সম্পূর্ণ শিক্ষকের উপস্থিতি দেখানো যায়। এর চেয়ারম্যান, সুরেশ সিং ভাদোরিয়ার বিরুদ্ধে ইনডেক্স মেডিক্যাল কলেজের মূল প্রতিষ্ঠান মালওয়াঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভুয়ো ডিগ্রি এবং অভিজ্ঞতার সনদপত্র জারির অভিযোগও রয়েছে।

সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির মধ্যে একটিতে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের শ্রী রাওয়াৎপুরা সরকার ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। এই বছরের ২৬ জুন, গীতাঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ময়ূর রাভাল কলেজ কর্মকর্তা অতুলকুমার তিওয়ারিকে ৩০ জুন নির্ধারিত একটি আসন্ন পরিদর্শনের কথা জানান। রাভাল ২৫-৩০ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেন এবং চার সদস্যের এনএমসি পরিদর্শন দলের পরিচয় প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ। পরিদর্শনের দিন, মান্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস এর মনজাপ্পা সি এন সহ দলটি তিওয়ারির সঙ্গে একটি চুক্তি করে। মনজাপ্পা একটি হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘুষ সংগ্রহ সমন্বয় করেছিলেন বলে জানা গেছে। বেঙ্গালুরুতে একজন সহযোগীকে অর্থ গ্রহণ এবং মূল্যায়নকারীদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে এনএমসি দলের আরেক সদস্য ডঃ চিত্রাও ছিলেন।

বিমানের ভিতরেই সহযাত্রীকে পিটিয়ে গ্রেফতার ভারতীয়

প্রতিবেদন : বিমানের ভিতরেই মারপিটে জড়ালেন এক ভারতীয়। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া থেকে মায়ামিগামী বিমানে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যাত্রীর হাতে আক্রান্ত হয়েছেন এক সহযাত্রী। ২১ বছর বয়সি ঈশান শর্মা নামে ওই যাত্রী বিমান ওড়ার সময়ই সহযাত্রী কিনু ইভান্সের উপর চড়াও হন এবং তাঁর গলা চেপে ধরেন। এই ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য যাত্রীরা তাদের থামাতে এগিয়ে আসছেন। ঘটনার পর ঈশান শর্মাকে ফিলাডেলফিয়ায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত ৩০শে জুন ফ্রন্টিয়ার এয়ারলাইন্সের উড়ানে এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগকারী কিনু ইভান্স পুলিশকে জানিয়েছেন, ঈশান শর্মা বিনা প্ররোচনাতেই তাঁর উপর হামলা করেন। ইভান্সের দাবি, ঈশান তাঁকে লাগাতার প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছিলেন এবং বিমানেই তাঁর গলা টিপে ধরেন। অন্যদিকে ঈশানের আইনজীবীর দাবি, ঈশান বিমানের ভিতর ধ্যান করছিলেন এবং তাঁর পিছনের আসনে বসা যাত্রী তা পছন্দ না করায় এই ঘটনা ঘটেছে।

বিহারের সিওয়ানে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত ৩

প্রতিবেদন : বিজেপি-নীতীশের বিহার যে দ্রুত অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে তার আবার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল শুক্রবার। সিওয়ানে মালা মালিয়া থানা এলাকায় আচমকাই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাল। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল তিনজনের। সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন আরও ৩ জন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, এলাকা দখলকে কেন্দ্র করেই এদিন গুলির লড়াই বাধে দু'পক্ষের মধ্যে। কৌদিয়া ব্রিজের কাছে আচমকাই বাইকে করে এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। প্রাণ হারান মুন্না সিং, কানহাইয়া কুমার এবং রোহিত কুমার। কেউ গ্রেফতার হয়নি এখনও।

হিমাচল প্রদেশে দুর্যোগে মৃত ৬৫

সোমবার পর্যন্ত চলবে ভারী বৃষ্টি, ক্ষতি ৪০০ কোটি

প্রতিবেদন: গত কয়েকদিন ধরে একটানা ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। মেঘভাঙা বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের সঙ্গে লড়াই করছে পাহাড়ি রাজ্যটি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও কয়েক ডজন মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। রাজ্যের সমস্ত জেলায় আগামী সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, প্রায় ৪০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ত্রাণ ও অনুসন্ধান-উদ্ধার অভিযান চলছে।

দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হিমাচলের মান্ডি জেলা। রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং রাজস্ব বিভাগের বিশেষ সচিব ডি সি রানা বলেছেন, আমাদের বর্তমান লক্ষ্য হল অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার। তিনি যোগ করেন, ক্ষতির বিস্তারিত মূল্যায়ন করতে সময় লাগবে। ২০ জুন বর্ষা হিমাচল প্রদেশে প্রবেশ করে এবং প্রতি বছরের মতো এবারও রাজ্য জুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র মান্ডি জেলাতেই ১৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, যেখানে কাংড়ায় ১৪ জন, চাম্বায় ৬ জন এবং সিমলায় ৫ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। মান্ডির সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি হল থুনগ এবং বাগসায়েদ। মান্ডির কারসোগ এবং ধর্মপুর এলাকাতেও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের খবর পাওয়া গেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র মান্ডি থেকেই অন্তত ৪০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। বিলাসপুর, হামিরপুর, কিন্নর, কুল্লু, লাহুল স্পিতি, সিরমাউর, সোলান এবং উনা জেলা থেকেও মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। রাজ্য জুড়ে ১০০ জনেরও বেশি মানুষ জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন। শত শত বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ১৪টি সেতু ভেসে গেছে। প্রায় ৩০০ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। রাজ্য জুড়ে ৫০০ টিরও বেশি রাস্তা বন্ধ রয়েছে এবং ৫০০ টিরও বেশি বিদ্যুৎ বিতরণ ট্রান্সফরমার অকার্যকর, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকারে রয়েছেন। খাদ্য ও জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টেলি স্টেজ

5 July, 2025 • Saturday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

পঞ্চায়েত সিজন ফোর

প্রাইম ভিডিও-য় মুক্তি পেয়েছে ‘পঞ্চায়েত সিজন ফোর’। ওয়েব সিরিজটি এনে দেয় মাটির গন্ধমাখা ঘরোয়া এবং আপন অনুভব। যাঁরা গ্রামীণ রাজনীতির গল্প পছন্দ করেন, তাঁদের ভাল লাগবে। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ছড়িয়ে পড়েছে গাছপালা এবং মাটির গন্ধ। আবারও দেখা হচ্ছে সহজ-সরল মুখগুলোর সঙ্গে। মুখগুলোর মধ্যে কেউ লাজুক। কারও মুখে হালকা হাসি। অজ গ্রাম। গ্রামে রাজনীতি আছে। তবে মারপ্যাঁচ নেই কথাবার্তায়। নেই অতি-চালাকি, জটিলতা। চতুর্দিকে আনন্দ ফুটে আছে। সবকিছুই বড় বেশি নির্মল। পবিত্র। এতগুলো কথা বলার কারণ একটাই— ২৪ জুন, প্রাইম ভিডিও-য় মুক্তি পেয়েছে জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘পঞ্চায়েত সিজন ফোর’। করোনা-পর্বে লকডাউনে আটকে থাকা বদ্ধজীবনে হাসির দমকা হাওয়া এনে দিয়েছিল সিরিজটি। তখন থেকেই ফুলেরা গ্রামের মজার গল্প আর সাদাসিধে মানুষগুলি আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের সিজনে দেখা গেল, শুধুই গ্রামীণ জীবন নয়— গ্রামের ভোট-রাজনীতির আলোকালো দিক, প্রেমের টানাপোড়েন আর কিছুটা সাসপেন্স। সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক মিশ্র স্বাদ।

সিজন ফোরের গল্প শুরু হয়েছে সিজন থ্রি-র ঠিক পরপরই। আগেই দেখানো হয়েছে— প্রধানজি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। এখন তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ। তবে প্রচণ্ডভাবে মানসিক চাপ রয়েছে। সচিবজি কোর্ট-কাছারির ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। যার মূল কারণ স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে জোর সংঘাত। অন্যদিকে ক্যাট পরীক্ষার রেজাল্টের জন্যও চলেছে অপেক্ষা। এমন সময় গ্রামে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রধান নির্বাচনের প্রস্তুতি। দাঁড়িয়েছেন দুই মহিলা। একদিকে মঞ্জু দেবী। অন্যদিকে ক্রান্তি দেবী। যদিও আসল লড়াই তাঁদের স্বামী প্রধানজি এবং ভূষণের মধ্যে। এই নির্বাচনকে ঘিরেই চলতে থাকে নানা কাণ্ড। কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে মঞ্জু দেবী। কারণ, ক্রান্তি দেবী, বনরাকস, ভূষণ আর তাদের গোষ্ঠী প্রধানজিদের কার্যত জ্বালিয়ে মারছে। ওদিকে বিধায়কও এই বিরোধী দলের পাশেই দাঁড়িয়েছে।

কৌশল, কটূক্তি এবং গ্রামীণ দৃশ্যের মাধ্যমে নির্বাচনটি সিজনের কাহিনিতে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে নতুন শক্তি আনার পরিবর্তে, গল্পটি প্রসারিত এবং দুর্বল বলে মনে হয়েছে। বিশেষত সিরিজের প্রথম দিকে গল্প কিছুটা শ্লথ লেগেছে। ভোট ঘনাতে শুরু করলেই রাজনীতির আসল রং দেখা যায়। কোথাও হাসি, কোথাও কষ্ট, কোথাও আবার রাগ। ক্রান্তি দেবী আর মঞ্জু দেবীর ভোট লড়াই দেখতে যেমন ভাল লাগে, তেমনি মাঝে মাঝে মনেও হয় একটু যেন একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায়, কী হতে চলেছে। ফলে চমক তুলনায় একটু কম।

সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হল, সচিবজি, বিকাশ, প্রহ্লাদ এবং প্রধানজি-র মধ্যে যে বন্ধুত্ব এবং চরিত্রের বন্ধন ছিল, সেটা এই সিজনে কোনও ভাবেই ফুটে উঠছে না। তাদের রসায়ন, যা একসময় গল্পের মূল আকর্ষণ ছিল, সেটা মোটামুটি অনুপস্থিত। মাঝপথে প্রহ্লাদ এবং

বিকাশকে কেন্দ্র করে একটি সংক্ষিপ্ত আবেগঘন সাব-প্লট রয়েছে, কিন্তু সেটা জোরপূর্বক। গল্পের স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। সিজন থ্রি-এ সচিবজি আর রিঙ্কির সম্পর্ক যেভাবে একটু গতি পেয়েছিল। দর্শকেরা আশা করেছিলেন এবার হয়ত প্রেমটা একটু জমাট বাঁধবে। এবার সেটাও হয়নি। ফলে সেই জায়গাটা খালি খালি লেগেছে।

দুর্বল চিত্রনাট্য সত্ত্বেও, অভিনেতারা প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। কয়েকটা নতুন চরিত্র এসেছে বটে, কিন্তু তাঁরা সিরিজে তেমন প্রভাব ফেলেন না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে স্বাভাবিক দক্ষতা দেখিয়েছেন প্রায় প্রত্যেকেই। সচিবজি চরিত্রে জিতেন্দ্র কুমার, মঞ্জু দেবী চরিত্রে নীনা গুপ্তা, প্রধানজি চরিত্রে রঘুবীর যাদব, ক্রান্তি দেবী চরিত্রে সুনীতা রাজওয়ার, রিঙ্কির চরিত্রে সানভিকা এককথায় অনবদ্য। এছাড়াও চন্দন রায়, ফয়সাল মালিক-সহ বাকিরা তাঁদের নিজ নিজ চরিত্রে সাবলীল। এর মধ্যে বিশেষ করে বলতে হয় বিনোদের চরিত্রে অশোক পাঠকের কথা। আট এপিসোডের মধ্যে শেষ এপিসোডে তাঁর আবেগ, অভিব্যক্তি দর্শকের মনে গেঁথে যায়। এই সিরিজে বিনোদ একমাত্র চরিত্র, যে বাঁচিয়ে রেখেছে পুরনো ফুলেরা গ্রামকে। প্রধানজি এবং তার দলবল এই বোকা অথচ বদমাইশিতে কম না-যাওয়া বিনোদকে নিমন্ত্রণ করে। উদ্দেশ্য একটাই— যদি সে দল বদলায় এবং প্রতিপক্ষের দুর্বলতা ফাঁস করে দেয়। ভরপেট লুচি, সিমুইয়ের পায়েস খাওয়ার পর বিনোদ বুঝতে পারে, ভালবেসে নয় স্বার্থ আছে বলেই তাকে এই আপ্যায়ন করা হয়েছে। ভালো করে দু-বেলা খেতে পায় না। তাই তো রাজি হয়েছে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। বুঝতে পেরে মনখারাপ হয় তার। সে মুখের উপর জানিয়ে দেয়, দলবদল করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গরিব হতে পারে সে, তবে গদ্দার নয়।

ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। তা সত্ত্বেও ‘পঞ্চায়েত সিজন ফোর’ আগের মতোই এনে দেয় মাটির গন্ধমাখা একটা ঘরোয়া এবং আপন অনুভব। তবে এবার হাসির তুলনায় রাজনীতির ছাপ বেশি। যাঁরা গ্রামীণ রাজনীতির গল্প পছন্দ করেন বা আগের সিজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের এই সিজন ভাল লাগবে। কিন্তু যাঁরা শুধু হালকা-ফুলকা কমেডি খুঁজছেন বা প্রথমবার দেখছেন, তাঁদের কাছে সিরিজটা তুলনায় কম আকর্ষণীয় হতে পারে।

দীপককুমার মিশ্র ও অক্ষত বিজয়বর্গীয় পরিচালিত সিরিজটি লিখেছেন চন্দন কুমার। এরমধ্যেই সিরিজ ফাইভের খবর ভেসে এসেছে। জানা গেছে, শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। আশা করা যায়, পরের সিরিজ এই ভুলভ্রান্তিগুলো দূর করবে। আনবে গতি। সেইসঙ্গে ফিরিয়ে আনবে চেনা গ্রামের চেনা পরিবেশ।

মাঠে ময়দানে

5 July, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাদা ছাড়া কিছু পরা যায় না। কিন্তু প্রয়াত জোতার জন্য কালো আর্ম ব্যান্ড পরলে সেটা নিয়মভঙ্গ হবে না। জানাল উইম্বলডন কর্তৃপক্ষ

পর্তুগালে ভক্তদের মাঝে আজ শেষকৃত্য

জোতার ২০ নম্বর জার্সি তুলে রাখছে লিভারপুল

লিভারপুল, ৪ জুলাই : মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় লিভারপুলের পর্তুগিজ তারকা দিয়েগো জোতার অকালমৃত্যুতে শোকে মূহ্যমান ফুটবল দুনিয়া। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সতীর্থ। রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি-সহ অনেকেই জোতার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। জোতার স্মরণে ২০ নম্বর জার্সি 'অমর' করে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিভারপুল।

প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ মরশুমে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ে দিয়েগো জোতার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর ২০ নম্বর জার্সিটি যথাযথভাবেই অমর হয়ে থাকবে। গত এপ্রিলে মার্সিসাইড ডার্বিতে সমর্থকদের সামনে স্বভাবসুলভ হালকা চালে শরীর দুলিয়ে করা জয়সূচক গোলটি ছিল জোতার জীবনের শেষ গোল। যা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

লিভারপুলের বিবৃতিতে জোতার জার্সিকে অবসরে পাঠানো এবং ভবিষ্যতে আর কেউ এই জার্সি পরবে কি না— সেটি স্পষ্ট না করা হলেও ভক্তদের অনেকেই এটিকে জার্সি অবসরের ঘোষণা হিসেবেই দেখছেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও 'অমর' করে রাখাকে জার্সি অবসরে পাঠানোর সমার্থক হিসেবেই দেখছে। জোতার আকস্মিক প্রয়াণের খবর আসার পরই লিভারপুল সমর্থকরা সমাজমাধ্যমে জোতার ২০ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠানোর দাবি জানিয়েছিলেন।

জোতার জন্মশহর পর্তুগালের গোন্দোমারের প্রধান গির্জা 'ইগ্রেজা মাতৃজ দ্য গোন্দোমার'-এ শনিবার ভারতীয় সময় সকাল ১০টায় জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। এরপর স্থানীয় সমাধিস্থলে তাঁদের সমাহিত করা হবে। শুক্রবার সারাদিন গির্জার ফিউনারেল চ্যাপেলে জোতা ও আন্দ্রেকে শেষ শ্রদ্ধা জানান ভক্তরা।

ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে পর্তুগাল দলে জোতার সতীর্থ রুবেন নেভেস ও জোয়াও কনসেলো ভেঙে পড়েছেন। আল হিলালে খেলেন তাঁরা। ক্লাব বিশ্বকাপ এখন তাঁদের কাছে খুবই কঠিন মনে হচ্ছে। জানিয়েছেন কোচ সিমোনে ইনজাঘি।

এমবাপে হয়তো শুরুতে, পিএসজি-র কাঁটা বায়ার্ন

রিয়ালের প্র্যাকটিসে এমবাপে। (পাশে) পিএসজি-র প্রস্তুতিতে মারকুইনহোসরা।

নিউ জার্সি, ৪ জুলাই : শনিবার বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। কোচ জাবি আলোন্সোর সবচেয়ে কঠিন কাজ হতে যাচ্ছে, অসুস্থতা কাটিয়ে জুভেন্টাস ম্যাচে কিছু সময়ের জন্য মাঠে নামা কিলিয়ান এমবাপেকে তিনি প্রথম একাদশে ফেরাবেন কি না! জুভেন্টাসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধে কিছুক্ষণের জন্য মাঠে নেমেছিলেন এমবাপে। কিন্তু ক্লাব বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত রিয়ালের জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তরুণ ফরোয়ার্ড গঞ্জালো গার্সিয়া। গোল করার দক্ষতাতেও নজর কেড়েছেন তিনি। তাই ছন্দে না থাকা ফরাসি তারকাকে শুরু থেকে খেলাবেন, নাকি গার্সিয়ার পারফরম্যান্সেই আস্থা রাখবেন, সেই কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে হবে আলোন্সোকে। অনুশীলনে এমবাপেকে চনমনে দেখিয়েছে। তিনি প্রথম একাদশে ফিরতে মরিয়া। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, নক আউট ম্যাচের কথা মাথায় রেখে আলোন্সো অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। তাই সব ঠিক থাকলে এমবাপেই শুরু করবেন বরুসিয়ার বিরুদ্ধে।

জার্মান জায়ান্টদের হারালে সেমিফাইনালে রিয়ালের সামনে পড়তে পারে পিএসজি অথবা বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবার গভীর রাতে অপর একটি কোয়ার্টার ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী পিএসজির মুখোমুখি আর এক জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন। মুখোমুখি সাক্ষাতে ফরাসি ক্লাবটির বিরুদ্ধে এগিয়ে রয়েছে বায়ার্ন। ১৪ বারের সাক্ষাতে প্রতিবারই ম্যাচের ফয়সালা হয়েছে। বায়ার্ন জিতেছে আটবার, পিএসজি-র জয় ছ'বার। হ্যারি কেনদের বায়ার্ন শেষ আটের লড়াইয়ে ছন্দে থাকা লুইস এনরিকের দলের পথের কাঁটা হতে পারে। কেন বলেছেন, পিএসজি-র বিরুদ্ধে খুব কঠিন ম্যাচ হবে আমাদের। ওরা এই মরশুমে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে। ফরাসি লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। তবে আমরা নিজেদের দিনে যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখি।

জয়ী ক্রেজিকোভা, বিদায় ওসাকার

লন্ডন, ৪ জুলাই : উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন মহিলা সিঙ্গলসে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর তারকা জাপানের নাওমি ওসাকা। শুক্রবার তিন সেটের লড়াইয়ে তাঁকে হারালেন রাশিয়ার অ্যানাস্তেসিয়া সের্গেইভনা। গতবারের চ্যাম্পিয়ন শীর্ষবাছাই চেক তরুণী বারবোরা ক্রেজিকোভা খেতাব জয়ের লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। তিনি মার্কিন তরুণী ক্যারোলিনা দোলেহিডেকে তিন সেটের লড়াইয়ে হারিয়েছেন।

ওসাকাকে ছিটকে দেওয়ার পর সের্গেইভনা।

ওসাকা এদিন তৃতীয় রাউন্ডের লড়াইয়ে সের্গেইভনার বিরুদ্ধে প্রথম সেট ৬-৩ জিতেছেন। কিন্তু ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি পরের দুই সেটে দুর্দান্তভাবে লড়াইয়ে ফেরেন ৩৪ বছরের রুশ-কন্যা। জাপানি তারকার যাবতীয় প্রতিরোধ সামলে বাজিমাত করেন সের্গেইভনা। পরের দুই সেট তিনি জিতে নেন ৬-৪, ৬-৪ ফলে।

ক্রেজিকোভার সঙ্গে প্রথম দুই সেটে সমানে পাল্লা দিয়েছেন ক্যারোলিনা। প্রথম সেট ৬-৪ জেতার পর দ্বিতীয় সেট ৪-৬ হেরে যান ক্রেজিকোভা। তবে ঘুরে দাঁড়িয়ে তৃতীয় সেট ৬-২ জিতে তৃতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেন চেক তারকা। শনিবার তৃতীয় রাউন্ডে মার্কিন তরুণী এমা নাভারোর বিরুদ্ধে খেলবেন ক্রেজিকোভা। অন্যদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর ইগা সুইয়াটেক মুখোমুখি হবেন ড্যানিয়েল কলিন্সের বিরুদ্ধে।

শেষ আটে শ্রীকান্তরা

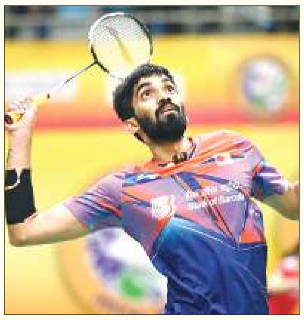

অন্টারিও, ৪ জুলাই : কানাডা ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন তিন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। কিদাম্বি শ্রীকান্ত, শ্রিয়াংশু ভালিশেঠি ও এস শঙ্কর মুথুস্বামী সুব্রহ্মণ্যম সবাই স্ট্রেট গেমে শেষ ষোলোর ম্যাচ জিতেছেন। বিশ্বের ৭১ নম্বর শ্রীকান্ত ২১-১৯, ২১-১৪ পয়েন্টে চাইনিজ তাইপের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েছেন। প্রথম গেমে তিনি একসময় ১৮-১৩ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন। শ্রীকান্ত গত মে মাসে মালয়েশিয়া ওপেনে রানার আপ হয়েছিলেন। এবার তিনি শীর্ষ বাছাই ও অলিম্পিয়ান চৌ তিয়েন চেনের বিরুদ্ধে খেলবেন। টুর্নামেন্টে ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে ভারতীয় প্রতিযোগীরা আগেই হেরে গিয়েছেন।

নতুন অধ্যায় শুরু, বলছেন তৃপ্ত নীরজ

বেঙ্গালুরু, ৪ জুলাই : শনিবার বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে একদিনের আন্তর্জাতিক জ্যাভলিন প্রতিযোগিতার আসর বসছে। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার সম্মানে তাঁরই নামাঙ্কিত এনসি ক্লাসিক প্রতিযোগিতা ঘিরে ভারতীয়দের উৎসাহ তুঙ্গে। ভারতে এত বড় মাপের আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট আয়োজন করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছেন নীরজ। ইভেন্টের আগের দিন ভারতের জ্যাভলিন সুপারস্টার জানিয়েছেন, ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে।

এনসি ক্লাসিকে নীরজের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছেন জার্মানির অলিম্পিকে সোনাজয়ী প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন টমাস রোহলার, রিও অলিম্পিকের রুপোজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার কেনিয়ার জুলিয়াস ইয়েগো, আমেরিকার কার্টিস থমসনের মতো তারকারা। প্যারিস ডায়মন্ড লিগ এবং চেক প্রজাতন্ত্রে অস্ট্রাভা ওপেনে সোনা জিতে দুর্দান্তভাবে মরশুম শুরু করেছেন নীরজ। তার আগে দোহা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারে প্রথমবার ৯০ মিটারের উপর জ্যাভলিন ছুঁড়েছেন। তবে নিজের ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার থেকেও নীরজের ভাবনা অনেক বড়। তাই ইভেন্টের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে তিনি বললেন, আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। পদক আলাদা ব্যাপার। কিন্তু ভারত এবং ভারতীয় অ্যাথলিটদের জন্য একটা মঞ্চ দিতে পেরেছি বলে আমি দারুণ খুশি। আমাদের অ্যাথলেটিক্সে একটা নতুন অধ্যায়ের শুরু হচ্ছে। প্রতি বছর ভারতে চার-পাঁচটা এমন বিশ্বমানের ইভেন্ট হলে আমাদের অ্যাথলিট এবং সমর্থকদের জন্য দারুণ ব্যাপার হবে।

আরসিবি-র বিজয়োৎসবে বেঙ্গালুরুর দুর্ঘটনা মাথায় রেখে নীরজের ইভেন্ট ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

বেঙ্গালুরুতে আজ এনসি ক্লাসিক

ইভেন্ট শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে নীরজ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খারাপ খেলে শাস্তি পেয়েছি। হেরে গুকেশের প্রশংসায় কার্লসেন

মাঠে ময়দানে

উয়াড়িকে সমীহ ডায়মন্ড হারবারের

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে প্রথম ম্যাচে শ্রীভূমির সঙ্গে ভাল খেলেও ড্র করেছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। জয়ের সরণিতে ফিরতে শনিবার উয়াড়ি ম্যাচকে পাখির চোখ করেছে আই লিগে উত্তীর্ণ হওয়া সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। বিধাননগর পুরসভা কমপ্লেক্সের মাঠে ম্যাচ দুপুর তিনটে থেকে।

আই লিগের লক্ষ্যে এবার কলকাতা লিগে কার্যত যুব দল খেলিয়ে নিজেদের রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি যাচাই করে নিচ্ছে ডায়মন্ড হারবার। কলকাতা লিগে ভাল খেলে তরুণ ফুটবলারদের আই লিগের টিমে জায়গা করে নেওয়াই লক্ষ্য। পাশাপাশি এবার ডুরান্ড কাপেও খেলবে ডায়মন্ড হারবার। সেখানে অবশ্য সেরা দলকে খেলিয়েই আই লিগের জন্য তৈরি হতে চাইছেন হেড কোচ কিবু ভিকুনা।

স্প্যানিশ কোচ অবশ্য কলকাতা লিগে কোচিং করাচ্ছেন না। তবে তাঁর পরামর্শ, পরিকল্পনা অনুযায়ীই দলকে খেলাচ্ছেন ডায়মন্ড হারবারের কলকাতা লিগের কোচ দীপাঙ্কুর শর্মা। শ্রীভূমির

ডায়মন্ড হারবারের প্রস্তুতি।

বিরুদ্ধে লিগের প্রথম ম্যাচ ছিল। তাই বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছিল। ভুল শুধরে শনিবার উয়াড়ির বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম জয় তুলে নিতে মরিয়া ডায়মন্ড হারবার।

আগের ম্যাচে সিনিয়র টিম থেকে বিক্রমজিৎ সিং, সুপ্রতীপ হাজরা, সুপ্রিয় পণ্ডিত, দিলীপ ওরাও খেলেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে জবি জাস্টিন, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের দলে জায়গা দেওয়া হয় কি না দেখার। তবে ছ'জন ভূমিপুত্র যেহেতু একাদশে রাখতেই হবে, তাই সিনিয়র দলের ভিনরাজ্যের বেশি খেলোয়াড় নামানো সম্ভব নয়। তাছাড়া জবি, নরহরিদের ডুরান্ডের জন্য তৈরি রাখছেন কিবু। তাই আরএফডিএল টিমের তরুণদের উপরই লিগের ম্যাচে ভরসা রাখতে চাইছেন ডায়মন্ড হারবারের স্প্যানিশ হেডস্যর।

ডায়মন্ড হারবারের সচিব প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য বললেন, প্রথম ম্যাচে আমরা যা খেলেছি, তার থেকেও দল আরও ভাল খেলার ক্ষমতা রাখে। আশা করি, কলকাতা লিগে আরএফডিএলে খেলা তরুণরা নিজেদের প্রমাণ করে আই লিগের টিমে জায়গা করে নিতে পারবে।

আটকাল ইস্টবেঙ্গল, ড্র মহামেডানেরও

গুইতে, কিমাদের গোলের উচ্ছ্বাস স্থায়ী হয়নি। শুক্রবার লিগের ম্যাচে।

প্রতিবেদন : সাত গোলে কলকাতা লিগ শুরু করার পর দ্বিতীয় ম্যাচেই হোঁচট খেল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ১-১ গোলে ড্র করল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একমাত্র গোলটি গুইতে ভ্যানলালপেকার। ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি মহামেডানেরও খেলা ছিল লিগে। ইনভেস্টর সমস্যা, ফিফার রেজিস্ট্রেশন ব্যানের শাস্তি মাথায় নিয়েই এদিন কলকাতা লিগে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল মহামেডান। মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর কোচিংয়ে থাকা মহামেডানের তরুণ ব্রিগেড দু'বার এগিয়ে থেকেও পুলিশের ব্যারিকেডে আটকে গেল। ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে খেলার ফল ২-২।

নৈহাটিতে নৈশালোকে খেলা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে গুইতের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু বেশিক্ষণ লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৪৮ মিনিটে সমতা ফেরান সুরুচির পরিবর্ত ফুটবলার কর্মণ্য বনসল। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে আধিপত্য রাখলেও গোল সংখ্যা বাড়াতে পারেনি। মনোতোষ মাজি এবং জেসিন টিকে না থাকায় গোল করার লোকের অভাব ছিল। অন্যদিকে, ব্যারাকপুরে শুরুতেই লালথানকিমার গোলে এগিয়ে যায় মহামেডান। ম্যাচের ১৬ মিনিটে গোল করেন। মিনিট তিনেকের মধ্যে সমতা ফেরায় পুলিশ। ১৯ মিনিটে ১-১ করেন রাহুল নস্কর। বিরতির আগে আবার এগিয়ে যায় মহামেডান। ২৯ মিনিটে ২-১ করেন লালগাইসাকা। দ্বিতীয়ার্ধে ফের পাল্টা প্রত্যাঘাত পুলিশের। ৫৪ মিনিটে সন্দীপ ওরাওঁ গোল করে ২-২ করেন। ম্যাচের বাকি সময়ে আর গোল হয়নি।

ডুরান্ডের ট্রফি উন্মোচন, গ্রুপ পর্বে হচ্ছে না ডার্বি

১৩৪ তম ডুরান্ড কাপের ট্রফি উন্মোচন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। শুক্রবার দিল্লিতে।

প্রতিবেদন : শুক্রবার দিল্লিতে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের ট্রফি উন্মোচন করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আইএসএলের একাধিক দল ডুরান্ডে না খেলার সিদ্ধান্ত নিলেও ২৪ দলেরই টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে আয়োজকরা। আই লিগের দল হিসেবে ডায়মন্ড হারবার এফসি প্রথমবার ডুরান্ড কাপ খেলতে চলেছে, এই খবর জাগোবাংলায় আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এদিন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতিভবনে ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সচিব মানস ভট্টাচার্যও। এছাড়াও নামধারী ক্লাব, রিয়াল কাশ্মীর, লাদাখ এসসি, সাউথ ইউনাইটেড এফসি-র মতো দলগুলোও অংশ নিচ্ছে ডুরান্ডে। যে খসড়া সূচি সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এবার গ্রুপ পর্বে ডার্বি হচ্ছে না। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে আলাদা গ্রুপে রাখা হচ্ছে। কিন্তু মোহনবাগান ডুরান্ডে খেলার ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই নেয়নি।

যদিও ডুরান্ড কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বরফ নাকি গলছে। মোহনবাগানের ক্ষোভ প্রশমিত করতে তাদের কিছু দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে তা নিয়ে এখনও নিশ্চয়তা নেই। শুক্রবার রাত পর্যন্ত সেনাবাহিনীর টুর্নামেন্টে খেলার ব্যাপারে সম্মতি দেয়নি মোহনবাগান। তবে ডুরান্ড কমিটি নিশ্চিত, মোহনবাগান খেলবে। খসড়া সূচিতে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ দেওয়া হয়েছে ৩১ জুলাই মহামেডানের বিরুদ্ধে। 'বি' গ্রুপে মোহনবাগান, মহামেডানের সঙ্গে রাখা হয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে। কিবু ভিকুনার দলের প্রথম ম্যাচ দেওয়া হয়েছে ২৮ জুলাই মহামেডানের বিরুদ্ধে। ২৩ জুলাই ইস্টবেঙ্গল ও সাউথ ইউনাইটেড এফসি-র মধ্যে ম্যাচ দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। ২৩ অগাস্ট কলকাতায় ফাইনাল। ১৯ ও ২০ অগাস্ট দু'টি সেমিফাইনাল শিলং ও কলকাতায়।

আজ ফাইনাল

ব্যাংকক, ৪ জুলাই : শনিবার মেয়েদের এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপের শেষ ম্যাচ ভারত ও থাইল্যান্ডের কাছে কার্যত ফাইনাল। যারা জিতবে তারাই আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার ছাড়পত্র পাবে। বি গ্রুপে শীর্ষে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে থাইল্যান্ড। দু'দলেরই তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট। গোল পার্থক্যও ২২। ফলে ম্যাচ ড্র হলে টাইব্রেকারে ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে। ভ্রতীয় দলের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী বললেন, আমরা জয়ের ধারা বজায় রেখেই ৯০ মিনিটের মধ্যে ম্যাচ জিততে চাই।

কোচ চেয়ে বিজ্ঞপ্তি

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : মানোলো মার্কুয়েজ রোকার উত্তরসূরি খুঁজতে শুক্রবার আবেদনপত্র চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন হেড কোচের পদে আবেদন করতে হবে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে। ফেডারেশনের বিজ্ঞপ্তিতে যে যোগ্যতামান রাখা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, এলিট যুব দল এবং সিনিয়র জাতীয় দলে ন্যূনতম ১০-১৫ বছরের কোচিং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জাতীয় দল এবং প্রথম দলের হেড কোচের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিশ্বকাপ এবং মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার যোগ্যতাঅর্জন পর্বে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকলে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শোনা যাচ্ছে, স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইনকে ফিরিয়ে আনার ভাবনাচিন্তা করছে ফেডারেশন। এখন দেখার স্টিফেন ফের ভারতীয় দলের কোচ হতে ইচ্ছুক কি না। ভারতীয় কোচ হিসেবে খালিদ জামিল ও সঞ্জয় সেনরা আবেদন করেন কি না, সেটাও দেখার।

ফের প্রমাণ করব, বাগানে ফিরে কিয়ান

প্রতিবেদন : কনিষ্ঠতম ফুটবলার হিসেবে ডার্বিতে হ্যাটট্রিকের নজির এখনও কিয়ান নাসিরির নামের পাশেই লেখা রয়েছে। গত বছরই মোহনবাগান ছেড়েছিলেন। এবার ফের সবুজ-মেরুন জার্সিতেই দেখা যাবে জামশিদ নাসিরির পুত্রকে। তিন বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে সই করে কিয়ান জানিয়েছেন, ফের নিজেকে প্রমাণ করতে উদগ্রিব।

মোহনবাগানের জুনিয়র টিম থেকেই উত্থান কিয়ানের। অ্যাকাডেমি দলে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পরই সিনিয়র দলে সুযোগ পান তিনি। ২০২২ সালে আইএসএলের ডার্বিতে পরিবর্ত হিসেবে নেমে হ্যাটট্রিক করে মোহনবাগানকে জেতান কিয়ান। সেই বছর মরশুমের সেরা প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলারের পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু এরপর আর সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। আসলে তারকাসমৃদ্ধ মোহনবাগান টিমে গেম টাইম সেভাবে পাননি জামশিদ-পুত্র। চেন্নাইয়িন এফসি-তে গিয়েও খেলার সুযোগ সেভাবে পাননি। পুরনো দলে ফিরে কিয়ান বলেছেন, ফের কলকাতায় ফিরে ভাল লাগছে। সুযোগ পেলে নিজেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করব। এই ক্লাবেই আমার প্রথম খেলা শুরু। সেই জন্যই মোহনবাগানের প্রতি আমার আলাদা একটা আবেগ রয়েছে। আইএসএলে ১৫টি ম্যাচ খেললেও প্রথম একাদশে ছিলেন মাত্র ছ'টিতে। নিজের শহরে ফিরে সবুজ-মেরুন জার্সিতে নিজেকে নতুন করে চেনাতে মরিয়া কিয়ান।

মাঠে ময়দানে

5 July, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে কাউন্টি ম্যাচে এক ওভারে ছ'রকম বল করলেন ঈশান কিশান। ছবি ভাইরাল

বিধ্বংসী সিরাজ, জয়ের খোঁজে ভারত

ভারত ৫৮৭ ও ৬৪/১
ইংল্যান্ড ৪০৭ (প্রথম ইনিংস)

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : রাহুল আর যশস্বী যখন ব্যাট করছিলেন, ভারতের জয়ের সম্ভাবনা দেখাচ্ছিল ৬৭ শতাংশ। যশস্বী (২৮) টাঙ্গের বলে লেগ বিফোর হয়ে যাওয়ার পরও উইন প্রেডিকশন বদলায়নি। তৃতীয় দিনের শেষে ভারত ৬৪/১। শুভমনরা এগিয়ে ২৪৪ রানে। বাকি দু'দিনে এজবাস্টন নিয়ে এতদিনকার মিথ ভেঙে যেতে পারে। মিথ এই যে, এই মাঠে ভারত কখনও জেতেনি। সাতটি হার, একটি ড্র। কিন্তু লিডসের অভিজ্ঞতা বলছে আশা নিরাশায় বদলে যেতেও সময় লাগে না!

বুমরা থাকলে যেটা অনেক আগে করতেন, সেটাই আকাশ দীপকে চায়ের পর করতে হল নতুন বল নিয়ে। ১৫৮ রানে থাকা ব্রুক তখন ফুটবল দেখছেন। আকাশের ভিতরে আসা বল সামলাতে পারেননি। ব্রুক ও স্মিথের ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ৩০৩ রান উঠেছে। এই একটা পার্টনারশিপ ইংল্যান্ডের ভরাডুবি রক্ষা করেছে। না হলে এরা দু'জন যখন জুটি বাঁধেন, ইংল্যান্ড ৮৪/৫।

ছয় উইকেট নেওয়ার পর মহম্মদ সিরাজ। শুক্রবার এজবাস্টনে।

শুভমনরা কখন তাদের গুটিয়ে দেবেন, হিসাব চলছিল তার।

ইংল্যান্ড শেষপর্যন্ত ইনিংস শেষ করল ৪০৭ রানে। ব্রুকের মতোই সেঞ্চুরি করলেন জেমি স্মিথও। ১৮৪ নট আউট। ইংল্যান্ড কিপারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে ইংল্যান্ড প্রথম দফায় ১৮০ রানে পিছিয়ে ছিল। লিডসেও ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে ছিল। তবু টেস্ট জিতেছে। এখানে শুভমনদের লিড অবশ্য বড়।

এদিন নতুন বল নেওয়ার আগে ব্রুক আর স্মিথের সামনে দিশাহীন দেখাচ্ছিল ভারতীয় বোলিংকে। কিন্তু ম্যাজিক শুরু হল নতুন বলে। ২২ রানে ইংল্যান্ডের শেষ ৫ উইকেট চলে গেল। সিরাজ ৭০ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন। ৮৮ রানে ৪ উইকেট আকাশের। বাকিরা উইকেটের মুখ দেখেননি।

তৃতীয় দিনের পর এটা বলতে হবে, একেবারে রহস্য-রোমাঞ্চে ঠাসা এই সিরিজ। যখন খুশি খেলার রং বদলে যাচ্ছে। শুক্রবার স্টোকস (০) যখন সিরাজের প্রথম বলে ফিরে গেলেন, বোর্ডে ৮৪/৫। ইংল্যান্ডের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তখনও পাঁচশো রানে পিছিয়ে তারা। কিন্তু ওই যে ম্যাচের রং বারবার বদলে যাচ্ছে! লাঞ্চে এই ইংল্যান্ড ২৪৯/৫। তারা ঘুরেই দাঁড়াল।

ব্রুক এখনকার ক্রিকেটে অন্যতম সেরা। লাগাতার রান করছেন। টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে এত সিরিয়াস যে আইপিএলের কোটি টাকার অফার ছেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু জেমি স্মিথ সার্কিটে বেশি পরিচিত নন। তবে এবার হবেন। বাজবলের সঙ্গে মানানসই ইংল্যান্ড কিপারের ব্যাটিং। স্রেফ ৮০ বলে সেঞ্চুরি করলেন। ইনিংসে ২১টি ৪, ৪টি ৬।

সকালের দু'ঘণ্টায় ইংল্যান্ড যখন ১৭২ রান তুলে ফেলল, তখনও বুমরার অভাব টের পাওয়া গেল। এমন নয় যে সিরাজ আর আকাশ খারাপ বল করেছেন। কিন্তু ব্রুক ও স্মিথ যখন মারছিলেন, তখন তাঁদের থামাতে বিশেষ কাউকে দরকার ছিল। কুলদীপ থাকলেও হত। পকেটে ছ'শো রান নিয়ে তিনি উইকেট কেনার চেষ্টা করতেন। ফ্লাইট দিতেন। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে বুঝতে হবে কুড়ি উইকেট নিলে তবে ম্যাচ জেতা যায়।

টেস্ট ক্রিকেটে বোলিং খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এমন বোলিং যাতে ভেদশক্তি থাকবে। এই ভারতীয় দলে বুমরা ছাড়া কেউ নেই যিনি ইংল্যান্ড ব্যাটিংকে প্রত্যেক বলে চ্যালেঞ্জ জানাবেন। ব্রুক ও স্মিথ যে চাপের মধ্যে সেঞ্চুরি করে গেলেন, সেটা বোলিংয়ে ভেদশক্তি ছিল না বলে। লোয়ার অর্ডারে জোর বাড়াতে ওয়াশিংটন ও নীতীশকে নেওয়া হয়েছে। দু'জনের কেউ বল হাতে এমন কিছু করেননি যাতে উইকেট পড়ার আশ্বাস থাকে। যখন এই জুটি তৈরি হচ্ছে, তখনই ধাক্কা দেওয়ার ছিল। কিন্তু এই দলে ধাক্কা দেওয়ার লোকের অভাব।

দিনের শেষে রাহুল ২৩ ও করুন নায়ার ৭ রানে ব্যাট করছেন। আকাশকে প্যাড পরিয়ে রাখলেও নাইট ওয়াচম্যানের দরকার পড়েনি। শনিবারের সকাল খুব গুরুত্বপূর্ন। ভারতকে বড় রানের লিড পেতে প্রথম সেশনে বেশি উইকেট হারানো চলবে না।

নিয়ম ভেঙে একাই মাঠে জাদেজা

বার্মিংহাম, ৪ জুলাই : দলের আগে একাই মাঠে এসে বোর্ডের নিয়ম ভাঙলেন রবীন্দ্র জাদেজা। তিনি অবশ্য এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তবে শুভমন গিলের সঙ্গে ২০৩ রানের পার্টনারশিপের পর বোর্ড জাদেজাকে ছাড় দিতে পারে বলে খবর।

এজবাস্টনে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরুর অনেক আগে জাদেজা একাই মাঠে চলে এসেছিলেন। পরে তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করে জানান, আমার মনে হয়েছিল বল তখনও নতুন ছিল। আমার তাই একটু ব্যাট করে নেওয়া দরকার। ইংল্যান্ডে বল সবসময় সুইং করে। আমার মনে হয়েছিল আগে থেকে একটু সড়গড় থাকলে বাকি ইনিংসে সুবিধা হবে। ৪১ নট আউট থেকে তৃতীয় দিন খেলা শুরু করে জাদেজা ৮৯ রান করেছেন। তাঁর আর শুভমনের ম্যারাথন পার্টনারশিপ ভারতকে ছশোর কাছে পৌঁছে দেয়। দলের পাশে এভাবে দাঁড়াতে পেরে জাদেজা নিজে সন্তোষ জানিয়েছেন।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফরে ভরাডুবির পর বোর্ড ক্রিকেটারদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছিল। যার অন্যতম হল দলের সবাইকে একসঙ্গে টিম বাসে মাঠ-হোটেল যাতায়াত করতে হবে। এক্ষেত্রে জাদেজা সেই নিয়ম মানেননি। তিনি মাঠে এসেছেন একা ও সবার আগেই। তবে মনে করা হচ্ছে জাদেজা টিম ম্যানেজমেন্টের অনুমতি নিয়েই মাঠে এসেছেন। ফলে তাঁর শাস্তি এড়ানোর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

গম্ভীরকে কৃতিত্ব দিলেন শুভমন

কোচ বলেছিলেন উইকেটে থাক, তাহলেই রান আসবে

বার্মিংহ্যাম, ৪ জুলাই : ইংল্যান্ডে ২৬৯ রানের চিত্তাকর্ষক ইনিংস খেলে একাধিক নজির গড়েছেন শুভমন গিল। বিলেতে ছেলের ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে পারেননি বাবা লখিন্দর সিং গিল। তবে এজবাস্টনে দাপুটে ডবল সেঞ্চুরির পর টিম হোটেলে ফিরে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন শুভমন। মোবাইল ফোনে বাবার শুভেচ্ছাবার্তায় আপ্লুত ভারতের নতুন টেস্ট অধিনায়ক। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মা'ও। বাবাই শুভমনের প্রথম কোচ। তাঁর ক্রিকেটে হাতেখড়ি, বেড়ে ওঠা এবং সাফল্যের নেপথ্যে বাবা লখিন্দর।

ভারতীয় বোর্ডের শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, মোবাইলে বাবার অডিও বার্তা পেয়ে তৃপ্ত শুভমন বলছেন, বাবা তাঁর কাছে সব কিছু। বেড়ে ওঠার সময় থেকে বাবাই আমার গুরু। বাবার জন্যই আমি ক্রিকেট খেলি। তাঁর জন্যই আমি এই খেলাটা খেলতে শুরু করি। বাবা এবং আমার সবচেয়ে ভাল এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আমি অনুশীলন করতাম। এই দু'জনের কাছ থেকেই আমি ক্রিকেট নিয়ে নানা কথা, পরামর্শ শুনি। আমাকে বাবা এবং বন্ধুটি বলেছে যে, আমি ট্রিপল সেঞ্চুরি মিস করেছি।

বাবা লখিন্দর সিং গিল ছেলের প্রশংসা করে বলেছেন, শুভমন খুব ভাল খেলেছে। তোমার ব্যাটিং দেখে আমি শান্তি পেয়েছি। অনূর্ধ্ব ১৬ এবং ১৯ পর্যায়ে যেমন খেলতে, ঠিক তেমনই খেলেছ। আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত। শুভমন

সাপোর্ট স্টাফ ও কোচ গম্ভীরের সঙ্গে শুভমন। বার্মিংহ্যামে।

নিজেও জানিয়েছেন, তিনি ক্রিকেট উপভোগ করছেন। ছোটবেলার মতো ব্যাট করছেন।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কোচ গম্ভীরকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন শুভমন। জানিয়েছেন, কীভাবে গম্ভীরের পরামর্শ তাঁর কাজে লেগেছে। ভারত অধিনায়ক বলেন, প্রথম দিন লাঞ্চের আগে আমি ৩৫-৪০ রানে ব্যাট করছিলাম। প্রায় ১০০ বল খেলে ফেলেছিলাম। সাজঘরে ফিরে গোতি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। জানাই যে ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সব শট ফিল্ডারের কাছে যাচ্ছে। গোতি ভাই আমাকে বলেছিল, উইকেটে পড়ে থাকতে। তাহলেই রান আসবে। সেই পরামর্শ কাজে লাগিয়েছি। উইকেটে টিকে থেকেছি। একটা সময়ের পর সহজে রান করেছি। আইপিএলের মধ্যেই ইংল্যান্ড সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। শুভমন বলেন, আইপিএলের পর টেকনিকে কিছু বদল করেছি। ব্যাটিং স্টান্স একটু বদলেছি। টেস্টে ধৈর্য লাগে। নিজেকে সময় দিতে হয়। মানসিকতা বদলাতেই রান আসছে।

বাংলাদেশ সফর স্থগিত

মুম্বই, ৪ জুলাই : নিরাপত্তার আশঙ্কা এবং দু'দেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে শেষ পর্যন্ত অগাস্টে ভারতের বাংলাদেশ সফর স্থগিত হওয়ার পথে। সিরিজে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে এবং সমসংখ্যক টি-২০ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৭ অগাস্ট শুরু হতে চলা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না, এই সিদ্ধান্ত সম্প্রচারকারী সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে একটি নামী ক্রিকেট ওয়েবসাইটের দাবি। এক ভারতীয় সম্প্রচারকারী সংস্থাও জানিয়েছে, বাংলাদেশ বোর্ডের তরফে তাদের জানানো হয়েছে, এখন দু'দেশের মধ্যে সিরিজ হবে না।

সিরিজ বাতিল নয়, স্থগিত রাখার কথাই যৌথভাবে ঘোষণা করতে পারে দু'দেশের বোর্ড। আগামী বছর নতুন উইন্ডোতে এই সিরিজ আয়োজনের চেষ্টা চলছে বলে খবর। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ১৭ অগাস্ট মিরপুরের শের ই বাংলা স্টেডিয়ামে ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ ছিল। এই সিরিজের মাধ্যমেই দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যেত রোহিত ও বিরাটকে। কিন্তু দু'জনের ফেরার অপেক্ষা বাড়ছে।

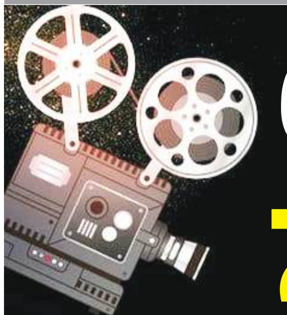

নেপথ্যের নারীরা

বিনোদন দুনিয়ায় অভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমে দাপটে কাজ করে চলেছেন মেয়েরা। পরিচালনা, সিনেমাটোগ্রাফি, এডিটিং, আর্ট ডিরেকশন, কাস্টিং, কস্টিউম এবং গল্প ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে তাঁদের কাজ বহুল প্রশংসিত। এই প্রজন্মের কিছু কুশলী কন্যার কাজের ধরন, অভিজ্ঞতা, লড়াই ও সাফল্যের গল্প রইল এই নিবেদনে।

সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়
কবি, চিত্রনাট্যকার

ছোটবেলা থেকেই কবিতার প্রতি তাঁর ভালবাসা। তিনি আসলে একজন প্রখ্যাত, সমসাময়িক কবি, সেই সঙ্গে লেখিকা, গল্পকার, চিত্রনাট্যকার সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘খেলনাবাটির দিন শেষ’-এর জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কার এবং কৃত্তিবাস পুরস্কার। ২০২৩-এ বাংলা আকাদেমি থেকে পান শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মারক সম্মানও। স্কুলজীবন থেকেই ছিল লেখালেখির অভ্যেস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। জেন্ডার স্টাডিজে স্কলার সম্রাজ্ঞী বিদেশি ছাত্রদের বাংলা পড়াতেন সেখানেই। সাংবাদিকতাও করেছেন কিছুদিন, থেকেছেন রেডিও জকির ভূমিকাতেও। এরপর ঘটনাচক্রে ‘মুখার্জিদার বৌ’-এর যিনি পরিচালক, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি বলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতার রায়ের উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউস থেকে ভাল গল্প এবং চিত্রনাট্য খোঁজা হচ্ছে। সেই পরিচালকই করবেন কাজটা। তখন ২০১৮-তে ‘মুখার্জিদার বৌ’ লিখতে শুরু করেন। সেই সময় সম্রাজ্ঞী আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান স্টাডিজে পড়াতেন। ২০১৯-এ ‘মুখার্জিদার বৌ’ রিলিজ করল। এই ছবির মাধ্যমে গল্প, চিত্রনাট্য এবং সংলাপে ডেবিউ করলেন তিনি। প্রথম ছবিতেই বাজিমাত। কারণ রিল নয়, এ যেন এক রিয়েল লাইফের গল্প। লেখার মন আর মনন দুই তাঁর সহজাত। এরপর উইন্ডোজের সঙ্গে পরপর বেশ কয়েকটা ছবিতে কাজ করছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মোটি’, ‘বাবা বেবি ও’, ‘ফাটাফাটি’ ইত্যাদি। শুধু বড়পর্দা নয়, ওয়েব সিরিজেও তাঁর কাজ চর্চিত এবং প্রশংসিত। ‘লজ্জা’, ‘নষ্টনীড়’, ‘উত্তরণ’ তাঁর প্রায় সব গল্পই নারীকেন্দ্রিক। তিনি মনে করেন নারীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিবাদী, তাদের সঙ্গে কোনও অন্যায় হলে তারা সেটাকে লজ্জা ভাবে না রুখে দাঁড়ায়। প্রতিবাদ করে। হয়তো সবাই এখনও পারছে না। কিন্তু পারবে। চলচ্চিত্র বা ওয়েব সিরিজে তাঁর নারী চরিত্ররা যেটা চায় তা হল সম্মান আর সাম্য। তাঁর সাম্প্রতিকতম সেরা কাজগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল ছবি ‘গৃহপ্রবেশ’। গৃহপ্রবেশের চিত্রনাট্য এবং সংলাপ তাঁরই করা। আগামীতে আরও নতুন ভাবনা নিয়ে তিনি আসতে চান। ছবি বা ওয়েব সিরিজে সবসময় অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক এঁরাই গুরুত্ব পান, যাঁরা নেপথ্যে থাকেন তাঁদের নিয়ে আলোচনা কম, বিশেষ করে চিত্রনাট্যকারের ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘বাংলার নিরিখে অনেক নামকরা পরিচালকই নিজে লিখতেন ফলে সেই অভ্যেস মানুষের রয়ে গেছে। বিদেশে কিন্তু পরিচালক, লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা হয়। আসলে কারণ বলতে পারব না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, এর পিছনে সংবাদমাধ্যমের একটা ভূমিকা আছে অর্থাৎ তাঁরা চাইলে এই দৃশ্যটা বদলাতে পারেন। কারণ লেখক একটি গাছের বীজের মতো, শুরুর দিনের জল হাওয়া আলোর মতো। সেটা না পেলে কোনও গাছ কিন্তু ফুল-ফল কিছুই দিতে পারবে না।’’ আগামীতে কাজের মাধ্যমে বিনোদন ছাড়াও সমাজকে কিছু দিতে চান। এছাড়া নিজের পিএইচডি শেষ করাটাও তাঁর লক্ষ্য। কাজের ব্যস্ততায় কবিতা লেখা খানিক কমেছে কিন্তু ক্ষণিক নিভৃত পেলেই কবিতা তাঁকে দিয়ে নিজেকেই লিখিয়ে নেয় আজও।

পৃথা চক্রবর্তী
পরিচালক

‘মুখার্জিদার বৌ’ ছবি থেকেই তাঁর উত্থান, নাম, খ্যাতি, সম্মান। মফসসলের মেয়ে পৃথার স্কুল, কলেজ সব রানাঘাটে। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় আসেন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে পড়াশুনো করতে। পৃথার পরিবারে দূর-দুরান্তে কেউ এই জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সেন্ট জেভিয়ার্সে মাস কমিউনিকেশন নিয়েই পড়ার সময় এডিটিং-এ আগ্রহ। ফিল্ম ইনস্টিটিউটে এডিটিং নিয়েই পড়াশুনো করতেন। সেখান থেকেই তৈরি হয় পৃথার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি আগ্রহ। প্রথম তথ্যচিত্র পরিচালনায় হাতেখড়ি ‘সাইলেন্ট ভয়েস’ দিয়ে যা বিদেশের বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জায়গা করে নেয়। এরপর পৃথা মাদার্স ডে এবং ফাদার্স ডে-কে কেন্দ্র করে দুটি শর্ট ফিল্ম বানিয়েছিলেন। একটি ‘মায়েরা মিথ্যা কথা বলে’ এবং অন্যটি ‘বাবারা থাকেন এভাবেই নিঃশব্দে’। সেই শর্ট ফিল্মগুলো খুব চর্চিত হয়। সেই শর্ট ফিল্ম দেখে একদিন পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তাঁকে ডেকে পাঠান। উদ্দেশ্য পৃথাকে দিয়ে একটি ছবি পরিচালনা করানো। এভাবেই ফিচার ফিল্মে ডেবিউ করলেন পৃথা। পৃথা চক্রবর্তীর পরিচালনায় সেই প্রথম ছবিটি হল ‘মুখার্জিদার বৌ’। যা রিলিজ করে ২০১৯-এ। ভীষণ প্রশংসিত হয় ছবিটি। ওই বছরেই নিজের অ্যাডভার্টাইজিং প্রোডাকশন হাউস শুরু করেন। ছবি পরিচালনার পাশাপাশি নিজের প্রোডাকশন হাউসে বিজ্ঞাপনের কাজও করছেন পৃথা। তাঁর পরিচালিত সাম্প্রতিক ছবি ‘পাহাড়গঞ্জ হল্ট’ এখন পোস্ট প্রোডাকশনে রয়েছে। ‘পাহাড়গঞ্জ হল্ট’ ছবির পরিচালনা এবং চিত্রনাট্য দুইয়েরেই দায়িত্বে রয়েছেন পৃথাই। গল্পটাও তাঁরই লেখা। আগামী দিনে নিজের কাহিনি চিত্রনাট্যেই আরও নতুন ভাল ছবির কাজ করার ইচ্ছে পৃথার। পুজোর পর নন্দী ফিল্মসের সঙ্গে একটি কাজ শুরু করতে চলেছেন পৃথা। ছবির নাম ‘ফেরা’। এই ছবির মাধ্যমে প্রথমবার বাংলা ছবিতে অভিনয় করবেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্র। কাজের বাইরে ভাল ভাল ছবি দেখা এবং পড়াশুনো করাই তাঁর আসল অবসর।

জিনিয়া সেন
চিত্রনাট্যকার

২০০৫-এ কর্মজীবন শুরু এই মুহূর্তের স্বনামধন্য চিত্রনাট্যকার জিনিয়া সেনের। পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী হলেও তিনি নিজের পরিচয়েই পরিচিত। প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালীন নিজের লেখা নাটককে পারফর্ম করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। ছোট থেকে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে খুব দক্ষ জিনিয়া। কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে বহুবার লেখালেখির জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। কর্মজীবনের শুরু সাংবাদিকতা দিয়ে। দুটো নামজাদা ইংরেজি খবরের কাগজে সাংবাদিকতার ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা তাঁর। সাংবাদিকতার চাকরিতে থাকাকালীনই বন্ধু-পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে তাঁরই একটি ছবির জন্য চিত্রনাট্য লিখতে অনুরোধ করেন। অরিত্র এর আগে দীর্ঘদিন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়কে অ্যাসিস্ট করেছেন। বন্ধুর অনুরোধে জিনিয়া শুরু করেন চিত্রনাট্য লেখা এবং লিখলেন ‘ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মোটি’ যে ছবির মাধ্যমে চিত্রনাট্যকার হিসেবে তাঁর হাতেখড়ি। এই ছবির গল্প এবং চিত্রনাট্য দুই-ই জিনিয়ার। এই ছবিটার শ্যুটিং চলাকালীন পাকাপাকিভাবে চাকরি ছেড়ে দেন। পুরোপুরি চিত্রনাট্যে মন দেন।

(এরপর ১৮ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

5 July, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

নেপথ্যের নারীরা

(১৭ পাতার পর)

এরপর ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে আসে তখন করোনাকাল। খুব কমদিনের জন্য থিয়েটারে এলেও ভীষণভাবেই সফল হয়, দর্শকদের মন কেড়ে নেয় এই ছবি। iffi-তে নমিনেটেড হয় 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মোটি' এবং সেই বছর প্রথম দিন iffi-তে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে ছবিটি প্রদর্শিত হয়। এরপর পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের জন্য 'বাবা বেবি'ও, 'ফাটাফাটি'র গল্প, চিত্রনাট্য লেখেন অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে নন্দিতা রায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'রক্তবীজ'-এর কাহিনি, চিত্রনাট্য করেছেন জিনিয়া। এ-বছর নন্দিতা রায়, শিবপ্রসাদের 'রক্তবীজ ২'-এর সংলাপ লিখছেন তিনি। সেই সঙ্গে তাঁদের 'ভানুমতী ভূতের হোটেল' ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লেখার কাজ চলছে তাঁর। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ অনেকদিনের হলেও তাঁদের পারস্পরিক কাজটা শুরু হয়েছিল লেখক এবং প্রযোজক হিসেবেই। তাঁদের দেওয়া প্ল্যাটফর্মেই জিনিয়ার সাফল্যের শুরু। শিবপ্রসাদ স্বামী হলেও কাজের জগতের তাঁরা পেশাদার মানসিকতা নিয়েই কাজ করেন। এ বছরটা তাঁর জীবনের ব্যস্ততম বছর কারণ ব্যাক টু ব্যাক দুটো ছবি মুক্তি পাচ্ছে। একটি পুজোর মুখে এবং দ্বিতীয়টি ডিসেম্বরে। এছাড়া আরও অনেক লেখালেখির কাজ চলছে তাঁর। এর পাশাপাশি উইন্ডোজের একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য জিনিয়া, যার অনেকটা দায়িত্বই তিনি সামলান। ডিমান্ড থাকলেও চিত্রনাট্য নিয়ে তাড়াহুড়োয় বিশ্বাসী নন জিনিয়া। পরবর্তী পরিকল্পনা অনেকটা পড়াশুনো এবং রিসার্চ ওয়ার্ক করা। কারণ তিনি মনে করেন আগামীতে আরও ভালমানের কাজ দিতে হলে একটা চিত্রনাট্য নিয়ে অন্তত এক বছর যাপন করা জরুরি, তা না করলে কখনওই সেই চিত্রনাট্য জীবন্ত হয়ে উঠবে না।

শ্যামলী চন্দ
এডিটিং

কোনও একজন নামী প্রযোজক একবার তাঁকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন এডিট করা মেয়েদের বিষয় নয়। মেয়েদের জন্য আরও অনেক বিষয় আছে। ছোট থেকেই ছবি দেখতে ভালবাসতেন শ্যামলী। বড় বড় পরিচালকদের ইন্টারভিউ দেখতেন। তাঁরা তখন বলছিলেন, একজন ভাল পরিচালক হতে গেলেও ভাল এডিটর হতে হয়। সেই কারণেই ডেভিড ধাওয়ান, অনুরাগ কাশ্যপ এত ভাল ডিরেক্টর। কারণ এঁরা সবাই খুব ভাল এডিটর। সেইসব দেখে এবং শুনে শুনেই তাঁর এডিটিং-এ আগ্রহ। একটি নামী প্রোডাকশন হাউসে কাজ করতে গিয়ে এডিটরদের কাজটা লক্ষ্য করতেন এবং রাতে সবাই চলে গেলে নিজেই এডিটিং-এর কাজ করতেন। এরপর সেই প্রোডাকশন হাউসের ধারাবাহিক 'সুবর্ণলতা'য় প্রথম অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর বা সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজের শুরু। সুজয় দত্ত রায় ছিলেন সেটার মূল সম্পাদক। শ্যামলী ভেবেছিলেন তাঁর কাছে ভাল করে কাজ শিখতে পারবেন কিন্তু তিনি হঠাৎ করেই কাজটি ছেড়ে দেন এবং অন্য এডিটর আসেন। সেই নতুন সম্পাদক শ্যামলীকে নয়, নিজের পছন্দের মানুষকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিলেন ফলে 'সুবর্ণলতা'র কাজটা হাতছাড়া হল তাঁর। এরপর শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মসে ইন্টারভিউ দিলেন এবং সেখানেই প্রথম সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলেন। এর কয়েক মাসের মধ্যেই 'সুভাষিণী' ধারাবাহিকে এককভাবে এডিটিং-এর একটা বড় সুযোগ পান। সেই কাজ শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মসের ক্রিয়েটিভ হেড সাহানা দত্তের খুব পছন্দ হয়। তাঁর দেড় মাসের মধ্যে শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মস-এর তরফে প্রথম এককভাবে 'মা' ধারাবাহিকে তাঁর কাজ শুরু হয়। 'মা' সেই সময়ের সবচেয়ে বেশি টিআরপি-র ধারাবাহিক ছিল। 'মা'-এর দেড় হাজার এপিসোড কাজ করেন। এরপর 'পটলকুমার গানওয়ালা'-সহ আরও বহু নামকরা ধারাবাহিকে কাজ করেন। সম্প্রতি 'দুগ্গামণি ও বাঘমামা', 'মিত্তির বাড়ি', 'দুই শালিক' ধারাবাহিকের এডিটিং-এর কাজ করেছেন। ১৭ বছর ধরে সফলভাবে কাজ করে চলা শ্যামলীর স্বপ্ন, আগামী দিনে নিজের প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করা। সেই স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছেন তিনি।

মধুরা পালিত
সিনেমাটোগ্রাফি

মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন ফটোগ্রাফার। ফলে অনেক ছোট থেকে ফিল্ম, ক্যামেরা দেখে বড় হওয়া। সেখান থেকেই আগ্রহ তৈরি। ন'টা- পাঁচটার চাকরি করার ইচ্ছে বা স্বপ্ন ছিল না কোনওদিনই ফলে ভাবতেন কী করলে ক্রিয়েটিভ জগতে থাকা যাবে। মিডিয়া জগৎটাও পছন্দের ছিল কিন্তু তেমন কোনও ভাবনা ছিল না কী করতে চান। এরপর সেন্ট জেভিয়ার্সে মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড ভিডিও প্রোডাকশন নিয়ে পড়াশুনো করেন। ওখানেই একটা ছোট স্টুডিও ছিল যেখানে বেসিক লেভেলে কাজ শিখতেন। যেটা করতে গিয়ে তাঁর মনে হল সিনেমাটোগ্রাফিটাই তাঁর কাজের ক্ষেত্র হতে পারে। হয়তো এই কাজটাই তিনি করতে চান। একটা ভাল লাগা থেকে এই জগতে চলে আসা।

সত্যজিৎ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে প্রথাগত প্রশিক্ষণ। সেখান থেকেই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ। এরপর প্রথম কাজ 'আমিও মনোহর' যে ছবিটা ভীষণ চর্চিত এবং প্রশংসিত হয় সর্বত্র। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জায়গা করে নেয়। প্রথম মেনস্ট্রিম ফিচার ফিল্ম 'মুখোশ' এরপর 'সহবাস', 'কিশমিশ', 'দিলখুশ', 'টেক্কা'। এই মুহূর্তে রাহুল মুখার্জির 'মন মানে না'তে কাজ করছেন। হিন্দি ছবি 'এক দুয়া', ললাট, ওয়েব সিরিজ 'নকশালবাড়ি'তেও কাজ করেছেন। মারাঠি, মালয়ালমের মতো আঞ্চলিক ছবিতেও কাজ করেছেন মধুরা। আগামীতে আরও ভাল ভাল কাজ করতে চান তিনি। পৃথিবীর নানান জায়গায় কাজ করা। আরও বড় পরিসরে কাজ করা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় যাতে মানুষ তাঁর কাজকে মনে রাখেন এটাই তাঁর স্বপ্ন।

নাফিসা মণ্ডল খাতুন
আর্ট ডিরেক্টর

খুব ছোট্ট শহর ইছাপুরে বড় হয়ে ওঠা। মুসলিম পরিবারের মেয়ে হলেও কেরিয়ার গড়ায় কোনও রক্ষণশীলতা ছিল না। ছোট থেকেই ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। সারাক্ষণ ছবি আঁকতেন। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে সুযোগ পান এবং সেটা নিয়েই পড়াশুনো করেন। আর্ট কলেজ থেকেই মাস্টার্স করেন। নাফিসার কাকা ছিলেন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সাউন্ডের প্রফেসর। তিনি ইতিমধ্যে নাফিসাকে ডেকে নেন হাতেকলমে কাজ শেখার জন্য। তখন থেকেই নাফিসার আর্ট ডিরেকশনের কাজটা ভাল লেগে যায়। প্রথম কাজ ইন্দ্রনীল ঘোষের আন্ডারে 'অভিমন্যু' ছবিতে। প্রথম প্রথম ছিল শুধু দেখে শেখা। তখন নাফিসা প্রথম মহিলা যিনি আর্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে আসেন। কিন্তু আসার পর এই বিভাগের হেন কোনও কাজ নেই যা তিনি পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করেননি। এরপর থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সফলভাবে কাজ করছেন। প্রথম স্মরণীয় একক কাজ 'হৃদমাঝারে'। এছাড়া কাজ করেছেন 'এবার শবর', 'ঈগলের চোখ', 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন' 'রক্তবীজ', 'টেক্কা', 'পক্ষীরাজের ডিম', 'কিলবিল সোসাইটি' ছবিতে। পাশাপাশি দাপিয়ে কাজ করেছেন ছোটপর্দায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'কে আপন কে পর', 'কৃষ্ণকলি', 'আলো ছায়া', 'দুর্গা দুর্গেশ্বরী', 'ত্রিনয়নী' ইত্যাদি। আগামী দিনে নিজের প্রোডাকশন হাউস তৈরি করতে চান মধুরা। নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করছেন যাতে তাঁরা এই ফিল্ডে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে। সারাদিনের অনেকটা সময় কাজের মধ্যে দিয়েই কেটে যায়। কাজ করতে গিয়ে সবসময় পাশে পেয়েছেন পরিবারকে।

(আরও পড়ুন ১৯ পাতায়)

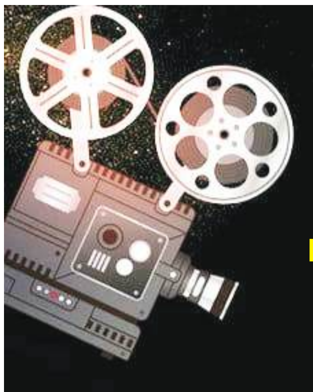

নেপথ্যের নারীরা

কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে পুনমের কাজ শুরু ২০০০ সাল থেকে। প্রথমে মুম্বইয়ে, তারপর কলকাতায় সাহারার একটি শো 'সাহেব বিবি গোলাম' দিয়ে এই শহরে তাঁর কাজ শুরু। এরপর ই-টিভির জন্য প্রথম মেগা ধারাবাহিক 'বহ্নিশিখা'য় হাতেখড়ি। ২০০৮-এ শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মস-এ যোগ দিলেন। কাস্টিং ডিরেক্টর পুনম ঝা হয়ে ওঠার পিছনে এই পর্বটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল পুনমের জীবনে। এখানে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম পেলেন তিনি। তার আগে পর্যন্ত কাস্টিং ডিরেক্টর বিষয়টার চলই ছিল না। এই সময় থেকেই কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে তিনি সাফল্যের সঙ্গে পথচলা শুরু করেন। তখন একটি নামী চ্যানেলের জন্য বিভিন্ন ধারাবাহিকের জন্য পুনম নতুন নতুন ছেলেমেয়ে খুঁজছেন। সেই সময় থেকে কাস্টিং ডিরেক্টর এবং স্টাইলিস্ট হিসেবে তাঁর নাম সর্বসমক্ষে আসতে শুরু করে। ধীরে ধীরে পুনম হয়ে উঠলেন শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মস-এর ব্র্যান্ড নেম। এই কাজটা করতে গিয়ে প্রচুর রিসার্চ ওয়ার্ক করতে হয়েছে তাঁকে। ধারাবাহিক হোক বা ছবি, চরিত্ররা জীবন থেকেই আসে। কাজেই গল্প অনুযায়ী চরিত্র খুঁজে বের করে, লুক সেট করে তাঁকে নির্বাচন করা এবং চরিত্র অনুযায়ী সাজিয়ে তোলা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু পুনম খুঁজে নিয়েছেন নতুন নতুন চরিত্রদের। তাঁর হাত ধরে তৈরি হওয়া এক-একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে মাইলস্টোন। পুনম ঝা প্রচুর এমন নতুন মুখ লঞ্চ করেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে যাদের মধ্যে অনেকেই বড়পর্দায়, ছোটপর্দায় আজ স্বনামধন্য। সেই প্রথম দিন থেকেই তাঁর কাজের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ তিনিই একাই করতেন। পুনমের এককভাবে প্রথম সফল কাস্টিং হল 'মা'তে লিড চরিত্রে শ্রীতমা ভট্টাচার্য, যিনি ঝিলিক নামে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। রয়েছে আরও এমন অগুনতি ধারাবাহিক এবং ছবির স্মরণীয় চরিত্ররা। এই মুহূর্তে পুনম ঝা একটি নামী বাংলা চ্যানেলের ফ্রিলান্স কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে রয়েছেন। বেশকিছু নামকরা ধারাবাহিকের কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজও করছেন।

বাবা অজয় রায় ছিলেন নামকরা একটি সংবাদসংস্থার ফটো জার্নালিস্ট এবং একজন ডকুমেন্টরি ফিল্ম মেকার। ছোটবেলা থেকে বাবার কাজ, কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম দেখেই বড় হওয়া। বাড়িতে ছিল নানারকমের ক্যামেরা। বাবার একটি স্টুডিও ছিল, সেই স্টুডিওতে স্টিল ফটোগ্রাফ ডেভেলপ করা হত। কীভাবে একটা অন্ধকার ঘরে সলিউশনে ডুবিয়ে ছবি ফুটে উঠছে, সেগুলো দেখতেন, একটা ভীষণ আগ্রহের জায়গা ছিল অদিতির কাছে।

ফলে খুব ছোট থেকেই এই দিকগুলোয় তাঁর জ্ঞান হয়ে যায়। ক্লাস সেভেন-এইটে পড়াকালীন বাবার সঙ্গে গিয়েছিলেন তপন সিনহার সাক্ষাৎকার নিতে। ওই সময়গুলোই তাঁকে আগামীর জন্য তৈরি করে দিয়েছিল। চেয়েছিলেন বাবার মতো সাংবাদিক হতে। বাবা-মার অনুপ্রেরণাতেই জীবনে লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়। এরপর স্কুলজীবন পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে মাস্টার্স, মাস কমিউনিকেশন নিয়েও পড়াশুনো করেন। এরপর তিনি রূপকলায় যান ডিরেকশন নিয়ে পড়াশুনো করতে। সেখানে হাতেকলমেও প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ফিল্ডে নেমে কাজ শুরু করেন। এর আগে বেশ কয়েকটা তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন অদিতি। কাজের সূত্রে সান্নিধ্য পেয়েছেন অপর্ণা সেনের। তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি নীল বি মিত্রের লেখা 'অবশেষে'। ২০১২-এ ছবিটা মুক্তি পায়। অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং তাঁর প্রযোজনায় অনেক কাজ করেছেন অদিতি। যার মধ্যে অন্যতম হল সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে 'অন্য বসন্ত'। এরপর 'দাওয়াতে বিরিয়ানি' করেছেন। কাজ করেছেন সুহাষিণী মুলের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা স্মরণীয়। ২০১৪, ১৫ থেকে ছোটপর্দা এবং ওয়েব সিরিজের কাজ শুরু করেন। নামী চ্যানেলের জন্য ব্যোমকেশ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, আমি সিরাজের বেগম, জয় বাবা লোকনাথ, প্রথম প্রতিশ্রুতি সহ আরও অনেক শো করেছেন। এই মুহূর্তে একটি নামী প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ওয়েব সিরিজের কাজও করছেন চুটিয়ে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বোধন', 'লজ্জা', 'নষ্টনীড়', 'পরিণীতা'। দুটো ডেলিসোপ চলছে। 'অনুরাগের ছোঁয়া' এবং 'চিরদিনই তুমি যে আমার'। আগামীর কথা ভাবেন না অদিতি আবার অতীত নিয়েও পড়ে থাকতে চান না। তিনি মনে করেন এই মুহূর্তটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আরও ভাল করে কাজ করতে চান। অবসরে ভাল ভাল ছবি দেখে, বই পড়ে, দুই পোষ্যকে নিয়ে সময় কাটাতে ভালবাসেন।

জয়িতা রায়
কস্টিউম ডিজাইনার

সেই ছোট্টবেলায় স্বপ্ন দেখার শুরু। ভেবেছিলেন ক্রিয়েটিভ কিছুই করতে হবে, সেই সঙ্গে সফল এবং স্বনির্ভর হতে হবে। কোচবিহারের মেয়ে কলকাতায় এসে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে টেকনো ইন্ডিয়া থেকে গ্র্যাজুয়েশন এবং হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করেন। পড়াশুনো করতে করতেই কাজ করতেন। সেই সময় কয়েকটা জুনিয়র আর্টিস্টের চরিত্রে কাজ পান। ইতিমধ্যে দূরদর্শন এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়েজেও ইন্টার্নশিপ করেন জয়িতা। ওই সময় ছবির জগতে বহু সেলিব্রিটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। সেই সূত্রে অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি তাঁকে নিউজ রিডিং করতে বলেন কিন্তু বাংলা খবর পড়াটা তাঁর জন্য একটু অসুবিধের ছিল। তখন তিনি তাঁকে ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর বাইরে একটা ওয়ার্কশপে জয়েন করতে বলেন। সেখানে কাজ দেখতেন, শিখতেন। সেই সময় 'দুই পৃথিবী' ছবির জন্য পরিচালক রাজ চক্রবর্তী একটি মাওবাদী চরিত্রে অভিনয় করার মতো কাউকে খুঁজছিলেন। তখন রুদ্রনীল ঘোষ রাজ চক্রবর্তীকে তাঁর কথা বলেন। এরপর সেই মাওবাদী চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলেন জয়িতা। পাশাপাশি আরও একটা-দুটো ছবিতে ছোট দুটো চরিত্রে অভিনয়ের করলেন জয়িতা। 'কানামাছি'র সেটে অভিনয়ের পর সেটেই বসে থাকতেন, মন দিয়ে খুঁটিয়ে কাজ দেখতেন এবং শিখতেন। তাঁর আগ্রহ দেখে একদিন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী তাঁকে বললেন কস্টিউম ডিজাইন করতে। সেই শুরু। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে সবচেয়ে বেশি জয়িতা কাজ করেছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গেই। প্রথম এককভাবে কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবে তাঁর কাজ রাজ চক্রবর্তীর ছবি 'প্রলয়'তে। ছবির গল্প শুনে সেই অনুযায়ী চরিত্রেরা কেমন হবে তাঁদের কস্টিউম, সাজপোশাক কেমন হবে তার নির্ধারণ করা খুব সহজ কাজ ছিল না তার সঙ্গে কঠিন ছিল শ্যুটিং ইউনিটে সবার সঙ্গে একমত হওয়া। কিন্তু সেই কাজটাই নিপুণভাবেই করতে পেরেছেন জয়িতা। পেয়েছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সহযোগিতা। কখনও কখনও লুক সেট করার পর সবটাই রিজেক্ট হয়েছে, নতুন করে করতে হয়েছে কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। এর পরবর্তীতে ২০১০-'১১ থেকে রাজ চক্রবর্তীর প্রতিটা ছবিতে কাজ করেন জয়িতা। চ্যাম্প— ছবিটি করার পর এখন পুরোপুরি স্বাধীন কস্টিউম ডিজাইনার হিসেবেই কাজ করছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। কেরিয়ারে আরও অনেক নামীদামি পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন, এখনও করে চলেছেন। জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। আরও ভাল গল্প এবং চিত্রনাট্যতে কাজ করতে চান তিনি। সেইজন্য শিখে চলেছেন আজও।

(আরও পড়ুন ২০ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

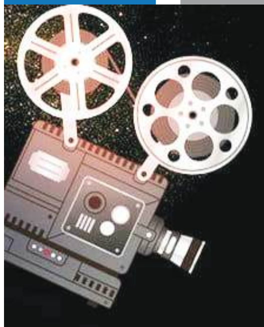

নেপথ্যের নারীরা

খুব ছোটবেলায় দুপুরে বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন চুপি চুপি স্টোররুমে গিয়ে বাতিল করা শাড়ি, ওড়না দিয়ে নিজে নিজেই ড্রেসিং করতেন নানারকমভাবে সাজতেন এবং পরে সবাইকে দেখিয়ে চমকে দিতেন ঋতরুপা। ওই বয়স থেকেই একটা সহজাত প্রবৃত্তি ছিলই। ক্রিয়েটিভ কিছু করতে হবে, সেই স্বপ্ন নিয়েই বড় হওয়া। কিন্তু সেইসময় জানতেন না কস্টিউম ডিজাইনিং বিষয়টা আসলে কী। তখন এই পেশার চল বিশেষ ছিল না। বিশ্বভারতীর কলাভবনের ছাত্রী ঋতরুপা পিএইচডি করেন 'কস্টিউম অফ টেগোরস ডান্স অ্যান্ড মিউজিক্যাল ড্রামা' নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্যের কস্টিউমের ওপরেই রিসার্চ ওয়ার্ক ছিল। ওটা শুরু করার সময় তাঁর কানে আসে পরিচালক কিউ 'তাসের দেশ' তৈরি করছেন। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'কেই একটু অন্যভাবে উপস্থাপন করবেন এই

ঋতরূপা ভট্টাচার্য
কস্টিউম ডিজাইনার

ছবিতে পরিচালক। ওই ইউনিটেরই এক পরিচিত তাঁকে বলেন একজন কস্টিউম ডিজাইনার অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে। যেহেতু উনি জানতেন পিএইচডির বিষয়টা তাই অফারটা ঋতরুপাকেই দেন। সেই সূত্রে প্রথম মুম্বইয়ের একজন কস্টিউম ডিজাইনারের সহকারী হিসেবে কাজ করতে পরিচালক কিউ-এর ইউনিটে আসা। তখন তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথকেই জানতেন, তাঁকে নিয়ে চর্চা করেছেন কিন্তু হাতেকলমে কস্টিউম ডিজাইনটা কী সেটা এই ছবিতে কাজ করতে এসে প্রথম জানলেন। এরপর কিউ-এর আরও দুটো ছবিতে সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ২০১৪-তে 'লুডো' ছবিতে প্রথম এককভাবে কস্টিউম ডিজাইন করেন। তারপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাননি। সেরা অভিজ্ঞতা হল পরিচালক ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরীর 'মায়ার জঞ্জাল' ছবিতে কাজ করা। ভারত-বাংলাদেশের কোলাবরেশনে করা ওই ছবিটা যত না রিল তার চেয়ে বেশি রিয়েল

ছিল। অর্থাৎ খুব রিয়েল জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। একজনের ব্যবহৃত জামাকেও পরাতে হয়েছিল শিল্পীকে। কোথাও সাজানো বা তৈরি করা কিছু ছিল না। ওই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি গত বছর পেয়েছেন ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। এছাড়া তাঁর তালিকায় রয়েছে আরও অনেক কাজ।

এই মুহূর্তে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়ের উইন্ডোজ-এর প্রযোজনায় অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালনায় 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর কস্টিউমের কাজ করছেন। শুরু থেকে বড়পর্দা, ছোটপর্দা সর্বত্র স্বাধীনভাবে করে চলেছেন। আগামী দিনের আরও ভাল ভাল ছবির কাজ করতে চান ঋতরুপা। দিনের বেশিরভাগ সময় কাজেই কেটে যায় তারপরেও লিখতে, ভাল ছবি, ওয়েব সিরিজ দেখতে ভালবাসেন তিনি।

তাবড় সেলিব্রিটি পরিচালক, প্রযোজকদের সঙ্গে কাজের মাধ্যমেই কেরিয়ার শুরু হেমা মুন্সীর। যে সুযোগটা সবাই পান না। কিন্তু ছোটবেলায় মোটেও হেয়ার ড্রেসার হতে চাননি তিনি। চেয়েছিলেন গোয়েন্দা হতে। পাশেই থাকতেন এক প্রতিবেশী পুলিশ অফিসার, যার কাছে চোর, পুলিশ, গোয়েন্দার গল্প শুনে শুনেই গোয়েন্দা হওয়ার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়েছিল কিন্তু ভাগ্যে ছিল অন্যকিছু। বাবা সরোজ মুন্সী ছিলেন উত্তমকুমারের সময়ের নামকরা মেকআপ শিল্পী। মামা ছিলেন আর্ট ডিরেক্টর। সেই সূত্র ধরেই চলে এলেন টলি ইন্ডাস্ট্রিতে। গিল্ডের সদস্য পদ পান। তখন হেয়ার স্টাইলিস্ট পেশাটি ততটা পরিচিত ছিল না। সেই পেশায় নিজের পরিচিতি গড়ে তোলাটাও সহজ কাজ ছিল না। প্রতিদিন নিজেকে ভেঙেছেন এবং গড়েছেন হেমা।

হেমা মুন্সী
হেয়ার স্টাইলিস্ট

হেয়ার স্টাইলের কাজে এসছে দিগন্তকারী বিবর্তন। প্রত্যেক দিনের বদলে যাওয়া ফ্যাশন এবং সেই আধুনিক কনসেপ্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। পিরিয়ডিক ড্রামার ক্ষেত্রে হেয়ার স্টাইল করা সবচেয়ে কঠিন সেই কাজটাও রপ্ত করেছেন অনায়াসেই। ধীরে ধীরে ভালবেসে ফেলেছেন পেশাটিকে। দীর্ঘ পেশাগত জীবনে বলিউড এবং টলিউড মিলিয়ে ৩৫০টির ওপর ছবিতে কাজ করেছেন হেমা। বলিউডে হিট ছবি প্রদীপ সরকারের 'পরিণীতা', রাজকুমার হিরানির 'লগে রহো মুন্নাভাই', বিধু বিনোদ চোপড়ার 'একলব্য', শ্যাম বেনেগালের 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, দ্য ফরগটেন হিরো' ছবিতেও কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, কিংবদন্তি পরিচালক ঋতুপর্ণের 'শুভ মহরত', 'নৌকাডুবি', 'আবহমান' ইত্যাদি আরও বহু ছবিতে কাজ করেছেন। সম্প্রতি কাজ করেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী মতো পরিচালকদের ছবিতেও। কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছেন নিজস্ব টিম। হাতে ধরে তাদের অনেককেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আগামী দিনে নিজের কিছু পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন হেমা।

বাবা অশোক ঘোষ ছিলেন টলি ইন্ডাস্ট্রির খুব নামকরা ড্রেসার। সীমা এবং তাঁর বোন দু'জনের জন্যই তিনি ১৯৯৯-তে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন। শুরু থেকেই গিল্ডের সদস্যা সীমা। যেটা সম্ভব হয়েছে তাঁর বাবার জন্যই। পুরোদস্তুর প্রশিক্ষণ এবং পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েই এই জগতে পদার্পণ। সীমা যখন কাজ শুরু করেন তখন হেয়ার, কস্টিউম এবং মেকআপ তিনটে একসঙ্গে ছিল, পরে তিনটে গিল্ড ভেঙে আলাদা হয়ে যায়। তারপর আবার কিছুদিন সমস্যা শুরু হয় গিল্ডের তরফে, তখন প্রায় দু'-তিনবছর গ্যাপ থাকে এবং পরবর্তীতে সমস্যা কাটিয়ে আবার পুরোদমে কাজে লেগে পড়েন সীমা। ২০০৩ থেকে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে দাপটের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

সীমা ঘোষ
হেয়ার স্টাইলিস্ট

শুরুর দিকে শিক্ষানবিশ হিসেবেও কাজ করতে হয়েছে। গোটা কর্মজীবনে সিনিয়রদের কাছ থেকে পেয়েছেন অকুণ্ঠ ভালবাসা। হেয়ার স্টাইলিস্ট শেখর অধিকারী, শ্যামলী দাস, হেমা মুনশি-সহ আরও সিনিয়রদের কাছে হাতেকলমে প্রচুর কাজ শিখেছেন। পেয়েছেন মেন্টরদের— যাঁরা সীমাকে তৈরি করেছেন তাঁদের সফল উত্তরসূরি করে। এরপর 'সানাই' ধারাবাহিকে প্রথম এককভাবে কাজ করা। বড় বড় আর্টিস্টদের সান্নিধ্য পেয়েছেন। 'বন্ধন', 'মা', 'বেহুলা' 'সিঁদুরখেলা' ব্যাক টু ব্যাক সিরিয়ালে কাজ করেছেন। শেষ কাজ ছিল 'বোঝে না সে বোঝে না'। এরপর তিনি সিরিয়ালের কাজ ছেড়ে ২০১৩ থেকে একটানা বড়পর্দায় কাজ শুরু করেন। কারণ বড়পর্দায় কাজ করতে চাইছিলেন সীমা। রবি কিনাগি, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তী— সব নামকরা পরিচালকের ছবিতে কাজ করেছেন। করেছেন অ্যাড শুটের কাজও। এই মুহূর্তে উইন্ডোজ-এর বহুরূপী ছাড়া প্রায় সব ছবিতে কাজ করেছেন সীমা। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে বদলেছেন যুগের সঙ্গে। কারণ হেয়ার এবং মেকআপের জগতে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। এত ব্যস্ততায় যখনই সময় পান বাড়ির বাগানে অনেকটা সময় দেন। ফুলগাছের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে সীমার।